তারকিব

আরবি ব্যাকরণের ২ টি অংশ আছে। তারকিব আরবি ব্যাকরণের নাহু অংশে আলোচনা করা হয়। আরবি ভাষার বাক্য গঠনে তারকিব অনেক গুরুত্বপুর্ণ একটি বিষয়। এখানে আরবি তারকিব শিক্ষার নিয়ম আলোচনা করা হয়েছে। আরবি ব্যাকরণে তারকিব কাকে বলে? তারকিবের প্রয়োজনীয়তা কি? সহজে তারকিব করার কিছু নিয়ম ও তারকিবের পরিভাষা উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো।

আস্‌সালামু আলাইকুম! প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। প্রথমে আপনাকে আমাদের আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা কোর্সের আসরে স্বাগতম! আলহামদুলিল্লাহ ইতোমধ্যে আমরা আরবি ২য় পত্র মিজানুস সরফ বা ইলমুস সরফ নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছি। ইলমুন নাহু নিয়েও আমাদের পর্যায়ক্রমে আলোচনা চলছে। সেই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা নতুন একটি পর্ব চালু করতে যাচ্ছি। তা হলো আরবি তারকিব শিক্ষা বা আরবি বাক্য গঠন পর্ব। এখানে আমরা আরবি বাক্য গঠন নিয়ে বিশ্লেষণ করব। অর্থাৎ কীভবে সহজে আরবি তারকিব করা যায় তা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। যদি আপনাদের উৎসাহ এবং সহযোগিতা পাই তবে এটা আমার জন্য আরও সহজ হবে। আশা করি সাথে থাকবেন। কিভাবে আরবিতে হাজারো বাক্য গঠন করবেন তা জানতে এই ভিডিওটি দেখতে পারেন। আরবি ব্যাকরণ তথা ইলমে নাহুর ভাষায় তারকিব কাকে বলে? প্রথমে আমাদের জানা দরকার আরবি তারকিবের শাব্দিক পরিচয়।

তারকিব:- تركيب

তারকীব শব্দের অর্থ গঠন করা। অর্থাৎ বাক্য গঠনের প্রক্রিয়াকে আরবিতে তারকিব বলা হয়। অন্যকথায় বলা যায়, একটি বাক্য কোন কোন কালিমা বা শব্দ নিয়ে গঠিত হয়েছে এবং বাক্যটির অর্থ কেমন হবে এসব বিষয় বিশ্লেষণ করাকে আরবি গ্রামারের পরিভাষায় তারকিব বলা হয়। যেমন- جَاءَ زَيْدٌ জা'আ যাইদুন অর্থ যায়েদ এলো।

এখানে জা'আ جَاءَ ক্রিয়া আর যাইদুন শব্দটি ইসম বা বিশেষ্য হয়ে ক্রিয়াটির কর্তা হিসেবে এসেছে। উক্ত ক্রিয়া আর কর্তা মিলে একটি ক্রিয়াবাচক বাক্য গঠিত হয়েছে।

সুতরাং এখানে যাইদ লোকটির মাধ্যমে কাজটি হয়েছে তাই তাকে কর্তা হিসেবে অর্থ করতে হবে। অর্থ হবে যায়েদ এলো।

আবার, المسجدُ بيتُ الله আল-মাসজিদু বাইতুল্লাহ। অর্থ মসজিদ আল্লাহর ঘর। এখানে, মাসজিদ শব্দটি মুবতাদা কারণ মাসজিদ শব্দটির উপর অন্য শব্দের অর্থ নির্ভর করছে। এটা মারফুআত এর একটি প্রকার।

আর বাইতুন শব্দটি মুদাফ অর্থাৎ যে শব্দকে অন্য শব্দের সাথে সম্বন্ধ করা হয় তাকে মুদাফ বলে। আর আল্লাহ শব্দটি মুদাফ ইলাইহি অর্থাৎ যার সাথে অন্য শব্দ সম্বন্ধ বা যুক্ত করা হয় তাকে বলা হয়।

মুদাফ মুদাফ ইলাইহি মিলে হয়েছে খবর। কারণ আল্লাহর কিতাব এট একটি সংবাদ যা মুবতাদার সমন্বয়ে পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে। মুদাফ মুদাফ ইলাইহ এর অর্থ করার সময় সাধারণত মাঝের বা এর হয়। সুতারাং অর্থ হবে, মসজিদ আল্লাহর ঘর। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সহজে তারকিব করার কয়েকটি নিয়ম জানতে এই ভিডিওটি দেখতে পারেন। সহজ তারকিব শিক্ষা।

Scanned with CamScanner

তারকীব শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা :-

আরবি ভাষায় বাক্য তৈরি করা শেখার জন্য তারকিব শেখা অতি জরুরী। তারকীব মানে হচ্ছে গঠন করা। যদি আপনি বাক্য গঠনের নিয়ম না জানেন এবং সেই বাক্যের অর্থ কেমন হবে তা না জানেন তবে আপনি আরবি ভাষায় ভালো দক্ষ হতে পারবেন না। আপনার ভিত্তি দূর্বল থাকবে। নিজের মত করে আরবিতে ভাব প্রকাশের জন্য তারকীব শেখার বিকল্প নেই। যদি আপনি তারকীব না পারেন তবে দেখা যাবো অর্থ তুলতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলছেন।

কোনটা মাউসুফের অর্থ, কোন টা সিফাতের অর্থ, কোনটা হাল যুল হালের অর্থ, কোনটা মুবতাদা খবর এর অর্থ। ইত্যাদি অনেকগুলো পরিভাষা আছে যেগুলো আপনি ভালো জানবেন না। তাই আরবি ভালোভাবে শেখার জন্য তারকীব আপনাকে শিখতে হবেই। অন্যথায় আপনাকে অনুবাদ মুখস্ত করে যেতে হবে। কেন এমন অর্থ হচ্ছে তা জানতে পারবেন না। তাই আমি বলব, আপনি যদি আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে চান তবে তারকীব করা কৌশল ও তারকীবের পরিভাষাগুলো রপ্ত করতে সচেষ্ট হবেন।

এবার আমরা জানব কীভাবে আরবিতে সহজে তারকীব করা শিখবেন। অর্থাৎ তারকীব করার কিছু পরিভাষা উদাহরণসহ আমরা এখন আলোচনা করব।

তারকিব করার পদ্ধতি ও তারকীব এর কিছু পরিভাষা। তারকিব করার আগে আমাদের তারকিবের কিছু পরিভাষার নাম জানা দরকার অন্যথায় তারকিব করার সময় এদের পরিচয় জানতে হবে তাই আগেই জেনে নেওয়া ভালো।

তাহলে চলুন আগে তারকিবের কিছু টার্ম জেনে নেই।

১) খবর (خبر) যার মাধ্যমে কোনো সংবাদ দেওয়া হয় তাকে খবর বলে। যেমন ; خالد طالب খালেদ একজন ছাত্র। এখানে খালিদ মুবতাদা আর ছাত্র শব্দটি খবর।

২) মুবতাদা (مبتدأ) যার সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয় তাকে মুবতাদা বলে। যেমন ; خالد طالب খালেদ একজন ছাত্র। এখানে খালিদ শব্দটি মুবতাদা। মুসনাদ ইলাহি (مسند إليه) কাকে বলে?

৩)মুসনাদ ইলাহি (مسند إليه) যার উপর হুকুম দেওয়া হয় তাকে মুসনাদ ইলাহি বলে। যেমন " زَيد عالم যায়েদ একজন আলেম। এখানে যায়েদ শব্দটি মুসনাদ ইলাইহি।

৪)মুসনাদ (مسند) যার দ্বারা হুকুম দেওয়া হয় তাকে মুসনাদ বলে। যেমন "زَيد عالم যায়েদ একজন আলেম। এখানে আলিম শব্দটি মুসনাদ।

৫)মাউসুফ (موصوف) যার দোষ গুণ বর্ণনা করা হয় তাকে মাউসুফ বলে। যেমন ; ذالك القلم নতুন কলমটি। এখানে কলম শব্দটি মাউসুফ কারন কলমের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে।

৬)সিফাত(صفة) যার দ্বারা দোষ গুণ বর্ণনা করা হয় তাকে সিফাত বলে। যেমন ; ذالك القلم নতুন কলমটি। এখানে নতুন' শব্দটি সিফাত কারন " নতুন " বা জাদিদ " শব্দটির মাধ্যমে কলম শব্দটির গুণ প্রকাশ করা হয়েছে। মাউসুফ সিফাত কাকে বলে? মাউসুফ সিফাত এর ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমাদের Fakhrul Academy নামক চ্যানেল থেকে এই ভিডিওটি দেখতে পারেন।

Scanned with CamScanner

৭) মুদাফ (مضاف) যে শব্দকে অন্য শব্দের সাথে যুক্ত করা হয় তাকে মুদাফ বলে। যেমন, كتاب الله কিতাবুল্ললাহি অর্থ, আল্লাহর কিতাব এখানে কিতাব মুদাফ কারন কিতাব শব্দটি আল্লাহ শব্দের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

৮) মুদাফ ইলাইহি (مضاف إليه) কোনো শব্দকে যে শব্দের সাথে যুক্ত করা হয় তাকে মুদাফ ইলাইহি বলে। যেমন, كتاب الله কিতাবুল্ললাহি অর্থ, আল্লাহর কিতাব এখানে আল্লাহ শব্দটি মুদাফ ইলাইহি, কারন আল্লাহ শব্দটির সাথে কিতাব শব্দটিকে যুক্ত করা হয়েছে।

৯) ইসমে ইশারা (الإسم الإشاره) যার দ্বারা ইশারা বা ইংগিত করা হয় তাকে ইসমে ইশারা বলে। যেমন, ذالك قلم "যালিকা কলামুন" উহা একটি কলম, এখানে "যালিকা " শব্দটি ইসমে ইশারা। এর দ্বারা কলমের দিকে ইশারা করা হয়েছে।

১০) মুশারুন ইলাইহি (مشار إليه) যে শব্দের দিকে ইশারা করা হয় সে শব্দটিকে বলা হয় মুশারুন ইলাইহি। যেমন, ذالك قلم "যালিকা কলামুন" উহা একটি কলম, এখানে কলম শব্দটি মুশারুন ইলাইহি, কারন যালিকা ইসমে ইশারা দিয়ে কলম শব্দটিকে ইশারা করা হয়েছে।

১১) ফেয়েল (فِعل) কোনো কাজ বা ক্রিয়াকে ফেয়েল বলে। যেনন ; ذَهَبَ خالِد "যাহাবা খালিদুন" অর্থ, খালিদ গেল। এখানে গেল বা "যাহাবা" শব্দটি ফেয়েল বা ক্রিয়া।

১২)ফায়েল (فاعل) ফেয়েল এর কর্তাকে ফায়েল বলে অর্থাৎ যার দ্বারা কাজ সম্পাদিত হয় তাকে ফায়েল বলে। যেনন ; ذَهَبَ خالِد "যাহাবা খালিদুন" অর্থ, খালিদ গেল। এখানে খালিদুন শব্দটি ফায়েল কারন যাওয়া কাজটি খালেদ এর দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।

তারকিবের আরো অনেক পরিভাষা আছে। আজকের পর্ব এখানেই সমাপ্ত করছি। পরবর্তী পর্বে ইন শা আল্লাহ বাকি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তবে আপাদের মন্তব্য আশা করছি। লেখা বুঝতে আপনাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা বা কীভাবে লিখলে আরো ভালো হবে তা জানালে খুশি হব। কেননা এই চেষ্টা তো আপনাদের জন্যই। যদি আপনারাই না বুঝেন তবে সবই ব্যর্থ হবে।

তাহলে এখানেই বিদাই নিচ্ছি।
আল্লাহ হাফেয।

Scanned with CamScanner CamScanner

নিশ্চয়ই এই ঘড়িটি দামি।

إِنَّ هٰذِهِ السَّاعَةَ غَالِيَةٌ

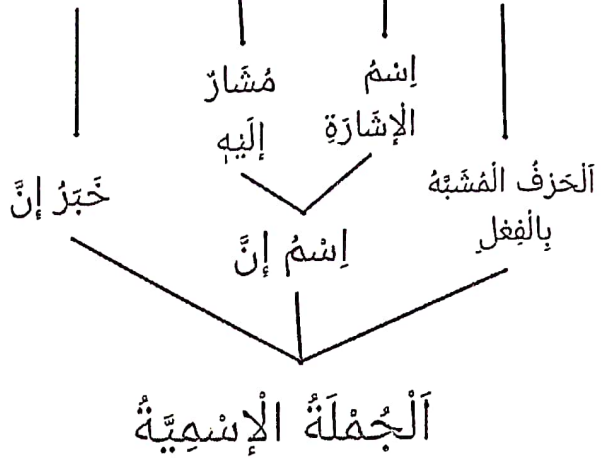

তারকীব - ৬৯ এসো আরবী শিখি- ২য় খন্ড- ১ম অধ্যায়- (১১তম পাঠ)

CamScanner

তুমি স্বলাতের জন্য মসজিদে যাও।

اِذْهَبْ(أَنْتَ) إِلَى الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ

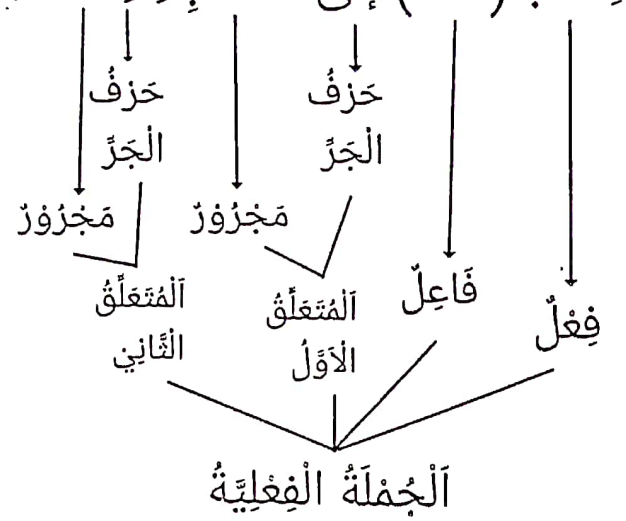

তারকীব - ৩৪ এসো আরবী শিখি -২য় খন্ড -১ম অধ্যায় -(১ম পাঠ

CamScanner

মুসলিমের অন্তরে নূর আছে এবং কাফিরের অন্তরে অন্ধকার আছে

فِي قَلْبِ الْمُسْلِمِ نُوْرٌ وَ فِي قَلْبِ الْكَافِرِ ظُلْمَةٌ

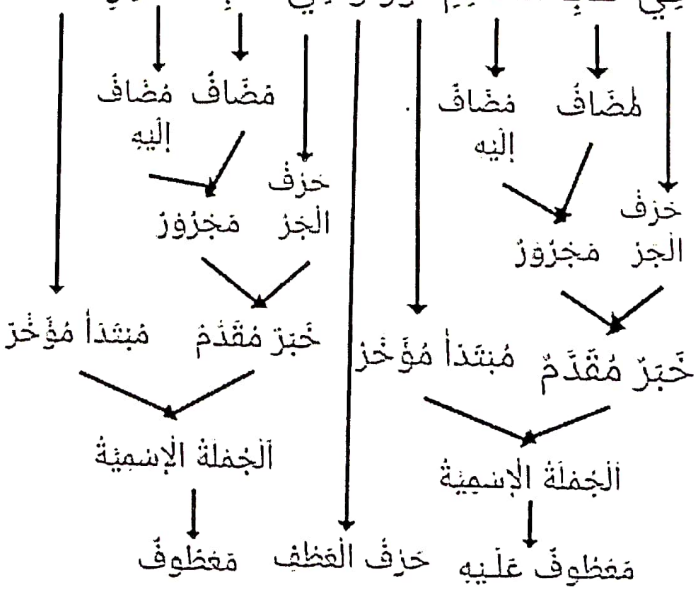

তারকীব-২১ এসো আরবী শিখি-১ম খন্ড-১ম অধ্যায়-(৮ম পাঠ)

CamScanner

শিক্ষকের কামরা থেকে

مِنْ غُرْفَةِ الْمُعَلِّمِ

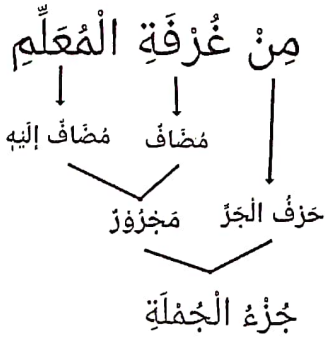

তারকীব-৩১ এসো আরবী শিখি-২য় খন্ড-১ম অধ্যায়-(১ম পাঠ

CamScanner

Scanned with CamScanner CamScanner

তারকিব-৭

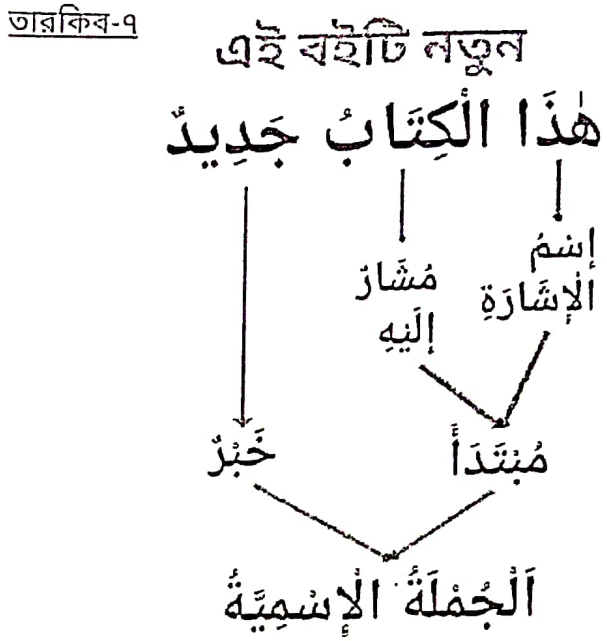

এসো আরবী শিখি-১ম খন্ড-১ম অধ্যায়- (৪র্থ পাঠ)

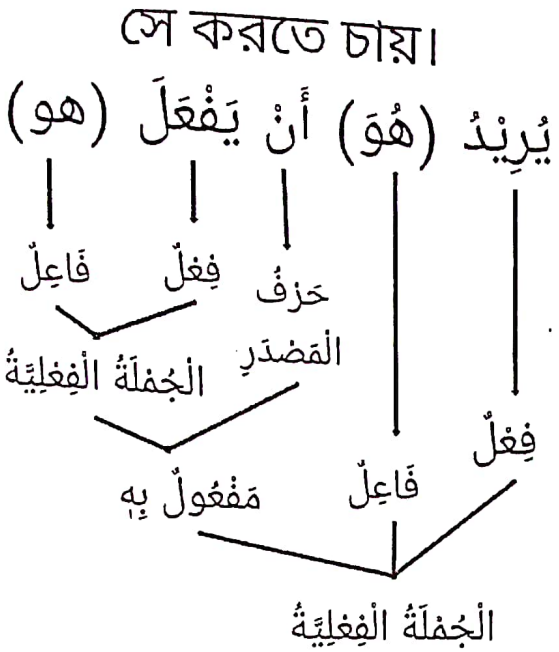

তারকীব - ৬২ এসো আরবী শিখি- ২য় খন্ড- ১ম অধ্যায়- (১০ম পাঠ)

CamScanner

মাজেদ আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করে এবং সে শয়তানের আনুগত্য করে ন

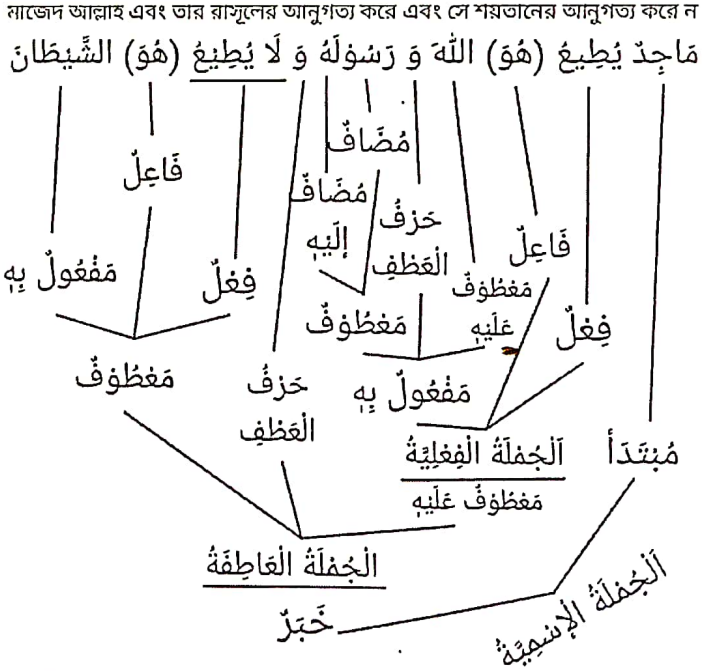

তারকীব - ৫৪ এসো আরবী শিখি- ২য় খন্ড- ১ম অধ্যায়- (৭ম পাঠ)

CamScanner

ফাতেমা মেয়েটি আল্লাহর কিতাব মুখস্ত করছে।

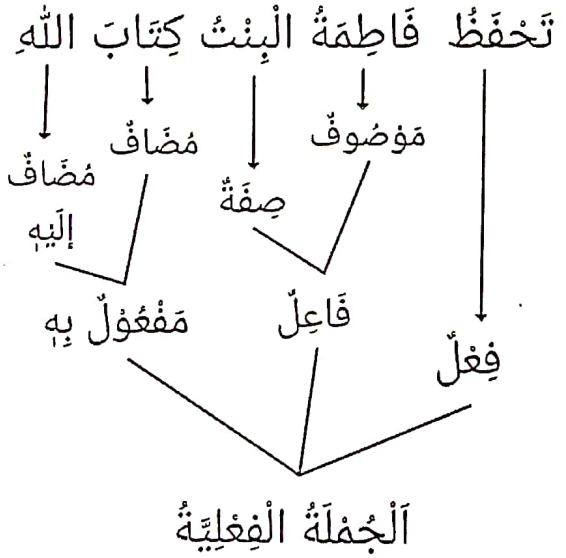

তারকীব - ৪৪ এসো আরবী শিখি ২য় খন্ড-১ম অধ্যায়-(৪র্থ পাঠ)

CamScanner

Scanned with CamScanner CamScanner

তারকিব-১

ইহা (একটি) বই

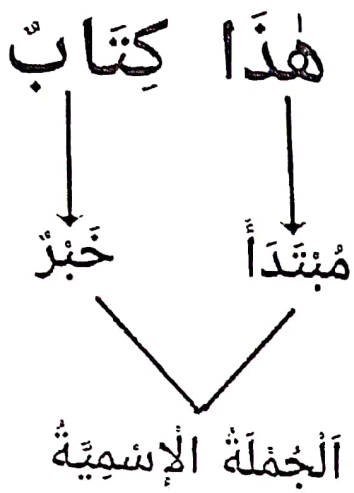

এসো আরবি শিখি-১ম খন্ড- ১ম অধ্যায়-১ম পাঠ

CamScanner

আমি ইশার পূর্বে ঘুমাবো না বরং ইশার পরে ঘুমাবো।

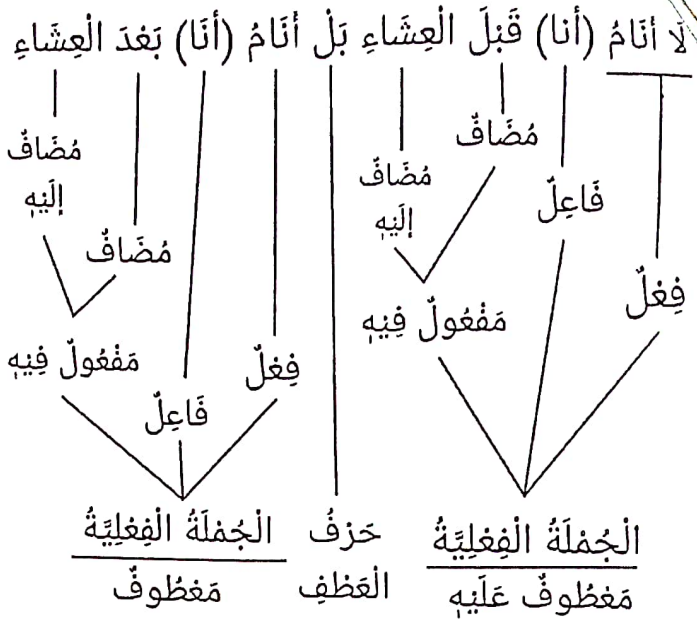

তারকীব- ৫১ এসো আরবী শিখি -২য় খন্ড -১ম অধ্যায়-(৬ষ্ঠ পাঠ)

CamScanner

সম্ভবত বইটি নতুন।

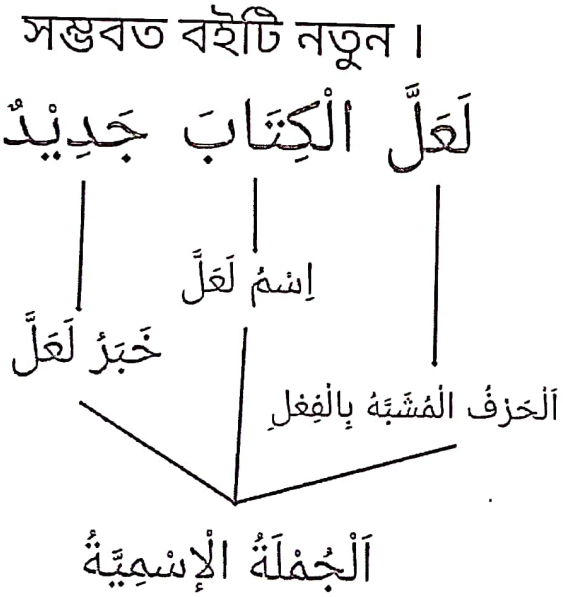

তারকীব - ৬৮ এসো আরবী শিখি- ২য় খন্ড- ১ম অধ্যায়- (১১তম পাঠ)

CamScanner

এই গ্রামে একটি নতুন মসজিদ আছে।

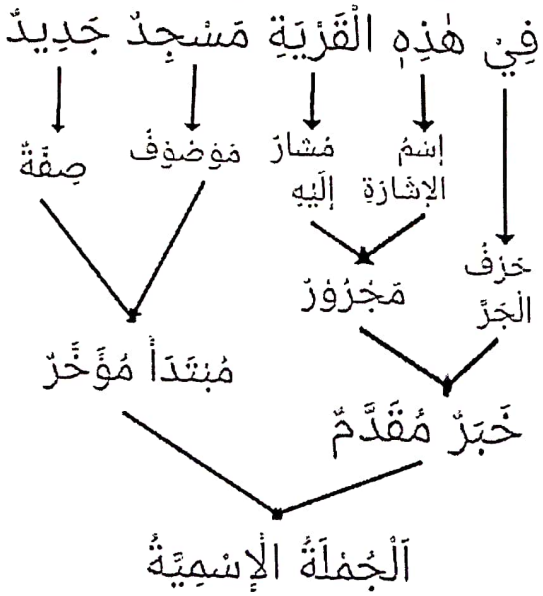

তারকীব-২০ এসো আরবী শিখি-১ম খন্ড১ম অধ্যায়-(৮ম পাঠ)

CamScanner

Scanned with CamScanner CamScanner

আমি একটি নতুন বই পড়ছি।

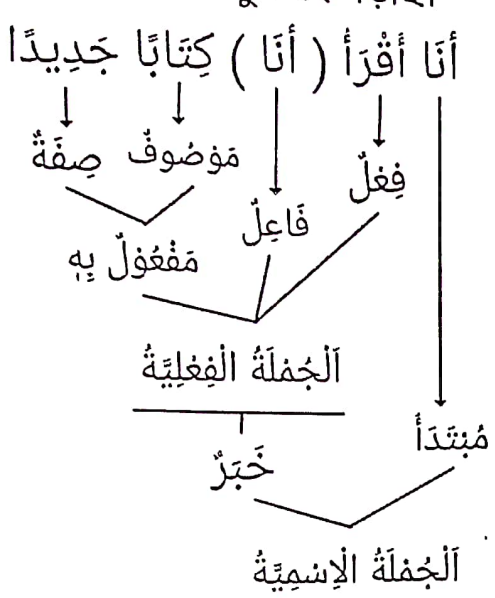

তারকীব - ৪২ এসো আরবী শিখি ২য় খন্ড-১ম অধ্যায়-(৪র্থ পাঠ)

CamScanner

আমি কুরআন বুঝার জন্য আরবী ভাষা অধ্যয়ন করতে চাই।

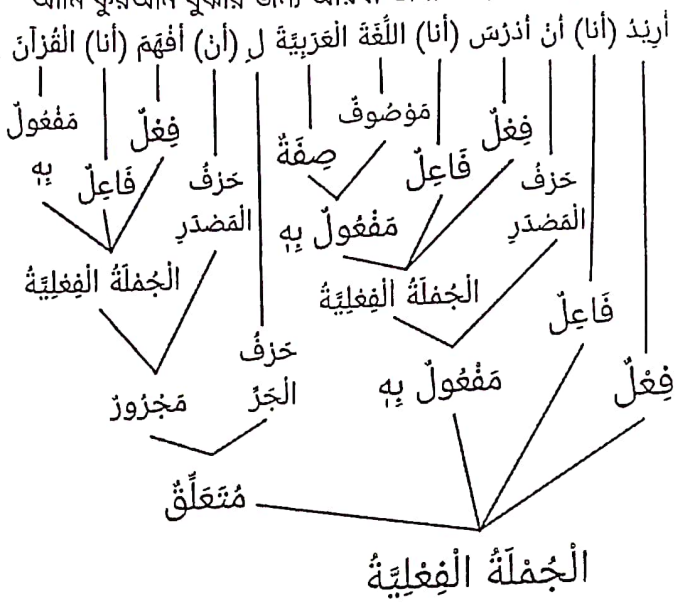

তারকীব - ৬৬ এসো আরবী শিখি- ২য় খন্ড- ১ম অধ্যায়- (১০ম পাঠ)

CamScanner

মানুষের অন্তর তার বুকে আছে এবং তার জিহ্বা তার মুখে আছে

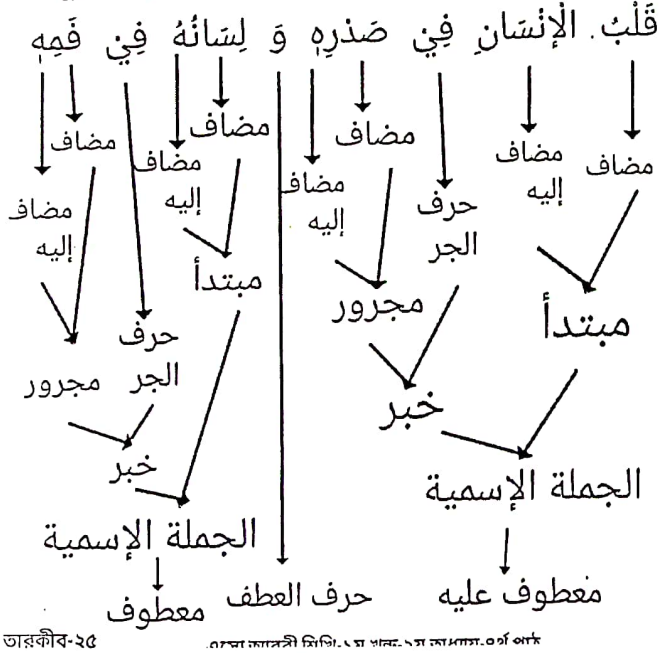

তারকীব-২৫ এসো আরবী শিখি-১ম খন্ড-২য় অধ্যায়-৩য় পাঠ

CamScanner

Scanned with CamScanner CamScanner

নামের তারকীব সংক্রান্ত আলোচনা

১। কারো নামের পূর্বে مُحَمَّدٌ থাকলে এশব্দটি بَرَكَتْ-এর জন্যে গৃহীত শব্দ হবে, এটি নামের কোন অংশ নয়। পরবর্তী শব্দ নিচয় مُرَكَّبْ نَاقِصْ হয়ে خَبَرْ হবে। সর্ব প্রথমে اِسْمِيْ - مُبْتَدَا مَحْذُوف থাকবে। উহ্য مُبْتَدَاءْ এবং خَبَرْ মিলিত হয়ে جُمْلَةْ اِسْمِيَةْ হবে।

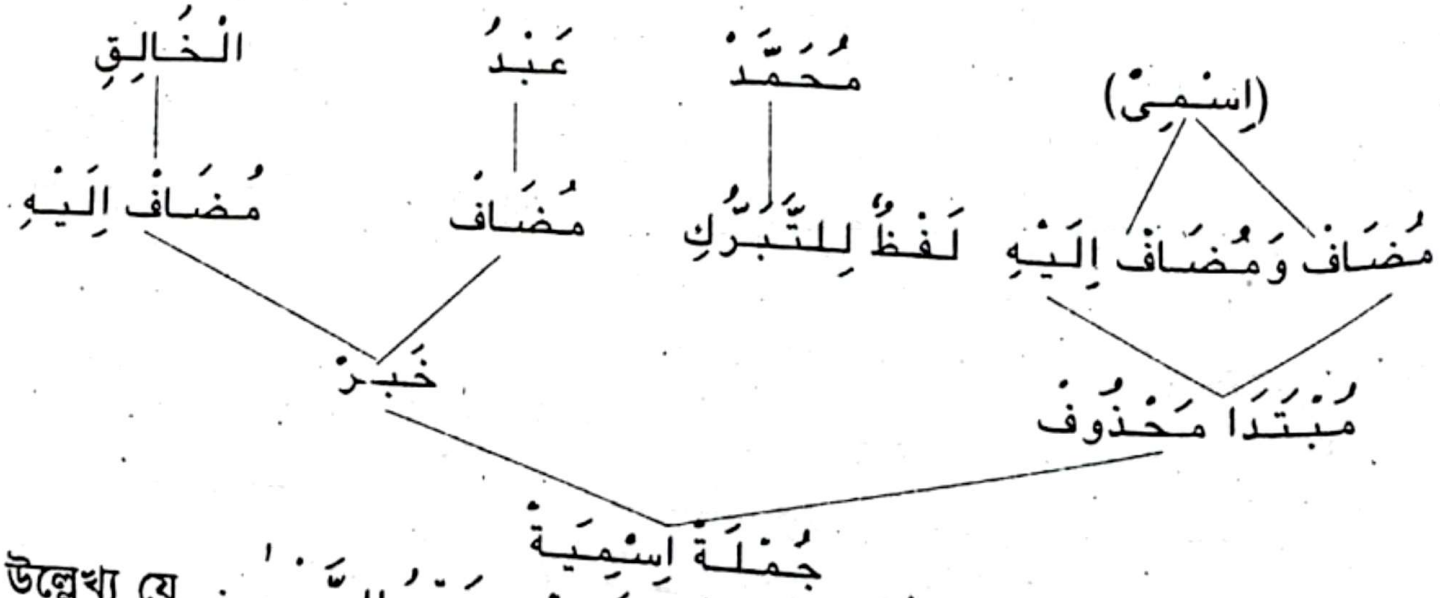

১। দৃষ্টান্ত–

উল্লেখ্য যে, عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، عَبْدُ الرَّحِيْمِ، عَبْدُ الْقُدُّوْسِ ، عَبْدُ الْحَنَّانِ - ইত্যাদি নামসমূহ উক্ত নিয়মে তারকীব করতে হবে।

CS CamScanner

Scanned with CamScanner

তবে بَدَل পর্যায়ে مُبْدَلْ مِنْهُ উদ্দেশ্য বহির্ভূত হয়ে থাকে বিধায় اِبْدَالْ-এর تَرْكِيبْ টি سُوْءُ اَدَبْ থেকে মুক্ত নয়। অতএব, তারকীবটি নিম্নরূপ হওয়া উচিত। যেমন– مُحَمَّدٌ عَبْدُ الْخَالِقِ এবং مُبْتَدَاْ উহ্য اِسْمِىْ অতঃপর لَفْظٌ لِلتَّبَرُّكِ সম্বন্ধ পদে خَبَرٌ পরিশেষে مُبْتَدَاْ ও خَبَرْ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَةٌ

নিম্নের নাম সম্পর্কিত تَرْكِيبْ প্রসঙ্গে একই ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য।

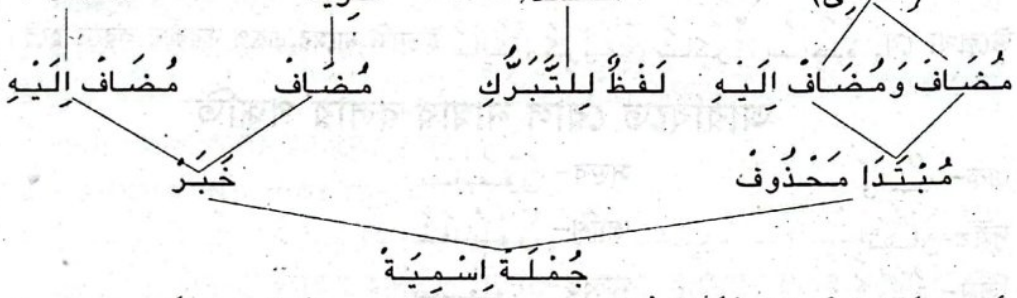

২।

উল্লেখ্য যে, فَارُوقٌ اَعْظَمُ، غُلَامُ اَعْظَمْ، اَحْمَدُ شَرِيفٌ، شَرِيفُ حَسَيْنٌ ইত্যাদি নামসমূহও এভাবে তারকীব করতে হবে। অর্থাৎ, প্রথম শব্দ মওসূফ আর দ্বিতীয় শব্দ সিফাত।

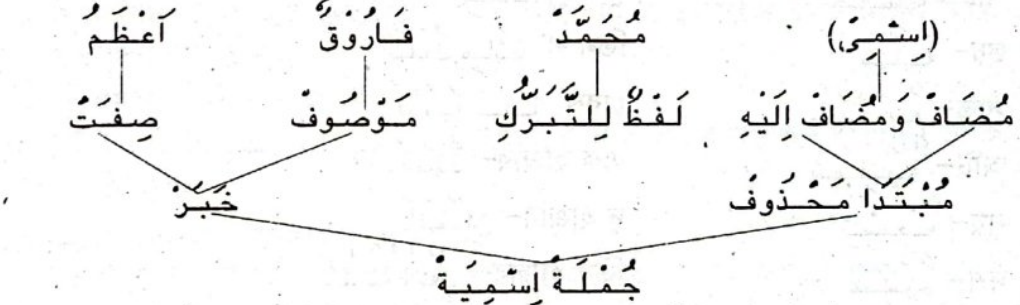

৩।

উল্লেখ্য যে, اَجْمَلُ حُسَيْنٌ، يَعْقُوبُ حُسَيْنٌ، عُمَرُ فَارُوقٌ ইত্যাদি ও এভাবে تَرْكِيبْ করতে হবে।

৪।

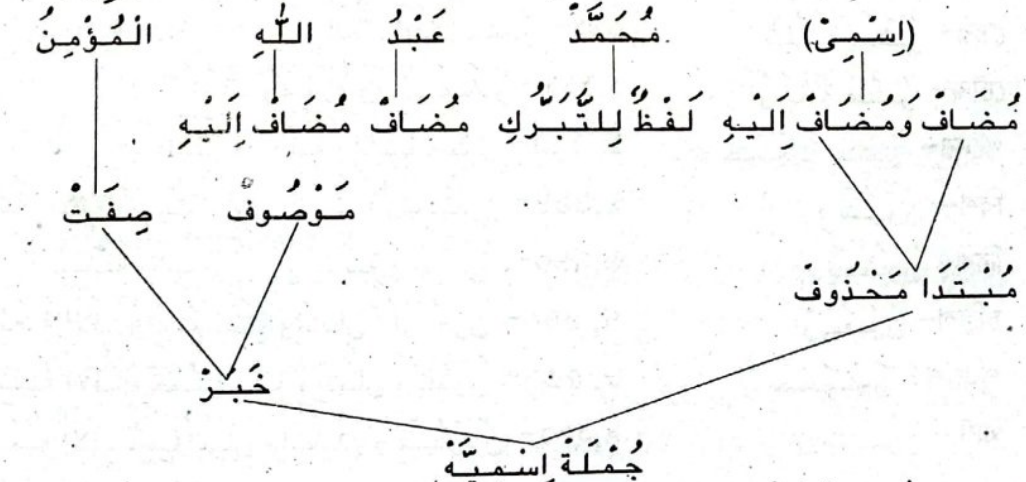

উল্লেখ্য যে, عَبْدُ اللّٰهِ الشَّافِىُّ، عَبْدُ اللّٰهِ الْمُحْسِنُ، عَبْدُ اللّٰهِ الْبَاقِىْ ইত্যাদি নামসমূহও এভাবে তারকীব করতে হবে।

CamScanner
Scanned with CamScanner

৫।

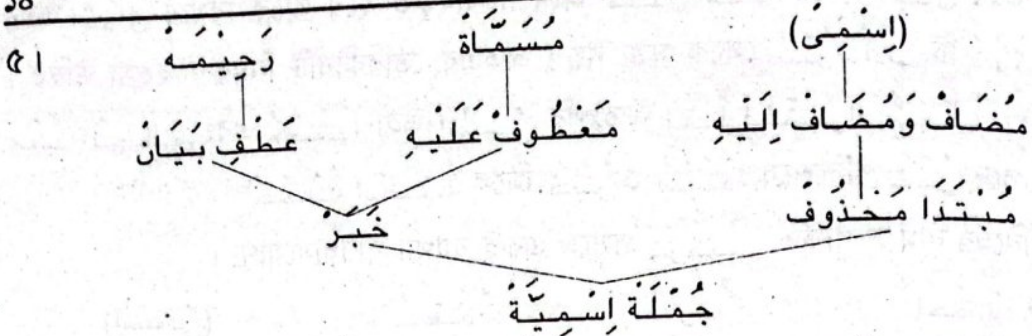

উল্লেখ্য যে, مَالِكَةْ، كَرِيْمَةْ، شَاكِرَةْ، سَاجِدَةْ ইত্যাদি নামের এরূপ তরকীব করতে হবে।

আরবিতে রোল নাম্বার বলার পদ্ধতি

এক- وَاحِدْ
দুই- اِثْنَانِ
তিন- ثَلٰثَةْ
চার- اَرْبَعَةْ
পাঁচ- خَمْسَةْ
ছয়- سِتَّةْ
সাত- سَبْعَةْ
আট- ثَمَانِيَةْ
নয়- تِسْعَةْ
দশ- عَشَرَةْ
এগার- اَحَدَ عَشَرَ
বার- اِثْنَا عَشَرَ
তের- ثَلٰثَةَ عَشَرَ
চৌদ্দ- اَرْبَعَةَ عَشَرَ
পনের- خَمْسَةَ عَشَرَ
বিশ- عِشْرُوْنَ
ত্রিশ- ثَلٰثُوْنَ
চল্লিশ- اَرْبَعُوْنَ
পঞ্চাশ- خَمْسُوْنَ
ষাট- سِتُّوْنَ

সত্তর- سَبْعُوْنَ
আশি- ثَمَانُوْنَ
নব্বই- تِسْعُوْنَ
একশ- مِائَةْ
দু'শ مِائَتَانِ
তিন শ' ثَلٰثُ مِائَةٍ
চারশ' اَرْبَعُ مِائَةٍ
এক হাজার- اَلْفْ
দু হাজার- اَلْفَانِ
তিন হাজার- ثَلٰثَةُ اٰلَافٍ
চার হাজার- اَرْبَعَةُ اٰلَافٍ
পাঁচ হাজার- خَمْسَةُ اٰلَافٍ
১১১- مِائَةٌ وَاَحَدَ عَشَرَ
১,১১১- اَلْفٌ وَمِائَةٌ وَاَحَدَ عَشَرَ
১, ১১২- اَلْفٌ وَمِائَةٌ وَاِثْنَا عَشَرَ
৬,৬৬৬- سِتَّةٌ وَسِتُّوْنَ
سِتَّةُ اٰلَافٍ وَسِتُّ
৬,৭৬০- سِتَّةُ اٰلَافٍ وَسِتُّوْنَ مِائَةٍ
৭, ৯৪০- سَبْعَةُ اٰلَافٍ وَتِسْعُ مِائَةٍ وَاِثْنَانِ وَاَرْبَعُوْنَ
৮, ৫৩২- ثَمَانِيَةُ اٰلَافٍ وَخَمْسُ مِائَةٍ وَاِثْنَانِ وَثَلٰثُوْنَ
৯,২২২- تِسْعَةُ اٰلَافٍ وَمِائَتَانِ وَاِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ

প্রকাশ থাকে যে, রোল নাম্বার শব্দটির আরবিতে প্রতিশব্দ যদি اَلرَّقَمُ التَّرْتِيْبِىُّ অথবা, اَلْعَدَدُ التَّرْتِيْبِىُّ ধরা হয় তবে এক্ষেত্রে عَدَدْ مُذَكَّرْ-এর বিবেচনায় مَعْدُوْدْ-এর تَذْكِيْرْ এবং تَانِيْثْ ব্যবহৃত হবে।

CamScanner
Scanned with CamScanner CamScanner

তারকীব সংক্রান্ত সূত্রাবলি

تَعْرِيْفُ التَّرْكِيْبِ (তারকীবের সংজ্ঞা)ঃ আরবী বাক্যের অন্তর্গত শব্দসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ককে তারকীব বলা হয়।

ضَرُوْرَةُ مَعْرِفَةِ التَّرْكِيْبِ (তারকীব জানার প্রয়োজনীয়তা) ঃ একটি বাক্য ছোট কিংবা বড় হোক, তা গঠনের বেলায় একটি শব্দের সাথে অন্য শব্দের সম্পর্ক থাকা অত্যাবশ্যক। যেমন—

বাক্যের মধ্যে فِعْل، فَاعِل، مَفْعُوْل، مُتَعَلِّق কিংবা مُبْتَدَا - خَبَر ইত্যাদির পরিচয় জানা ব্যতীত বাক্য গঠন করা বা اِعْرَاب দেয়া অসম্ভব। এ জন্যে আরবী ভাষা শেখার পূর্বশর্ত হচ্ছে تَرْكِيْب সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত হওয়া।

غَرْض التَّرْكِيْبِ (তারকীবের উদ্দেশ্য) ঃ নির্ভুলভাবে আরবী ভাষা পড়া, বলা ও লেখার যোগ্যতা অর্জন করাই تَرْكِيْب শেখার উদ্দেশ্য।

غَايَةُ التَّرْكِيْبِ (তারকীব শেখার লক্ষ্য) ঃ কুরআন ও হাদীস শিখে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ অর্জন করা।

مَوْضُوْعُ التَّرْكِيْبِ (তারকীবের বিষয়বস্তু) ঃ جُمْلَة-এর অন্তর্গত শব্দসমূহের যোগসূত্রই تَرْكِيْب-এর বিষয়বস্তু।

مُرَكَّب ও مُفْرَد ঃ একক ও যৌগিক শব্দ

مُفْرَد ঃ একক অর্থবোধক শব্দকে مُفْرَد বলে। এর অপর নাম كَلِمَة।

كَلِمَة-এর প্রকারভেদ ঃ كَلِمَة তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—

১। اِسْم—বিশেষ্য। যেমন— قَلَم - مُسْلِمٌ - تِلْمِيْذٌ

২। فِعْل—ক্রিয়া। যেমন— نَصَرَ - يَنْصُرُ - اُنْصُرْ

৩। حَرْف—অব্যয়। যেমন— فِيْ - اِلٰى - مِنْ

■ مُرَكَّب ঃ যে শব্দ অন্য কোন শব্দের সাথে মিলিত হয়ে কোন একক অর্থ বা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে তাকে مُرَكَّب বলে।

■ مُرَكَّب প্রধানত দুপ্রকার। যথা— ১. مُرَكَّب نَاقِص-অপূর্ণাঙ্গবাক্য
২. مُرَكَّب تَامّ-পূর্ণাঙ্গবাক্য।

■ مُرَكَّب نَاقِص আবার চার ভাগে বিভক্ত। যথা—

১. مُرَكَّب اِضَافِىْ ঃ مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف মিলে যে مُرَكَّب হয় তাকে مُرَكَّب اِضَافِى বলে। যেমন— قَلَمُ خَالِدٍ-খালিদের কলম। صَلٰوةُ الْعَصْرِ - আসরের নামায।

২. مُرَكَّب تَوْصِيْفِىْ ঃ صِفَت ও مَوْصُوْف তথা مُرَكَّب تَوْصِيْفِى মিলে যে مُرَكَّب হয়, তাকে مُرَكَّب تَوْصِيْفِى বলা হয়। যেমন— رَجُلٌ عَاقِلٌ-জ্ঞানী মানুষ। لَبَنٌ حَمِيْمٌ-গরম দুধ।

৩. مُرَكَّب بِنَائِىْ ঃ যেখানে দুটি সংখ্যা এক সংখ্যায় পরিণত হয়, তাকে مُرَكَّب بِنَائِى বলে। যেমন— اَحَدَ عَشَرَ (১১) হতে تِسْعَةَ عَشَرَ (১৯) পর্যন্ত।

CamScanner
Scanned with CamScanner

مُرَكَّبٌ تَامٌّ ঃ পূর্ণবাক্য

যে مُرَكَّبٌ পরিপূর্ণ বাক্যে পরিণত হয় তাকে مُرَكَّبٌ تَامٌّ বলে। একে جُمْلَةٌ বা كَلَامٌ ও বলা হয়।

جُمْلَةٌ-এর প্রকারভেদ ঃ جُمْلَةٌ প্রধানত দুপ্রকার। যথা—

১. جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ ঃ যে বাক্যের প্রথমে اِسْم থাকে তাকে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ বলা হয়। جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ গঠনের বেলায় مُبْتَدَأ ও خَبَرٌ-এর প্রয়োজন হয়। যেমন— خَالِدٌ قَائِمٌ-খালিদ দাঁড়ানো।

২. جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ ঃ যে বাক্যের প্রথমে فِعْل থাকে, তাকে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ বলা হয়। جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ গঠনে সাধারণত مُتَعَلَّقٌ ও مَفْعُولٌ، فَاعِلٌ، فِعْل-এর প্রয়োজন হয়। যেমন— ضَرَبَ خَالِدٌ بَكْرًا فِي السُّوْقِ-খালিদ বকরকে বাজারে মেরেছে।

তারকীবের চাহিদা ঃ মুখস্থকরণ

১. فَاعِلٌ، فِعْل চায়
২. نَائِبُ فَاعِلٌ، فِعْلِ مَجْهُولٌ চায়
৩. مَفْعُولٌ بِهِ، فِعْلِ مُتَعَدِّي চায়
৪. شِبْهِ فِعْل বা فِعْل مَفْعُولٌ চায়
৫. شِبْهِ فِعْل বা فِعْل مُتَعَلَّقٌ চায়
৬. مَجْرُورٌ، حَرْفِ جَارٌ চায়
৭. خَبَرٌ، مُبْتَدَأ চায়
৮. خَبَرٌ، اِسْم চায়
৯. مُضَافٌ اِلَيْهِ، مُضَافٌ চায়
১০. صِفَتٌ، مَوْصُوفٌ চায়
১১. حَالٌ، ذُو الْحَالِ চায়
১২. صِلَةٌ، اِسْم مَوْصُولٌ চায়
১৩. مُشَارٌ اِلَيْهِ، اِسْم اِشَارَةٌ চায়
১৪. جَزَاءٌ، شَرْط চায়
১৫. مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ চায় مَعْطُوف
১৬. بَدَلٌ مُبْدَلٌ مِنْهُ চায়
১৭. مَقُوْلَةٌ قَوْلٌ চায়
১৮. جَوَابِ قَسَم চায় قَسَم
১৯. فَاعِلٌ ظَرْف চায় ظَرْف
২০. جَوَابِ نِدَا চায় نِدَا
২১. تَمْيِيزٌ مُمَيَّزٌ চায়
২২. مُسْتَثْنًى مِنْهُ চায় مُسْتَثْنًى

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ ঃ ক্রিয়াবাচক বাক্য

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ-এর মধ্যে فِعْل -এর পরেই فَاعِلٌ প্রয়োজন।

فِعْل-এর সংজ্ঞা ঃ অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যত কোন কালে কোন কাজ বা ঘটনা সম্পন্ন করা বা হওয়াকে فِعْل বলে। যেমন— ذَهَبَ-সে গেলো, يَذْهَبُ- সে যাচ্ছে বা যাবে, اِذْهَبْ-তুমি যাও।

সূত্র ঃ ১. মিযান কিতাবে فِعْلِ مَاضِي থেকে فِعْلِ نَهِيٌ পর্যন্ত যতগুলো صِيْغَةٌ আছে এর প্রতিটি صِيْغَةٌ এক একটি فِعْل। فِعْلِ مَاضِي থেকে فِعْلِ نَهِيٌ পর্যন্ত এর সংখ্যা চারশ-এর ওপরে। কোন جُمْلَةٌ-এর মধ্যে এগুলোর কোন একটি

CamScanner
Scanned with CamScanner CamScanner

صِيْغَهْ পাওয়া গেলেই فِعْل হিসেবে গণ্য করতে হবে। তারপর এর সাথে একটি فَاعِلْ চিহ্নিত করে جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ গঠন করতে হবে।

فَاعِلْ-এর পরিচয় ঃ যার দ্বারা কোন কাজ সম্পন্ন হয়, তাকে فَاعِلْ তথা কর্তা বলে। যেমন—نَصَرَ خَالِدٌ-খালিদ সাহায্য করলো।

তারকীব ঃ نَصَرَ - فِعْل - خَالِدٌ، فَاعِلْ ; فَاعِلْ+ فِعْل = جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ

সূত্র ঃ ২. (ক) فَاعِلْ : وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ ও وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ এ মাত্র এ দুটি صِيْغَهْ-এর বেলায় فِعْل-এর পরে পেশযুক্ত কোন اِسْمِ ظَاهِرْ তথা প্রকাশ্য ইসম থাকলে, তাকে فَاعِلْ হিসেবে গণ্য করতে হবে। যেমন—

حَضَرَ خَالِدٌ ও حَضَرَتْ فَاطِمَةُ

তারকীব ঃ حَضَرَتْ فَاطِمَةُ - حَضَرَتْ - فِعْل - فَاطِمَةُ - فَاعِلْ + فِعْل = جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ

সূত্র ঃ ২. (খ) যদি উক্ত صِيْغَهْ দুটির পরে কোন পেশযুক্ত اِسْمِ ظَاهِرْ তথা প্রকাশ্য ইসম না থাকে তবে উহ্য هُوَ বা هِيَ যমীরকে فَاعِلْ নির্ধারণ করতে হবে। যেমন–ضَرَبَ خَالِدٌ–খালিদ প্রহার করলো ও ذَهَبَتْ فَاطِمَةُ-ফাতিমা গেলো।

বিশ্লেষণ ঃ (সূত্র ঃ নং ক)-এর مَاضِى فِعْل، مُضَارِعْ، اَمْر، نَهِى প্রতিটির ১৪টি করে صِيْغَهْ আছে। তারকীবের সময় প্রতিটি فعل-এর সাথে فَاعِلْ অবশ্যই থাকবে। তন্মধ্যে মাত্র দুটি صِيْغَهْ-এর فَاعِلْ প্রকাশ্য اِسْم হতে পারে। যেমন- وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর বেলায় যথা- خَرَجَ خَالِدٌ - يَخْرُجُ خَالِدٌ ও وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর বেলায় যথা- عَلِمَتْ فَاطِمَةُ ও تَعْلَمُ فَاطِمَةُ -এগুলোর তারকীব বর্ণিত নিয়মেই فِعْل + فَاعِلْ একত্রে جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ গঠিত হবে।

বিশ্লেষণ ঃ (সূত্র ঃ নং খ) কখনো দেখা যায় যে, বর্ণিত صِيْغَهْ দুটির পরে কোন اِسْمِ ظَاهِرْ থাকে না, সেক্ষেত্রে এর فَاعِلْ উহ্য ضَمِيرْ টি হবে। যেমন— ১. وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর বেলায়— خَالِدٌ كَرُمَ

তারকীব ঃ خَالِدٌ - مُبْتَدَا
كَرُمَ - فِعْل
উহ্য هُوَ যমীর فَاعِلْ
} فِعْل + فَاعِلْ = جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ হয়ে خَبَرْ

مُبْتَدَا + خَبَرْ = جُمْلَةْ اِسْمِيَّةْ

২. وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর বেলায়— فَاطِمَةُ كَرُمَتْ

তারকীব ঃ فَاطِمَةُ - مُبْتَدَا
كَرُمَتْ - فِعْل
উহ্য هِيَ যমীর فَاعِلْ
} فِعْل + فَاعِلْ = جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ হয়ে خَبَرْ

مُبْتَدَا + خَبَرْ = جُمْلَةْ اِسْمِيَّةْ

CamScanner
Scanned with CamScanner

জ্ঞাতব্য ঃ فَاعِلٌ সর্বদাই فِعْل-এর পরে হয়। তাই فِعْل-এর পূর্ববর্তী اِسْم-কে কোনক্রমেই فَاعِلٌ গণ্য করা যাবে না।

(সূত্র ঃ নং গ) বর্ণিত صِيْغَهْ দুটি ব্যতীত বাকি ১২টি صِيْغَهْ-এর ক্ষেত্রে فِعْل-এর পরে কোন সংযুক্ত ضَمِيْر بَارِزٌ কিংবা এর উহ্য ضَمِيْر-কে فَاعِلٌ গণ্য করতে হবে। যেমন— فَتَحْتُ-এর মধ্যে ت যমীর এবং فَتَحُوْا-এর মধ্যে هُمْ যমীর فَاعِلٌ।

বিশ্লেষণ ঃ ১. تَرْكِيْب : فَتَحْتُ –আমি খুললাম

فِعْل - فَتَحَ
ت যমীর فَاعِلٌ
} جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ = فَاعِلٌ + فِعْل

২. تَرْكِيْب : فَتَحُوْا–তারা খুললো।

فِعْل - فَتَحُوْا
هُمْ উহ্য যমীর فَاعِلٌ
} جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ = فَاعِلٌ + فِعْل

مَفْعُوْل بِهٖ ঃ কর্মকারক

مَفْعُوْل بِهٖ-এর সংজ্ঞা ঃ কর্তার ক্রিয়া যার ওপর পতিত হয় তাকে مفعول به বলে। যেমন— ضَرَبْتُ حَامِدًا - আমি হামিদকে মেরেছি। এখানে ক্রিয়াটি حامدا-এর ওপর পতিত হওয়ায় مَفْعُوْل بِهٖ হয়েছে।

সূত্র ঃ ৩. যদি فِعْل-এর পরে যবরযুক্ত اِسْم থাকে কিংবা فِعْل-এর সাথে সংযুক্ত ضَمِيْر مَنْصُوْب مُتَّصِلٌ থাকে, তবে একে مَفْعُوْلٌ بِهٖ গণ্য করতে হবে। যেমন॥ ضَرَبَ خَالِدٌ حَامِدًا ও ضَرَبْتُهٗ

বিশ্লেষণ ঃ ১. تَرْكِيْب : ضَرَبَ خَالِدٌ حَامِدًا–খালিদ হামিদকে প্রহার করলো।

فِعْل - ضَرَبَ
فَاعِلٌ - خَالِدٌ
مَفْعُوْل بِهٖ - حَامِدًا
} جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ = مَفْعُوْل بِهٖ + فَاعِلٌ + فِعْل

২. تَرْكِيْب : ضَرَبْتَهٗ—তুমি তাকে মেরেছো।

فِعْل - ضَرَبْ
فَاعِلٌ — তَ যমীর
مَفْعُوْل بِهٖ ٗ যমীর
} جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ = مَفْعُوْل بِهٖ + فَاعِلٌ + فِعْل

৩. نَحْمَدُ اللّٰهَ — আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি।

فِعْل - نَحْمَدُ
فَاعِلٌ = ضَمِيْر উহ্য نَحْنُ
مَفْعُوْلٌ = اللّٰهَ
} جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ = مَفْعُوْلٌ + فَاعِلٌ + فِعْل

CamScanner
Scanned with CamScanner

৪. اُشْكُرُوا اللّٰهَ—তোমরা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।

جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ = مَفْعُوْل + فَاعِلْ + فِعْل

فِعْل - اُشْكُرُوْا
فَاعِلْ = ضَمِيْر উহ্য اَنْتُمْ
مَفْعُوْلْ - اللّٰهَ

ফِعْل-এর সাথে যে কোন একটি مَفْعُوْلْ-এর ضَمِيْر-কে যুক্ত হলেই তা مَفْعُوْلْ হিসেবে গণ্য হবে। যেমন—

৫. تَرْكِيْب : نَحْمَدُهٗ-আমরা তার প্রশংসা করছি।

جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ = مَفْعُوْلْ + فَاعِلْ + فِعْل

فِعْل - نَحْمَدُ
فَاعِلْ - ضَمِيْر উহ্য نَحْنُ
مَفْعُوْلْ - ضَمِيْر - هٗ

৬. تَرْكِيْب : اُتْرُكْنِىْ-তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।

جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ = مَفْعُوْلْ + فَاعِلْ + فِعْل

فِعْل اُتْرُكْ
فَاعِلْ - ضَمِيْر উহ্য - اَنْتَ
مَفْعُوْلْ - ضَمِيْر - نِىْ

৭. تَرْكِيْب : اُرْشِدُكُمْ-আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাবো।

جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ = مَفْعُوْلْ + فَاعِلْ + فِعْل

فِعْل - اُرْشِدُ
فَاعِلْ - ضَمِيْر উহ্য - اَنَا
مَفْعُوْلْ - ضَمِيْر - كُمْ

সূত্র ঃ ২. حَرْفِ جَارّ-এর পরবর্তী اِسْم-কে مَجْرُوْرْ গণ্য করতে হবে। এর পর مَجْرُوْرْ ও جَارّ একত্রে مُتَعَلَّقْ হবে কোন فِعْل বা شِبْهِ فِعْل-এর সাথে। যেমন- مِنْكَ - بَزِيْدُ

৮. تَرْكِيْب : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ-আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ = مُتَعَلَّقْ + فَاعِلْ + فِعْل

فِعْل - اَعُوْذُ
فَاعِلْ - ضَمِيْر উহ্য اَنَا
مُتَعَلَّقْ { حَرْفِ جَارّ - ب / مَجْرُوْر - اَللّٰه }

সূত্র ঃ ৩. فِعْل مَجْهُوْلْ-এর পরে نَائِبِ فَاعِلْ হয়। نَائِبِ فَاعِلْ পেশযুক্ত قُتِلَ زَيْدٌ- اِسْم বা ضَمِيْر যাই হোক তা নির্ধারণের পদ্ধতি فَاعِلْ-এর মতই। যেমন- فِى السُّوْقِ-যায়েদ বাজারে নিহত হলো।

CamScanner
Scanned with CamScanner

৯. فِعْل - قُتِلَ : تَرْكِيبُ
نَائِبِ فَاعِلْ - زَيْدٌ
مُتَعَلَّق { حَرْفِ جَارّ - فِي / مَجْرُور - اَلسُّوقِ }

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = مُتَعَلَّق + فَاعِلْ + فِعْل

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যে جُمْلَة-এর প্রথমে اِسْم থাকে তাকে جُمْلَة اِسْمِيَّة বলে। যেমন— اَللّٰهُ غَفَّارٌ। (আল্লাহ্ ক্ষমাশীল)

সূত্র ঃ ১. مُبْتَدَا-এর সাধারণ পরিচয়। যথা—

১. مُبْتَدَاটি বাক্যের প্রথমে হয়।

২. مَعْرِفَة হয়। ৩. مُبْتَدَا পেশ বিশিষ্ট হয়।

সূত্র ঃ ২. خَبَرٌ-এর পরিচয়। যথা—

১. خَبَرٌ، مُبْتَدَا-এর পরে হবে। ২. نَكِرَهْ হবে।

৩. পেশ বিশিষ্ট হবে। যেমন— اَلْوَلَدُ حَاضِرٌ-ছেলেটি উপস্থিত।

বিশ্লেষণ ঃ مُبْتَدَا ও خَبَرٌ একত্রে جُمْلَة اسمية হয়। مُبْتَدَا ও خَبَرٌ-এর তিনটি করে পরিচয় ব্যক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে مُبْتَدَا-এর ১নং ও ২নং পরিচয় দুটো خَبَرٌ-এর ১নং ও ২নং পরিচয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। اَلْوَلَدُ حَاضِرٌ বাক্যে مُبْتَدَا ও خَبَرٌ-এর তিনটি পরিচয় পুরোপুরি বর্তমান আছে।

১. اَلرَّسُولُ مَحْبُوبٌ-রাসূল (স) প্রিয়।

مُبْتَدَا - اَلرَّسُولُ / خَبَر - مَحْبُوبٌ } جُمْلَة اِسْمِيَّة = خَبَرٌ + مُبْتَدَا

২. اَللّٰهُ اَكْبَرُ-আল্লাহ মহান।

مُبْتَدَا - اَللّٰهُ / خَبَر - اَكْبَرُ } جُمْلَة اِسْمِيَّة = خَبَرٌ + مُبْتَدَا

জ্ঞাতব্য ঃ যদি কোন اِسْم বর্ণিত مَعْرِفَة-এর ৭ প্রকারের কোন প্রকারের মধ্যে শামিল না হয়, তবে একে اِسْم نَكِرَهْ গণ্য করতে হবে। যেমন- وَلَدٌ - فَاضِلٌ - عَالِمٌ - صَالِحٌ - ইত্যাদি।

সূত্র ঃ ৩. مُبْتَدَا ও خَبَرٌ যদি কোন اِسْم مَبْنِيّ হয়, তবে তাতে পেশ হওয়া নিষ্প্রয়োজন। তদ্রূপ خَبَرٌ টি যদি কোন جُمْلَة হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও خَبَرٌ টি পেশযুক্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে উভয়ের ক্ষেত্রে অন্য দুটি পরিচয় বহাল থাকবে। যেমন— اَنْتَ خَطِيبٌ-তুমি একজন খতীব।

CamScanner
Scanned with CamScanner

বিশ্লেষণ ঃ ১. تَرْكِيبُ : أَنْتَ - مُبْتَدَا

جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ = خَبَرْ + مُبْتَدَا { مُبْتَدَا - اَنْتَ / خَبَرْ - خَطِيبٌ

২. شَمِيْمٌ قَرَأَ–শামীম পড়লো।

مُبْتَدَا - شَمِيْمٌ
فِعْل - قَرَأَ
هُوَ উহ্য যমীর فَاعِلْ

} فعل + فَاعِلْ মিলে جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ হয়ে خَبَرْ হবে। } جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ = خَبَرْ + مُبْتَدَا

এ বাক্যে قَرَأَ ফে'লটি তার فَاعِلْ সহ جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ হওয়ার পর خَبَرْ হয়েছে। তাই جُمْلَهْ হওয়ার কারণে তাতে পেশ হয় নি।

সূত্র ঃ ৪. যদি কোন ضَمِيْر مَرْفُوعْ مُنْفَصِلْ বাক্যের প্রথমে আসে তবে তা مُبْتَدَا হবে। যেমন॥ هُوَ عَاقِلٌ –সে একজন জ্ঞানী।

বিশ্লেষণ ঃ সকল ضَمِيْر مَرْفُوعْ مُنْفَصِلْ তবে مَعْرِفَهْ ই-ضَمِيْر ই-مُبْتَدَا হতে পারে। যা فِعْل-এর ক্ষেত্রে উহ্য হিসেবে فَاعِلْ নির্ধারণ করা হয়। এর সংখ্যা ১৪টি। যেমন—

مُتَكَلِّمْ-এর ২টি ঃ نَحْنُ - اَنَا

حَاضِرٌ-এর ৬টি ঃ اَنْتُنَّ - اَنْتُمَا - اَنْتِ - اَنْتُمْ - اَنْتُمَا - اَنْتِ

غَائِبٌ-এর ৬টি ঃ هُنَّ - هُمَا - هِىَ - هُمْ - هُمَا - هُوَ

تَرْكِيبٌ ১. هُوَ عَاقِلٌ

جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ = خَبَرْ + مُبْتَدَا { مُبْتَدَا - هُوَ / خَبَرْ - عَاقِلْ

২. اَنْتَ حَصَلْتَ شَهَادَةً–তুমি একটি সনদপত্র পেয়েছো।

اَنْتَ - মُبْتَدَا
فعل - حَصَلْتَ
فَاعِلْ - ضَمِيْر اَنْتَ উহ্য
مَفْعُولٌ - شَهَادَةً

} جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ হয়ে خَبَرْ] خَبَرْ + مُبْتَدَا = جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ

৩. اَنَا مُدَرِّسٌ - আমি একজন শিক্ষক।

مُبْتَدَا - اَنَا
خَبَرْ - مُدَرِّسٌ

} خَبَرْ + مُبْتَدَا = جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ

সূত্রঃ ১১. যদি اِسْمِ اِشَارَهْ এমন কোন جُمْلَهْ-এর প্রথমে আসে যার পরবর্তী শব্দ ال যুক্ত নয়, তাহলে اِسْمِ اِشَارَهْ টিকে। مُبْتَدَا আর এর পরবর্তী শব্দটিকে তার خَبَرْ গণ্য করতে হবে। যেমন- هٰذَا قَلَمٌ–এটা ১টি কলম। تِلْكَ حَقِيْبَةٌ–এটা একটি ব্যাগ।

CamScanner
Scanned with CamScanner

বিশ্লেষণ ঃ যে اِسْم দ্বারা ইঙ্গিত করা হয় তাকে اِسْمِ اِشَارَةْ বলা হয়। এগুলোর তালিকা নিম্নরূপ–

أَسْمَاءِ اِشَارَةْ

صِيْغَةْ	جَمْعْ	تَثْنِيَةْ	وَاحِدْ
مُذَكَّرْ	هاؤلاء	هٰذَانِ ـ هٰذَيْنِ	هٰذَا
مُؤَنَّثْ	هَاؤُلَاءِ	هَاتَانِ ـ هَاتَيْنِ	هٰذِهِ
مُذَكَّرْ	أُولٰئِكَ	ذَانِكَ ـ ذَيْنِكَ	ذٰلِكَ
مُؤَنَّثْ	أُولٰئِكَ	تَانِكَ ـ تَيْنِكَ	تِلْكَ

১. هٰذَا قَلَمٌ : تَرْكِيبْ–এটা একটি কলম।

جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ = خَبَرْ + مُبْتَدَا
مُبْتَدَا – هٰذَا
خَبَرْ – قَلَمٌ

২. تِلْكَ حَقِيْبَةٌ ঃ تَرْكِيبْ–এটা একটি ব্যাগ।

جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ = خَبَرْ + مُبْتَدَا
مُبْتَدَا – تِلْكَ
خَبَرْ – حَقِيْبَةٌ

সূত্র ঃ ১৬. اِسْمِ اِشَارَهْ-এর পরবর্তী শব্দ ال যুক্ত হলে তারকীবের সময় اِسْم اِشَارَهْ-কে اِسْمِ اِشَارَهْ আর পরবর্তী শব্দটিকে مُشَارٌ اِلَيْهِ গণ্য করতে হবে। যেমন— هٰذَا الْبَيْتُ–এই ঘরটি।

বিশ্লেষণ ঃ اِسْمِ اِشَارَةْ-এর পরবর্তী শব্দ اَلْ যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তারকীব হবে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের। অর্থাৎ, اِسْمِ اِشَارَهْ-এর পরবর্তী শব্দে اَلْ থাকলে তখন خَبَرْ ـ مُبْتَدَا-এর তারকীব করা যাবে না। তখন مُشَارٌ اِلَيْهِ ও اِسْم اِشَارَهْ একত্রে جُمْلَهْ-এর একটি অংশে পরিণত হবে। পূর্ণ جملة হবে না। যেমন– تَرْكِيبْ

১. هٰذَا الْمِنْدِيْلُ جَدِيْدٌ–এই রুমালটি নতুন।

جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ = خَبَرْ + مُبْتَدَا
مُبْتَدَا: اِسْم اِشَارَهْ – هٰذَا; مُشَارٌ اِلَيْهِ – اَلْمِنْدِيْلُ
خَبَرْ – جَدِيْدٌ

২. يَقْرَأُ هٰذَا الصَّبِيُّ–এই ছেলেটি পড়ছে।

جُمْلَهْ فِعْلِيَّهْ = فَاعِلْ + فِعْل
فِعْل – يَقْرَءُ
فَاعِلْ: اِسْم اِشَارَهْ – هٰذَا; مُشَارٌ اِلَيْهِ – الصَّبِيُّ

তদ্রূপ مُضَافْ ـ مَفْعُوْلْ ـ مَجْرُوْرْ একত্রে مُشَارٌ اِلَيْهِ ও اِسْمِ اِشَارَهْ যুক্ত اَلْ ـ موصوف ইত্যাদি হতে পারে।

CamScanner
Scanned with CamScanner

مُرَكَّبْ اِضَافِىْ ঃ সম্বন্ধসূচক পদ

مُضَافْ ও مُضَافْ اِلَيْهِ মিলে مُرَكَّبْ اِضَافِىْ হয়। مُضَافْ اِلَيْهِ ও مُضَافْ একত্রে পূর্ণ جُمْلَهْ হতে পারে না; বরং جُمْلَه-এর একটি অংশ হতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, مَنْصُوْبْ ও مَجْرُوْرْ-এর মূল ضَمِيْرْ ১৪টি। যথা—

نَا - ىَ - كُنَّ - كُمَا - كِ - كُمْ - كُمَا - كَ - هُنَّ - هُمَا - هَا - هُمْ - هُمَا - هُ

সূত্র ঃ ১১. ضَمِيْر مَجْرُوْرْ যদি কোন اِسْم-এর সাথে যুক্ত হয়, তবে সেক্ষেত্রে اِسْم টিকে مُضَافْ আর ضَمِيْر টিকে مُضَاف اِلَيْه বলতে হবে। যেমন يَدُهٗ - دَارُكَ - حَقِيْبَتِىْ ইত্যাদি।

তারকীব ঃ قَمِيْصُهٗ جَدِيْدٌ –তার জামাটি নতুন।

مُبْتَدَا { مُضَافْ - قَمِيْصُ ، مُضَاف اِلَيْه - هٗ }
خَبَرْ - جَدِيْدٌ
جُمْلَةِ اِسْمِيَّةٌ = خَبَرْ + مُبْتَدَا

قَمِيْصُهٗ শব্দটি اِضَافَتْ-এর কারণে مَعْرِفَهْ হয়ে مُبْتَدَا ।

তারকীব ঃ يَسْمَعُ اَبِىْ كَلَامَكَ–আমার পিতা তোমার কথা শুনছে।

فِعْلْ - يَسْمَعُ
فَاعِلْ { مُضَافْ - اَبُ ، مُضَاف اِلَيْه - ىْ }
مَفْعُوْلٌ { مُضَافْ - كَلَامْ ، مُضَاف اِلَيْه - كَ }
جُمْلَه فِعْلِيَهْ = مَفْعُوْلْ + فَاعِلْ + فِعْلْ

সূত্র ঃ ১২. যদি একই সাথে দুটি اِسْم এভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয় যে, বাংলা অর্থের সময় “এর” বা “র” উচ্চারণ হয় তবে প্রথম শব্দটিকে مُضَافْ আর দ্বিতীয় শব্দটিকে مُضَاف اِلَيْه বলা হবে। যেমন– اُذُنُ خَالِدٍ-খালিদের কান।

বিশ্লেষণ ঃ مُضَافْ যেমন اِسْم হয় তেমনি مُضَاف اِلَيْه ও اِسْم হয়, পার্থক্য শুধু এই– مُضَافْ সাধারণতঃ نَكِرَهْ হয়ে থাকে এবং তানভীন যুক্ত হয় না। পক্ষান্তরে– مُضَاف اِلَيْه সাধারণতঃ مَعْرِفَهْ হয় এবং তানভীনসহ যের যুক্ত হয়। আবার আরীবতে مُضَافْ প্রথমে ও مُضَاف اِلَيْه পরে বসে; তবে বাংলায় مُضَاف اِلَيْه-এর অর্থ “র” যুক্ত হয়ে প্রথমে আর مُضَافْ-এর অর্থ পরে হয়। যেমন—

তারকীব ঃ بَيْتُ اللّٰهِ — আল্লাহর ঘর

مُضَافْ - مُضَاف اليه
مُضَافْ + مُضَاف اِلَيْهِ = تَرْكِيْب اِضَافِىْ

তারকীব ঃ يَذْهَبُ طَالِبُ مَدْرَسَةٍ–মাদ্রাসার ছাত্র যাচ্ছে।

فِعْلْ - يَذْهَبُ
فَاعِلْ { مُضَافْ - طَالِبُ ، مُضَاف اِلَيْه - مَدْرَسَةٍ }
جُمْلَه فِعْلِيَهْ = فَاعِلْ + فِعْلْ

CamScanner
Scanned with CamScanner

তারকীব ঃ حَمِدْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ-বিশ্বের প্রতিপালকের প্রশংসা করলাম।

جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ = مُتَعَلِّقْ + فَاعِلْ + فعل

فِعْل - حَمِدْتُ

فَاعِلْ - উহ্য যমীর اَنَا

مُتَعَلِّقْ { حَرْف جَارّ- لِ ; مَجْرُوْر { مُضَاف - رَبّ ; مُضَاف اِلَيْه - الْعَالَمِيْنَ }

مُضَافْ اِلَيْه ও مُضَافْ-এর অন্যান্য উদাহরণ ঃ

(ক) সাত দিনের আরবী নামসমূহ। যেমন—

يَوْمُ السَّبْتِ - يَوْمُ الْاَحَدِ - يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ - يَوْمُ الثُّلَثَاءِ - يَوْمُ الْاَرْبِعَاءِ - يَوْمُ الْخَمِيْسِ - يَوْمُ الْجُمُعَةِ -

(খ) তদ্রূপ আরীব ১২ মাসের পূর্বে شَهْر শব্দ যোগ করলে مُضَافْ ও مُضَافْ اِلَيْه-এর তারকীব হবে। যেমন— شَهْرُ رَمَضَانَ - شَهْرُ شَعْبَانَ ইত্যাদি।

(গ) আল্লাহ তা'য়ালার যে কোন একটি নামের পূর্বে عَبْد শব্দ যোগ করলে تَرْكِيْبْ اِضَافِيْ হবে। যেমন– عَبْدُ اللّٰهِ - عَبْدُ الرَّحْمٰنِ - عَبْدُ الْقَادِرِ ইত্যাদি।

সূত্র ঃ ১৩. (ক) কোন اِسْم نَكِرَهْ-এর পর اِسْم اِشَارَهْ আসলে তার مُشَارٌ اِلَيْه সহ مُضَاف اِلَيْه হবে, আর اِسْم نَكِرَهْ টি مُضَافْ হবে। যেমন– قَلَنْسُوَةُ هٰذَا التِّلْمِيْذُ-এ ছাত্রটির টুপি।

তারকীব ঃ قَلَنْسُوَةُ هٰذَا التِّلْمِيْذُ

مُرَكَّبْ اِضَافِيْ = مُضَافْ اِلَيْه + مُضَاف

مُضَاف - قَلَنْسُوَةُ

مُضَاف اِلَيْه { اِسْمِ اِشَارَهْ - هٰذَا ; مُشَارٌ اِلَيْه - التِّلْمِيْذُ }

সূত্র ঃ ১৪. (খ) তদ্রূপ اِسْم نَكِرَهْ-এর পর اِسْم مَوْصُوْلْ আসলে তার صِلَهْ সহ مُضَاف اِلَيْه হবে, আর اِسْم نَكِرَهْ টি مُضَافْ হবে। যেমন– طَائِرُ الَّذِيْ رَأَيْنَاهُ- ঐ বিমান যা আমরা দেখেছি। এখানে طَائِرُ مُضَافْ আর الَّذِيْ তার صِلَهْ সহ مُضَافْ اِلَيْه হবে।

مُرَكَّبْ تَوْصِيْفِيْ ঃ গুণবাচক পদ

সূত্র ঃ ১১. যদি কোন اِسْم-এর দোষ-গুণ কিংবা পরিচয় اِسْم، اِسْمِ فَاعِلْ، اِسْمِ مَفْعُوْلْ، اِسْمِ تَفْضِيْلْ، صِفَتِ مُشَبَّهْ বা اِسْمِ فَاعِلْ مُبَالَغَةْ-এর দ্বারা বর্ণনা করা হয় এবং উভয়ের মধ্যে اِعْرَابْ , مَعْرِفَهْ এবং نَكِرَهْ ও লিঙ্গ, বচন এ সব বিষয়ে

মিল থাকে, তবে আরীবতে প্রথম اِسْم টিকে مَوْصُوْف আর দ্বিতীয়টিকে صِفَتْ বলা হয়। তবে বাংলায় এটার বিপরীত। যেমন– رَجُلٌ صَادِقٌ সৎ লোক, اَلصَّبِيَّةُ الْكَاذِبَةُ- একটি মিথ্যাবাদী বালিকা।

বিশ্লেষণ ঃ প্রথম উদাহরণে رَجُلٌ শব্দের গুণ صَادِقٌ শব্দ দ্বারা, আর দ্বিতীয় উদাহরণে اَلصَّبِيَّةُ-এর দোষ اَلْكَاذِبَةُ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আর رَجُلٌ صَادِقٌ-এর মধ্যে উক্ত শব্দটি পেশযুক্ত نَكِرَهْ، مُذَكَّرْ ও وَاحِدْ আবার اَلصَّبِيَّةُ الْكَاذِبَةُ-এর মধ্যে উভয় শব্দটি পেশযুক্ত مَعْرِفَه - مُؤَنَّثْ ও واحد হওয়ায় সম্পূর্ণভাবে একটি অপরটির মতো। তাই প্রথমটি مَوْصُوْف আর দ্বিতীয়টি صِفَتْ হবে।

তারকীব ঃ ذَهَبَ نَبِيٌّ كَرِيْمٌ –একজন মর্যাদাবান নবী চলে গেলো।

ذَهَبَ		فِعْل	جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ = فَاعِلْ + فِعْل
مَوْصُوْف ـ نَبِيٌّ	فَاعِلْ		
صِفَتْ ـ كَرِيْمٌ			

তারকীব ঃ اَلصَّبِيَّةُ الْكَاذِبَةُ جَالِسَةٌ –মিথ্যাবাদী মেয়েটি উপবিষ্ট।

مَوْصُوْف ـ اَلصَّبِيَّةُ	مُبْتَدَا		جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ = خَبَرْ + مُبْتَدَا
صِفَتْ ـ اَلْكَاذِبَةُ			
جَالِسَةٌ	-	خَبَرْ	

جُمْلَهْ-এর মতোই صِفَتْ ও مَوْصُوْف মুদ্রিত مُضَافْ اِلَيْهِ ও مُضَافْ একত্রে কোন হতে পারে না; বরং جُمْلَهْ-এর এক অংশে পরিণত হয়। যেমন– পেছনের দুটি উদাহরণে فَاعِلْ ও مُبْتَدَا। হয়েছে। তেমনি مَفْعُوْلْ-مَجْرُوْرْ، ذُو الْحَالِ ইত্যাদি হতে পারে। لَبِسْتُ ثَوْبًا جَدِيْدًا-আমি একটি নতুন কাপড় পরিধান করলাম।

তারকীব ঃ

لَبِسْتُ	فِعْل	مَفْعُوْلْ + فَاعِلْ + فِعْل = جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ
اَنَا যমীর উহ্য	فَاعِلْ	
مَوْصُوْف ـ ثَوْبًا	مَفْعُوْلْ	
صِفَتْ ـ جَدِيْدًا		

তারকীব ঃ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ –আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে পানাহ চাচ্ছি।

اَعُوْذُ	-		فِعْل	مُتَعَلِّقْ + فَاعِلْ + فِعْل = جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ
اَنَا	-		فَاعِلْ	
مِنْ	-	حَرْفِ جَارّ	مُتَعَلِّقْ	
مَوْصُوْف ـ اَلشَّيْطَانْ		مَجْرُوْرْ		
صِفَتْ ـ اَلرَّجِيْمُ				

CamScanner
Scanned with CamScanner

সূত্র ঃ ২. যদি اِسْم نَكِرَهْ-এর পরিচয় جُمْلَه فِعْلِيَه দ্বারা করা হয় তাহলে اِسْم نَكِرَه টা مَوْصُوف আর جُمْلَه فِعْلِيَه টি صِفَت হবে। যেমন- رَأَيْتُ فَقِيْرًا يَسْئَلُ النَّاس - আমি এমন ফকিরকে দেখেছি যে মানুষের নিকট চায়।

فِعْل - رَأَيْتُ
فَاعِل - যমীর উহ্য أَنَا
مَفْعُول { مَوْصُوف - فَقِيْرًا
صِفَت جُمْله فِعْلِيه হয়ে { فِعْل - يَسْئَلُ
فَاعِل যমীর هُوَ
مَفْعُول - النَّاس

فِعْل + فَاعِل + مَفْعُول = جُمْلَه فِعْلِيَه

সূত্র ঃ ৩. যদি مَعْرِفَه-এর পর কোন اِسْم مَوْصُول হয়, তাহলে مَعْرِفَه টি مَوْصُوف আর اِسْم مَوْصُول টি তার صِلَه সহ صِفَت হবে। যেমন- سَمِعْتُ الْوَاقِعَةَ الَّتِىْ بَيَّنَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى-আমি এমন ঘটনা শুনলাম যা আল্লাহ তা'য়ালা বর্ণনা করেছেন।

তারকীব ঃ فِعْل - سَمِعْتُ
فَاعِل - ت
مَفْعُول { مَوْصُوف - اَلْوَاقِعَةُ
صِفَت { اِسْم مَوْصُول - اَلَّتِى
صِلَه - بَيَّنَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى.

فِعْل + فَاعِل + مَفْعُول = جُمْلَه فِعْلِيَه

اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْل

حُرُوْفُ مُشَبَّهُ بِالْفِعْل-এর সংখ্যা মোট ৬টি। যথা—

اِنَّ - اَنَّ - كَاَنَّ - لَيْتَ - لٰكِنَّ - لَعَلَّ এগুলো جُمْلَه اِسْمِيَّه-এর পূর্বে এসে مُبْتَدَا-কে نَصَب আর خَبَر-কে رَفْع দেয়। যেমন- اِنَّ اللّٰهَ مُعِزٌّ-আল্লাহ সম্মান দাতা।

তারকীব ঃ حَرْف مُشَبَّه بِالْفِعْل - اِنَّ
اِسْم اِنَّ اَللّٰهَ
خَبَر اِنَّ مُعِزٌّ

اِسْم + خَبَر = جُمْلَه اِسْمِيَّه

জ্ঞাতব্য ঃ ১৪টি ضَمِيْر مَنْصُوْب-এরও এ ধরনের তারকীব হবে। যেমন- كَاَنَّهُ مَيِّتٌ - মনে হয় সে মৃত্যু।

তারকীব ঃ حَرْف مُشَبَّه بِالْفِعْل - كَاَنَّ
اِسْم كَاَنَّ - যমীরটি ه
خَبَر كَاَنَّ - مَيِّتٌ

اِسْم + خَبَر = جُمْلَه اِسْمِيَّه

CamScanner
Scanned with CamScanner

তারকীব ঃ لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ - হায় যদি আমার যৌবন ফিরে আসতো।

خَبَرْ + اِسْم = جُمْلَهْ اِسْمِيَهْ =
- حَرْفٌ مُشَبَّهٌ بِالْفِعْلِ - لَيْتَ
- اِسْمِ لَيْتَ - اَلشَّبَابُ
- خَبَرِ لَيْتَ হয়ে جُمْلَهْ فِعْلِيَةْ = فَاعِلْ + فِعْل
  - فِعْل - يَعُوْدُ
  - فَاعِلْ - هُوَ

তারকীব ঃ لَعَلَّ بَكْرًا ذَاهِبٌ -সম্ভবত বকর গেছে।

جُمْلَةْ اِسْمِيَّهْ = خَبَرْ + اِسْم
- حَرْفٌ مُشَبَّهٌ بِالْفِعْلِ - لَعَلَّ
- اِسْم لَعَلَّ - بَكْرًا
- خَبَرِ لَعَلَّ - ذَاهِبٌ

اَفْعَالِ نَاقِصَهْ ঃ অসম্পূর্ণ فِعْل সমূহ

اَفْعَال نَاقِصَهْ ঃ অসম্পূর্ণ ক্রিয়াসমূহ। যথা—

كَانَ - صَارَ - اَصْبَحَ - اَمْسٰى - اَضْحٰى - ظَلَّ - بَاتَ - مَافَتِئَ - مَازَالَ - مَابَرِحَ - مَا انْفَكَّ - مَادَامَ - لَيْسَ -

এগুলো শুধু فَاعِلْ দ্বারা পূর্ণ বাক্য হয় না বরং خَبَرْ-এর প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ, اِسْم-কে فَاعِلْ-এর মত رَفْع আর خَبَرْ-কে مَفْعُوْلْ-এর মত نَصْبْ দেবে।

সূত্র ঃ ১. কোন فِعْلِ نَاقِصْ-এর পরবর্তী শব্দদ্বয়ের প্রথমটিকে اِسْم আর তার পরবর্তীটিকে خَبَرْ বলতে হবে। তারপর اِسْم ও خَبَرْ একত্রে جُمْلَهْ اِسْمِيَهْ হবে। যেমন- كَانَ اِبْرَاهِيْمُ اَوَّاهًا -ইবরাহীম (আ) বিলাপকারী ছিলেন।

তারকীব ঃ

جُمْلَةْ اِسْمِيَهْ = خَبَرْ + اِسْم
- فِعْل نَاقِصْ - كَانَ
- اِسْم كَانَ - اِبْرَاهِيْمُ
- خَبَرِ كَانَ - اَوَّاهًا

তারকীব ঃ صَارَ سَعِيْدٌ عَالِمًا-সাঈদ জ্ঞানী হলো।

جُمْلَةْ اِسْمِيَهْ = خَبَرْ + اِسْم
- فِعْل نَاقِصْ - صَارَ
- اِسْم صَارَ - سَعِيْدٌ
- خَبَرِ صَارَ - عَالِمًا

তারকীব ঃ لَسْتُ مُسَافِرًا - আমি কোন অতিথি নই।

جُمْلَةْ اِسْمِيَهْ = خَبَرْ + اِسْم
- فِعْل نَاقِصْ - لَيْسَ
- اِسْم لَيْسَ - যমীর - اَنَا
- خَبَرِ لَيْسَ - مُسَافِرًا

CamScanner

তারকীব ঃ مَازَالَ الرَّجُلُ قَائِمًا –লোকটি দীর্ঘক্ষণ থেকে দণ্ডায়মান।

جُمْلَةٌ اِسْمِيَةٌ = خَبَرْ + اِسْم
- فِعْل نَاقِصْ – مَازَالَ
- اِسْمِ مَازَالَ – الرَّجُلُ
- خَبَرِ مَازَالَ – قَائِمًا

তারকীব ঃ اَصْبَحَتِ السَّمَاءُ مُكَدَّرَةً –আকাশ ধোয়াচ্ছন্ন হয়ে গেলো।

جُمْلَةٌ اِسْمِيَةٌ = خَبَرْ + اِسْم
- فِعْل نَاقِصْ – اَصْبَحَتْ
- اِسْم اَصْبَحَ – اَلسَّمَاءُ
- خَبَرِ اَصْبَحَ – مُكَدَّرَةً

তারকীব ঃ مَا فَتِى الطِّفْلُ قَارِيًا –শিশুটি অনেক্ষণ যাবৎ পড়ে।

جُمْلَةٌ اِسْمِيَةٌ = خَبَرْ + اِسْم
- فِعْل نَاقِصْ – مَا فَتِى
- اِسْمِ مَا فَتِى – الطِّفْلُ
- خَبَرْ مَا فَتِى – قَارِيًا

তারকীব ঃ كُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ –সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।

جُمْلَةٌ اِسْمِيَةٌ = خَبَرْ + اِسْم
- فِعْل نَاقِصْ – كُوْنُوْا
- اِسْمِ كَانَ যমী اَنْتُمْ
- خَبَرِ كَانَ
  - مُضَافْ – مَعَ
  - مُضَافٌ اِلَيْهِ – اَلصَّادِقِيْنَ

জ্ঞাতব্য ঃ যদি কোন فِعْلِ نَاقِصْ তার فَاعِلْ দ্বারা সম্পন্ন হয়, তবে সে ক্ষেত্রে فِعْل تَامّ হয়ে جُمْلَهٗ فِعْلِيَهْ হবে। যেমন– كَانَ الْمَطَرُ বৃষ্টি হলো।

তারকীব ঃ

جُمْلَهٗ فعليه = فَاعِلْ + فِعْل
- فِعْل تَامّ – كَانَ
- فَاعِلْ – اَلْمَطَرُ

তারকীব ঃ لَمْ يَكُنِ الْمَطَرُ – বৃষ্টি হয় নি।

جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ = فَاعِلْ + فِعْل
- فِعْل تَامّ – لَمْ يَكُنْ
- فَاعِلْ – اَلْمَطَرُ

اَسْمَاءِ اَفْعَالْ

আরবী ভাষায় এমন কতকগুলো اِسْم রয়েছে যেগুলো اِسْم হয়েও فِعْل -এর অর্থ প্রদান করে। এসব اِسْم-কে اَسْمَاءِ اَفْعَالْ বলা হয়। এগুলো দুভাগে বিভক্ত।

তারকীবের নমুনা ঃ

প্রথম প্রকার যা فِعْل مَاضِىْ-এর অর্থ প্রদান করে। যেমন— هَيْهَاتَ وَ هَلُمَّ

তারকীবঃ سَرْعَانَ بِلَالٌ - (اَسْرَعَ)–বিলাল তাড়াতাড়ি করলো।

جُمْلَةٌ اِسْمِيَةٌ = فَاعِلْ + اِسْمِ فِعْل
- اِسْمِ فِعْل – سَرْعَانَ
- فَاعِلْ – بِلَالٌ

CamScanner
Scanned with CamScanner CamScanner

তারকীব ঃ هَيْهَاتَ مُنِيْرٌ – মুনির দূরে চলে গেলো।

اِسْمِ فِعْل – هَيْهَاتَ
فَاعِلْ – مُنِيْرٌ

جُمْلَةٌ اِسْمِيَةٌ = فَاعِلْ + اِسْمِ فِعْل

দ্বিতীয় প্রকার যা فِعْل اَمَر-এর অর্থ প্রদান করে।

তারকীব ঃ هَلُمَّ اِلَيْنَا – আমাদের কাছে এসো।

اِسْمِ فِعْل – هَلُمَّ
فَاعِلْ – اَنْتَ – উহ্য যমীর
مُتَعَلِّقٌ: حَرْفِ جَارٌّ – اِلَى ، مَجْرُوْرٌ – نَا – যমীর

جُمْلَةٌ اِسْمِيَةٌ = مُتَعَلِّقٌ + فَاعِلْ + اِسْمِ فِعْل

তারকীব ঃ حَيَّهَلِ الصَّلٰوةَ-নামাযে এসো।

اِسْمِ فِعْل – حَيَّهَلْ
فَاعِلْ – اَنْتَ – উহ্য যমীর
مَفْعُوْلٌ – اَلصَّلٰوةَ

جُمْلَةٌ اِسْمِيَةٌ = مَفْعُوْلٌ + فَاعِلْ + اِسْمِ فِعْل

তারকীব ঃ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ–নামাযের দিকে এসো।

اِسْمِ فِعْل – حَيَّ
فَاعِلْ – اَنْتَ – উহ্য যমীর
مُتَعَلِّقٌ: حَرْفِ جَارٌّ – عَلٰى ، مَجْرُوْرٌ – اَلصَّلٰوةِ

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ = مُتَعَلِّقٌ + فَاعِلْ + اِسْمِ فِعْل

তারকীব ঃ اٰمِيْنَ –কবুল করো।

اِسْمِ فِعْل – اٰمِيْنَ
فَاعِلْ – اَنْتَ – উহ্য যমীর

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ = فَاعِلْ + اِسْمِ فِعْل

مَفْعُوْلٌ : مَفَاعِيْلُ সমূহ

مُتَعَلِّقٌ ও مَفْعُوْلٌ - فَاعِلْ - فِعْل সাধারণতঃ جُمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ দ্বারা গঠিত হয়। এ অধ্যায়ে مَفْعُوْلٌ সমূহের আলোচনা প্রদত্ত হলো। مَفْعُوْلٌ গুলো সাধারণতঃ فِعْل-এর পরে আসে তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হয়।

সব مَفْعُوْلٌ ই نَصَبْ বিশিষ্ট হয়। مَفْعُوْلٌ মোট পাঁচ প্রকার। যথা–

তারকীবের নমুনা ঃ

প্রথম প্রকার مَفْعُوْلٌ بِهٖ ঃ এটা এমন اِسْم যার ওপর فَاعِلْ-এর ক্রিয়া পতিত হয়। যেমন—

CamScanner
Scanned with CamScanner

তারকীব ঃ كَتَبْتُ رِسَالَةً–আমি চিঠি লিখলাম।

كَتَبْتُ – فِعْل
أَنَا – উহ্য যমীর فَاعِلْ
رِسَالَةً – مَفْعُوْل بِهٖ

جُمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ = مَفْعُول بِهٖ + فَاعِل + فِعْل

তারকীব ঃ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ–আমরা তোমার নিকটই সাহায্য চাই।

إِيَّا – حَرْف تَخْصِيص
ك – যমীর مَفْعُوْل بِهٖ
نَسْتَعِيْنُ – فِعْل
نَحْنُ – উহ্য যমীর فَاعِلْ

جُمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ = مَفْعُوْل بِهٖ + فَاعِلْ + فِعْل

তারকীব ঃ نَذَرْتُ أَنْ أُوَدِّىَ الصَّلٰوةَ لِلّٰهِ–আমি আল্লাহর জন্যে নামাযের মান্নত করলাম।

نَذَرْتُ – فِعْل
أَنَا – উহ্য فَاعِلْ ـ ضَمِيرْ
أَنْ – نَوَاصِبُ الْمُضَارِعِ مَصْدَرِيَّةٌ বলা হয়।

أُوَدِّى – فِعْل
أَنَا – উহ্য ضَمِيرٌ টি فَاعِلْ
لِلّٰهِ – جَار وَ مَجْرُور মিলে مُتَعَلِّقْ

= مُتَعَلِّقْ + فَاعِلْ + فِعْل
بِتَاوِيل مُفْرَدْ হয়ে جُمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ
مَفْعُول بِهٖ

جُمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ = مَفْعُول بِهٖ + فَاعِلْ + فِعْل

তারকীব ঃ اَشْهَدُ اَنَّ صَالِحًا نَبِيُّ اللّٰهِ–আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সালেহ (আ) আল্লাহর নবী।

اَشْهَدُ – فِعْل
أَنَا – উহ্য যমীর فَاعِل
اَنَّ – حَرْفٌ مُشَبَّهٌ بِالْفِعْلِ
صَالِحًا – اِسْم اَنَّ
نَبِيُّ اللّٰهِ – مُضَاف وَ مُضَاف اِلَيْهِ মিলে خَبَر اَنَّ

جُمْلَةٌ اِسْمِيَةٌ = خَبَرْ + اِسْم
হয়ে بِتَاوِيل مُفْرَدْ – مَفْعُول بِهٖ

جُمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ = مَفْعُول بِهٖ + فَاعِلْ + فِعْل

তারকীব ঃ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ–তুমি বল যে, ভাতের প্রতিপালকের আশ্রয় চাচ্ছি।

قُلْ – فِعْل
اَنْتَ – উহ্য فَاعِلْ ـ ضَمِيرْ

اَعُوذُ – فِعْل
اَنَا – উহ্য فَاعِلْ ـ ضَمِيرْ
ب – حَرْفِ جَارّ
رَبِّ الْفَلَقِ – مُضَاف + مُضَاف اِلَيْهِ = مَجْرُور
مَجْرُور + جَارّ = مُتَعَلِّقْ

= مُتَعَلِّقْ + فَاعِلْ + فِعْل
হয়ে جُمْلَة فِعْلِيَة হয়ে مَقُوْلَه مَفْعُول بِهٖ

جُمْلَة فِعْلِيَه = مَقُوْلَه + قَوْل

দ্বিতীয় প্রকার مَفْعُول مُطْلَق ঃ এটা এমন একটি مَصْدَرْ যার পূর্বে বর্ণিত فِعْل-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- جَلَسَ الْمُسَافِرُ جُلُوْسًا-পথিকটি বসার মতো বসেছে।

তারকীব ঃ تَرْكِيبْ ঃ

فِعْل - جَلَسَ
فَاعِلْ - اَلْمُسَافِرُ
مَفْعُول مُطْلَق - جُلُوْسًا

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = مَفْعُولِ مُطْلَقْ + فَاعِلْ + فِعْل

তারকীব ঃ اَللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنَ الْعَدَمِ اِخْرَاجًا—আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে অদৃশ্য হতে সৃষ্টি করেছেন।

مُبْتَدَا - اَللّٰهُ
فِعْل - اَخْرَجَ
فَاعِل টি ضَمِيْر উহ্য هُوَ
مَفْعُول بِهٖ - كُمْ
مُتَعَلِّقْ { حَرْف جَارّ - مِنْ
مَجْرُوْر - اَلْعَدَمِ }
مَفْعُول مُطْلَقْ - اِخْرَاجًا

خَبَرْ = مَفْعُولِ مُطْلَقْ + مُتَعَلِّقْ + مَفْعُول بِهٖ + فَاعِل + فِعْل
جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ = خَبَرْ + مُبْتَدَا

তৃতীয় প্রকার مَفْعُول فِيْهِ ঃ এটা এমন একটি اِسْم যা فِعْل-এর সময় বা স্থান বুঝায়। مَفْعُول فِيْهِ-কে ظَرْف ও বলা হয়। যেমন-اَتَيْتُ يَوْمَ السَّبْتِ-আমি শনিবার দিন এসেছি।

তারকীব ঃ

فِعْل - اَتَيْتُ
فَاعِلْ - تُ
مَفْعُول فِيْهِ = مُضَافْ اِلَيْهِ + مُضَافْ - يَوْمَ السَّبْتِ

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = مَفْعُولِ فِيْهِ + فَاعِلْ + فِعْل

তারকীব ঃ جَلَسَ خَالِدٌ اَمَامَ الْمَلْعَبِ –খালিদ স্টেডিয়ামের সম্মুখে বসেছে।

فِعْل - جَلَسَ
فَاعِلْ - خَالِدٌ
مَفْعُول فِيْهِ = مُضَافْ اِلَيْهِ + مُضَافْ - اَمَامَ الْمَلْعَبِ

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = مَفْعُولِ فِيْهِ + فَاعِلْ + فِعْل

চতুর্থ প্রকার مَفْعُول لَهٗ ঃ এটা এমন একটি مَصْدَرْ যা فِعْل সংঘটিত হওয়ার কারণ বুঝায়। যেমন- ضَرَبْتُ التِّلْمِيْذَ تَادِيْبًا - আমি ছাত্রটিকে ভদ্রতা শিক্ষা দেয়ার জন্যে মেরেছি।

তারকীব ঃ

فِعْل - ضَرَبْتُ
فَاعِلْ - تُ-যমীর
مَفْعُول بِهٖ - اَلتِّلْمِيْذَ
مَفْعُول لَهٗ - تَادِيْبًا

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = مَفْعُولِ لَهٗ + مَفْعُول بِهٖ + فَاعِلْ + فِعْل

CamScanner
Scanned with CamScanner

তারকীব ঃ فَرِحْتُ أُسْتَاذًا –আমি শিক্ষক হওয়ায় খুশি হয়েছি।

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = مَفْعُولٌ لَهُ + فَاعِلٌ + فِعْلٌ

- فِعْلٌ – فَرِحْتُ
- فَاعِلٌ – যমীরটি - ت
- مَفْعُولٌ لَهُ – أُسْتَاذًا

▌পঞ্চম প্রকার مَفْعُولٌ مَعَهُ ঃ এটা এমন একটি اِسْم যা مَعَ অর্থ বোধক وَاو-এর পরে আসে। যেমন– صَلَّيْتُ وَخَالِدًا। –আমি খালিদের সাথে নামায আদায় করেছি।

তারকীব ঃ

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = مَفْعُولٌ مَعَهُ + فَاعِلٌ + فِعْلٌ

- فِعْلٌ – صَلَّيْتُ
- فَاعِلٌ যমীরটি – تُ
- مَعَ অর্থ – وَ
- مَفْعُولٌ مَعَهُ – خَالِدًا

তারকীব ঃ جَاءَ الْبَرْدُ وَالْجُبَّاتِ – জুব্বাসহ শীত এসেছে।

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = مَفْعُولٌ مَعَهُ + فَاعِلٌ + فِعْلٌ

- فِعْلٌ – جَاءَ
- فَاعِلٌ – اَلْبَرْدُ
- مَعَ অর্থ و
- مَفْعُولٌ مَعَهُ – اَلْجُبَّاتِ

জ্ঞাতব্য ঃ اَلْجُبَّاتِ শব্দটি جَمْعُ مُؤَنَّثٍ سَالِمٌ এ কারণেই حَالَتِ نَصَبِى-তে যের হয়েছে।

حَالٌ ঃ যে نَكِرَهْ শব্দ দ্বারা مَفْعُولٌ، فَاعِلٌ কিংবা مَجْرُورٌ-এর অবস্থা বর্ণনা করা হয় তাকে حَالٌ বলে। আর যার অবস্থা বর্ণনা করা হয়, তাকে ذُوالْحَالِ বলা হয়। ذُوالْحَالِ সাধারণতঃ مَعْرِفَةٌ হয় ও حَالٌ-এর আগে আসে। যেমন– جَاءَ حَافِظٌ مُسْلِمًا হাফিয মুসলিম আসলো।

তারকীব ঃ

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = فَاعِلٌ + فِعْلٌ

- فِعْلٌ – جَاءَ
- فَاعِلٌ
  - ذُوالْحَالِ – حَافِظٌ
  - حَالٌ – مُسْلِمًا

তারকীব ঃ ضَرَبْتُ السَّارِقَ مَشْدُودًا –আমি চোরকে বাঁধা অবস্থায় প্রহার করেছি।

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = مَفْعُولٌ بِهِ + فَاعِلٌ + فِعْلٌ

- فِعْلٌ – ضَرَبْتُ
- فَاعِلٌ যমীরটি – تُ
- مَفْعُولٌ بِهِ ذُوالْحَالِ – اَلسَّارِقَ
- حَالٌ – مَشْدُودًا

CamScanner

Scanned with CamScanner

তারকীব ঃ لَقِيْتُ يُوْسُفَ ضَاحِكَيْنِ–আমি উইসুফের সাথে উভয় হাস্যরত অবস্থায় সাক্ষাৎ করেছি।

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = مَفْعُوْلٌ + فَاعِلٌ + فِعْلٌ

- فِعْلٌ – لَقِيْتُ
- فَاعِلٌ { ذُوالْحَالِ যমীরটি – تُ ; حَالٌ – بَاحِثَيْنِ }
- مَفْعُوْلٌ { ذُوالْحَالِ – يُوْسُفُ ; حَالٌ – بَاحِثَيْنِ }

তারকীব ঃ مَرَرْتُ بِمُدَرِّسٍ نَائِمًا–আমি শিক্ষকের নিকট দিয়ে গমন করেছি এমতাবস্থায় সে নিদ্রিত ছিলো।

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = مُتَعَلِّقٌ + فَاعِلٌ + فِعْلٌ

- فِعْلٌ – مَرَرْتُ
- فَاعِلٌ উহ্য যমীরটি – اَنَا
- مُتَعَلِّقٌ { حَرْفِ جَارٍّ – بِ ; مَجْرُوْرٌ { ذُوالْحَالِ – مُدَرِّسٍ ; حَالٌ - نَائِمًا } }

اَتَى। কখনো جُمْلَةٌ হয়ে থাকে। তখন حَالٌ টি نَصَبْ যুক্ত হতে পারে না। حَالٌ
بَكْرٌ وَهُوَ صَائِمٌ–বকর রোজা অবস্থায় এসেছে।

তারকীব ঃ

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = فَاعِلٌ + فِعْلٌ

- فِعْلٌ – اَتَى
- فَاعِلٌ = ذُوالْحَالِ + حَالٌ
  - ذُوالْحَالِ – بَكْرٌ
  - حَالِيَهْ টি – وَ
  - جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়ে حَالٌ { مُبْتَدَا - هُوَ ; خَبَرٌ - صَائِمٌ }

(ক) تَمْيِيْزٌ এটা এমন একটি اِسْمِ نَكِرَةٌ যা সংখ্যা, পরিমাণ ও দূরত্ব ইত্যাদি অস্পষ্টতাকে দূর করে দেয়। এটার পূর্ববর্তী যে শব্দের অস্পষ্টতাকে দূর করা হয় তাকে مُمَيَّزٌ বলা হয়। যেমন– اِشْتَرَيْتُ قَفِيْزَيْنِ لَبَنًا –আমি দুকফিয দুধ খরিদ করেছি।

তারকীব ঃ

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = مَفْعُوْلٌ بِهٖ + فَاعِلٌ + فِعْلٌ

- فِعْلٌ – اِشْتَرَيْتُ
- فَاعِلٌ – উহ্য যমীর اَنَا
- مَفْعُوْلٌ بِهٖ { مُمَيَّزٌ – قَفِيْزَيْنِ ; تَمْيِيْزٌ – لَبَنًا }

২। لَبِسْتُ اِثْنَا عَشَرَ ثَوْبًا – আমি ১২টি কাপড় পরিধান করেছি।

তারকীব ঃ

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = مَفْعُوْلٌ بِهٖ + فَاعِلٌ + فِعْلٌ

- فِعْلٌ – لَبِسْتُ
- فَاعِلٌ – উহ্য যমীর اَنَا
- مفعول بـه { مُمَيَّزٌ – اِثْنَا عَشَرَ ; تَمْيِيْزٌ – ثَوْبًا }

CamScanner
Scanned with CamScanner

(খ) কখনো كَمْ ও كَذَا-এর পরে تَمْيِيْز ব্যবহৃত হয়ে থাকে। كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّة যেমন— كَمْ عَبْدًا اَعْتَقْتَهُ-তুমি কতজন গোলাম আযাদ করেছো?

নমুনা তারকীব–

তারকীব ঃ كَمْ - مُمَيَّز } مُبْتَدَا
عَبْدًا - تَمْيِيْز }
اَعْتَقْتَ - فِعْل
ت যমীরটি - فَاعِل } مَفْعُول بِهٖ + فَاعِل + فِعْل = خَبَر হয়ে جملة فعلية
ه যমীরটি - مَفْعُول بِهٖ

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ = خَبَر + مُبْتَدَا

كَمْ خَبَرِيَّة যেমন– كَمْ مَالٍ اَنْفَقْتَهُ-তুমি অনেক সম্পদ খরচ করেছো।

তারকীব ঃ كَمْ-مُمَيَّز } مُبْتَدَا
مَال - تَمْيِيْز }
اَنْفَقْتَهُ - فِعْل
ت যমীরটি - فَاعِل } مفعول بِهٖ + فَاعِل + فِعْل = خَبَر হয়ে جُمْلَة فِعْلِيَّة
ه যমীরটি - مَفْعُول بِهٖ

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ = خَبَر + مُبْتَدَا

৩। اَعْطَيْتُ كَذَا وَكَذَا كِتَابًا - আমি এত এত কিতাব দিয়েছি।

اَعْطَيْتُ - فِعْل
تُ যমীরটি - فَاعِل
اِثْنَا عَشَرَ - مُمَيَّز } مَفْعُول بِهٖ
ثَوْبًا - تَمْيِيْز }

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = مَفْعُول + فَاعِل + فِعْل

(গ) এটা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা দূর করার জন্যে تَمْيِيْز ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন—

তারকীব ঃ خَالِدٌ اَكْثَرُ مِنْكَ قُوَّةً-খালিদ তোমার চেয়ে শক্তির দিক দিয়ে অধিক।

خَالِدٌ - مُبْتَدَا
اَكْثَرُ - شِبْه فِعْل
مِنْ - حَرْف جَار
كَ যমীরটি - مَجْرُور } مُتَعَلِّق } متعلق + شِبْه فِعْل = مُمَيَّز হয়ে شِبْه جُمْلَه
قُوَّةً - تَمْيِيْز

مُمَيَّز + تَمْيِيْز = خبر

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ = خَبَر + مُبْتَدَا

شِبْه فِعْل ঃ এমন কতগুলো اَسْمَاء مُشْتَقَّة যাতে কোন কাল পাওয়া যায় না, তবে فِعْل-এর মত অর্থ প্রদান করে, তাই এগুলোকে شِبْه فِعْل বলা হয়। شِبْه فِعْل সাধারণতঃ صِفَت-এর صِيْغَه অর্থাৎ اِسْم فَاعِل - اِسْم مَفْعُول - اِسْم تَفْضِيْل، اِسْم فَاعِل مُبَالَغَه ও مَصْدَر - صِفَت مُشَبَّه থেকে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে শর্ত হলো فِعْل-এর সাথে যা মিলিত হয়ে جُمْلَه فِعْلِيَّه গঠিত হয়। যেমন- فَاعِل - نَائِب فَاعِل - مَفْعُول بِهٖ ও (حَرْف جَار + مَجْرُور) = مُتَعَلِّق, উল্লিখিত যে কোন একটি شِبْه فِعْل-এর সাথে হতে হবে। তারপর একটি شِبْه جُمْلَه গঠিত হয়ে পূর্ব جُمْلَه-এর অংশ হবে। যেমন—

CS CamScanner
Scanned with CamScanner CamScanner

তারকীবঃ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ

شِبْهِ جُمْلَةٌ = مُتَعَلِّقٌ + شِبْهِ فِعْلٍ

شِبْهِ فِعْلٍ – مَصْدَرٌ – هُدًى

مُتَعَلِّقٌ { حَرْفِ جَارٍّ – لِ / مَجْرُوْرٌ – الْمُتَّقِيْنَ }

তারকীবঃ حَبِيْبٌ نَاجِحٌ اَخُوْهُ

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ = خَبَرٌ + مُبْتَدَا

مُبْتَدَا – حَبِيْبٌ

نَائِبِ فَاعِلٍ + شِبْهِ فِعْلٍ { شِبْهِ فِعْلٍ – نَاجِحٌ / نَائِبِ فَاعِلٍ { مُضَافٌ – اَخُوْ / مُضَافٌ اِلَيْهِ – هُ } }

خَبَرٌ হয়ে شِبْهِ جُمْلَةٌ

৩। جَاءَنِيْ مُكْرِمٌ اِبْنُهُ زَيْدًا – আমার কাছে এমন ব্যক্তি এসেছে যার ছেলে যায়েদকে সম্মানকারী।

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = مَفْعُوْلٌ بِهٖ + فَاعِلٌ + فِعْلٌ

فِعْلٌ – جَاءَ

مَفْعُوْلٌ بِهٖ – نِىْ

فَاعِلٌ = شِبْهِ فِعْلٍ + مَفْعُوْلٌ بِهٖ { شِبْهِ فِعْلٍ – مُكْرِمٌ / فَاعِلٌ মিলে مُضَافٌ اِلَيْهِ ও مُضَافٌ – اِبْنُهُ / مَفْعُوْلٌ بِهٖ – زَيْدًا }

فَاعِلٌ হয়ে شِبْهِ جُمْلَةٌ

৪। بَكْرٌ حَسَنٌ وَجْهُهُ – বকর এমন এক ব্যক্তি যার চেহারা সুন্দর।

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ = خَبَرٌ + مُبْتَدَا

مُبْتَدَا – بَكْرٌ

شِبْهِ فِعْلٍ + فَاعِلٌ { شِبْهِ فِعْلٍ – (صِفَتِ مُشَبَّهٌ) حَسَنٌ / فَاعِلٌ = مُضَافٌ اِلَيْهِ + مُضَافٌ – وَجْهُهُ }

خَبَرٌ হয়ে شِبْهِ جُمْلَةٌ =

৫। نَوْمُ الْعَالِمِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ – আলেম ব্যক্তির নিদ্রা মূর্খ ব্যক্তির ইবাদত থেকে শ্রেষ্ঠ।

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ = خَبَرٌ + مُبْتَدَا

مُبْتَدَا – = مُضَافٌ اِلَيْهِ + مُضَافٌ – نَوْمُ الْعَالِمِ

مُتَعَلِّقٌ + شِبْهِ فِعْلٍ { شِبْهِ فِعْلٍ – خَيْرٌ / مُتَعَلِّقٌ { حَرْفِ جَارٍّ – مِنْ / مَجْرُوْرٌ = مُضَافٌ اِلَيْهِ + مُضَافٌ – عِبَادَةِ الْجَاهِلِ } }

شِبْهِ جُمْلَةٌ = خَبَرٌ হয়ে

৬। اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ – আল্লাহ তা'য়ালা সকল বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান।

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ = خَبَرِ اِنَّ + اِسْمِ اِنَّ

اِسْمِ اِنَّ – اَللّٰهَ আর حَرْفِ مُشَبَّهٌ بِالْفِعْلِ – اِنَّ – اِنَّ اللّٰهَ

شِبْهِ جُمْلَةٌ = مُتَعَلِّقٌ { حَرْفِ جَارٍّ – عَلٰى / مَجْرُوْرٌ = مُضَافٌ اِلَيْهِ + مُضَافٌ – كُلِّ شَيْءٍ }

شِبْهِ فِعْلٍ = (صِيْغَةُ اِسْمِ فَاعِلٍ مُبَالَغَةٌ) – قَدِيْرٌ

খবর হয়ে ان

CamScanner
Scanned with CamScanner

উহ্য شِبْهِ فِعْل ও فِعْل ঃ

فِعْل ও شِبْهِ فِعْل সাধারণতঃ প্রকাশ্য থাকে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে فِعْل অথবা شِبْهِ فِعْل উহ্য থাকে।

সূত্র ঃ ২. যদি কোন বাক্যে একটি حَرْف جَارّ তার مَجْرُوْر সহ مُتَعَلَّقْ হওয়ার পর মিলিত হওয়ার কোন فِعْل অথবা شِبْهِ فِعْل না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে স্থানভেদে বিবেচনা করে একটি فِعْل কিংবা شِبْهِ فِعْل নির্ধারণ করে তারকীব করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, مُتَعَلَّقْ কখনো فِعْل বা شِبْهِ فِعْل-এর সাথে মিলিত হয় না। তাই এটা সর্বদা فِعْل বা شِبْهِ فِعْل চায়। যেমন— بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ অর্থাৎ,

তারকীব ঃ اَبْدَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ –আমি পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

فِعْل - اَبْدَأُ
فَاعِلْ - اَنَا
حَرْف جَارّ - ب
مُضَاف - اِسْمِ اللّٰه + مُضَاف اِلَيْهِ = مَوْصُوْف
صِفَتِ اَوَّل - الرَّحْمٰن
صِفَتِ ثَانِىْ - الرَّحِيْم
مَوْصُوْف + ২টি صِفَتْ মিলে مَجْرُوْر
} حَرْف جَارّ + مَجْرُوْر = مُتَعَلَّقْ

فِعْل + فَاعِلْ + مُتَعَلَّقْ = جُمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ ۔

তারকীব ঃ اُقْسِمُ وَاللّٰهِ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ অর্থাৎ وَاللّٰهِ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ

حَرْف جَارّ - وَ
مَجْرُوْر - اللّٰهِ
} مُتَعَلَّقْ হবে একটি উহ্য اُقْسِمُ ফে'লের সাথে। অতঃপর فَاعِلْ টি ضَمِيْر উহ্য -এর মধ্যে- اُقْسِمُ - اَنَا

فِعْل + فَاعِلْ + مُتَعَلَّقْ = جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ হয়ে قَسَم তারপর

حَرْف مُشَبَّهٌ بِالْفِعْل - اِنَّ
اِسْم اِنَّ - السَّاعَةَ
خَبَرِ اِنَّ - اٰتِيَةٌ
} اِسْم + خَبَرْ = جُمْلَهْ اِسْمِيَهْ হয়ে جَوَابِ قَسَم

অতএব, قَسَم + جَوَابِ قَسَم একত্রে جُمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ اِنْشَائِيَّهْ قَسَمِيَّهْ হবে। এভাবেই স্থানভেদে سِيَاقْ وَسَبَقْ অনুযায়ী উহ্য فِعْل নির্ধারণ করে تَرْكِيْبْ করতে হবে। তবে সাধারণত, নিম্নে বর্ণিত اَفْعَالِ عُمُوْم-কে شِبْهِ فِعْل নির্ধারণ করা হয়। তবে অবস্থাভেদে অর্থ হিসেবে اَفْعَالِ خُصُوْص-ও ব্যবহার হয়। উহ্য شِبْهِ فِعْل সমূহ নিম্নরূপ—

১। ثَابِتٌ - প্রমাণিত। ২। حَاصِلٌ–অর্জিত। ৩। كَائِنٌ - আছে বা থাকে।
৪। مَوْجُوْدٌ –বর্তমান আছে।

CamScanner

তারকীব ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ অর্থাৎ اَلسَّلَامُ نَازِلٌ عَلَيْكَ -তোমার প্রতি শান্তি অবতীর্ণ হোক।

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ = خَبَرٌ + مُبتدا
مُبْتَدَا - اَلسَّلَامُ
شِبْهِ جُمْلَه = مُتَعَلَّقٌ + شِبْهِ فِعْل
شِبْهِ فِعْل উহ্য - نَازِلٌ
مُتَعَلَّقٌ: حَرْف جَارّ - عَلٰى، مَجْرُوْر - كَ
خَبَر হয়ে

তারকীব ঃ اِمَامُنَا فِى الْمَسْجِدِ অর্থাৎ, اِمَامُنَا مَوْجُوْدٌ فِى الْمَسْجِدِ - আমাদের ইমাম মসজিদে বর্তমান আছে।

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ = خَبَرٌ + مُبْتَدَا
مُبْتَدَا = مُضَافْ اِلَيْهِ + مُضَاف - اِمَامُنَا
شِبْهِ جُمْلَه = مُتَعَلَّقٌ + شِبْهِ فِعْل
شِبْهِ فِعْل - উহ্য مَوْجُوْدٌ
مُتَعَلَّقٌ = مجرور + جارّ - فِى الْمَسْجِدِ
خَبَرٌ হয়ে

তারকীব ঃ لِلْاِسْلَامِ خَمْسَةُ دَعَائِمَ -ইসলামের পাঁচটি খুঁটি আছে।

অর্থাৎ, كَائِنٌ لِلْاِسْلَامِ خَمْسَةُ دَعَائِمَ

جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ = خَبَرٌ + مُبْتَدَا
شِبْهِ جُمْلَةٌ = مُتَعَلَّقٌ + شِبْهِ فِعْل
شِبْهِ فِعْل - كَائِنٌ
مُتَعَلَّقٌ - مَجْرُوْرٌ একত্রে + جَار لِلْاِسْلَامِ
হয়ে خَبَرٌ হবে।
مُبْتَدَا = مُضَاف اِلَيه + مُضَاف
مُضَاف - خَمْسَةُ
مُضَاف اِلَيْه - دَعَائِمَ

তারকীব ঃ حَمْدًا لَكَ অর্থাৎ, حَمِدْتُ حَمْدًا لَكَ -আপনাকে অনেক প্রশংসা।

جُمْلَهْ فِعْلِيَّهْ = مُتَعَلَّقٌ + مَفْعُوْلِ مُطْلَقْ + فَاعِلْ + فِعْل
فِعْل - উহ্য حَمِدْتُ
فَاعِلْ - যমীরটি تَ
مَفْعُوْل مُطْلَقْ - حَمْدًا
مُتَعَلَّقٌ মিলে مَجْرُوْر ও حَرْفِ جَارّ - لَكَ

তারকীব ঃ عِنْدِىْ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْدِيْلًا অর্থাৎ, مَوْجُوْدٌ عِنْدِىْ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْدِيْلًا অর্থাৎ, আমার নিকট পনরটি রুমাল আছে।

خَبَرٌ মিলে مَفْعُوْل فِيْهِ + شِبْهِ فِعْل
جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ = خَبَرٌ + مُتَبْدَا অতঃপর مُتَبْدَا
شِبْهِ فِعْل উহ্য - مَوْجُوْدٌ
ظَرْف = مُضَاف اِلَيْه + مُضَاف - عِنْدِىْ
مُمَيَّز - خَمْسَةَ عَشَرَ
تَمْيِيْز - مِنْدِيْلًا

اِسْتِثْنَاء ঃ اِسْتِثْنَاء اَدَاةُ তথা اِلَّا ও তার অর্থবোধক শব্দসমূহের পূর্ববর্তী শব্দকে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ আর পরবর্তী শব্দকে مُسْتَثْنٰى বলা হয়। যেমন—

CamScanner
Scanned with CamScanner

তারকীব ঃ نَجَحَ التَّلَامِيْذُ اِلَّا سَعِيْدًا –সাইদ ছাড়া সকল ছাত্রই পাশ করেছে।

فَاعِلْ = مُسْتَثْنًى + مُسْتَثْنًى مِنْهُ
جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = فَاعِلْ + فِعْل

فِعْل – نَجَحَ
مُسْتَثْنًى مِنْهُ – اَلتَّلَامِيْذُ
مُسْتَثْنًى – سَعِيْدًا

عَطْفٌ بِالْحُرُوْفِ ঃ দুটি শব্দ বা বাক্যের মাঝে কোন حَرْفِ عَطْف দ্বারা যোগসূত্র স্থাপন করাকে عَطْفٌ بِالْحُرُوْفِ বলা হয়। حَرْفِ عَطْف দশটি।

اَمْ - بَلْ - لٰكِنْ - لَا - وَ - فَ - ثُمَّ - حَتّٰى - اَوْ - اِمَّا -

مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ-এর পূর্বের শব্দ টিকে مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ আর পরের টিকে حَرْفِ عَطْف বলা হয়।

তারকীব ঃ ذَهَبَ حَفِيْظٌ وَ نَسِيْمٌ –হাফিজ ও নাসিম চলে গেছে।

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = فَاعِلْ + فِعْل

فِعْل – ذَهَبَ
فَاعِلْ = مَعْطُوْف + مَعْطُوْف عَلَيْهِ
مَعْطُوْف عَلَيْهِ - حَفِيْظٌ
حَرْف عَطْف – وَ
مَعْطُوْف – نَسِيْمٌ

তারকীব ঃ نَصَرَ مُنِيْرٌ فَكَرِيْمٌ –মনির অতপর করিম সাহায্য করলো।

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = فَاعِلْ + فِعْل

فِعْل – نَصَرَ
فَاعِلْ = مَعْطُوْف + مَعْطُوْف عَلَيْهِ
مَعْطُوْف عَلَيْهِ - مُنِيْرٌ
حَرْف عَطْف – فَ
مَعْطُوْف – كَرِيْمٌ

তারকীব ঃ خُذِ الْكِتَابَ اَوِ الْقَلَمَ –কিতাব অথবা কলম লও।

فِعْل – خُذْ
فَاعِلْ – اَنْتَ ঊহ্য যমীর

مَفْعُوْلٌ بِهٖ = مَعْطُوْف + مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ

مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ - اَلْكِتَابَ
حَرْف عَطْف – اَوْ
مَعْطُوْف – اَلْقَلَمَ

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = مَفْعُوْلٌ بِهٖ + فَاعِلْ + فِعْل

جُمْلَةٌ দশ প্রকার। যথা— جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ ও جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ ঃ

তারকীব ঃ اَمْرٌ আদেশ। যেমন— خُذِ الْكِتَابَ اَوِ الْقَلَمَ বর্ণিত নিয়মে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ اَمْرِيَّةٌ হবে।

CamScanner
Scanned with CamScanner

তারকীব ঃ نَهْى-নিষেধ করা। যেমন— لَاتَنْصُرْ ظَالِمًا وَ لٰكِنْ مَظْلُومًا -তুমি অত্যাচারীকে সাহায্য করো না বরং মযলুমকে।

لَاتَنْصُرْ - فِعْل

উহ্য যমীর اَنْتَ - فَاعِل

مَعْطُوف عَلَيْهِ - ظَالِمًا

حَرْفِ عَطْف - لٰكِنْ

مَعْطُوف - مَظْلُومًا

مَفْعُوْل = مَعْطُوف + مَعْطُوف عَلَيْهِ

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ نَهْيِيَّةٌ = مَفْعُوْل + فَاعِلْ + فِعْل হবে।

৪। نِدَا = ডাকা। যেমন- (ক) يَا نَعِيْمُ تَعَالِ هُنَا -হে নাঈম এখানে আসো। يَا - حَرْفِ نِدَا যা উহ্য اَدْعُوْ - فِعْل-এর قَائِمْ مَقَامْ তথা স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই তারকীবের ক্ষেত্রে বাক্য হবে। اَدْعُوْ نَعِيْمًا অতএব,

يَا - فِعْل ـ قَائِمْ مَقَامْ اَدْعُوْ

اَدْعُوْ - এর মধ্যে উহ্য

اَنَا - যমীরটি فَاعِلْ

نَعِيْمُ - مُنَادٰى مَفْعُوْل بِهٖ

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = مَفْعُوْلٌ + فَاعِلْ + فِعْل হয়ে نِدا হবে। তারপর-

تَعَال - فِعْل

اَنْتَ - উহ্য যমীরটি فَاعِلْ

هُنَا - مَفْعُوْل فِيْهِ

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = مَفْعُوْل فِيْهِ + فَاعِلْ + فِعْل হয়ে جَوَاب نِدَا

এবার جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ اِنْشَائِه نِدَائِيَّةٌ = جَوَابِ نِدَا ও نِدَا

(খ) رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا-হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ক্ষমা করুন, মূলে ছিল يَا اَدْعُوْ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا তারকীবের ক্ষেত্রে হবে رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا

তারকীব ঃ يَا উহ্য فِعْل اَدْعُوْ- قَائِمْ مَقَامْ

اَنَا - اَدْعُوْ-এর মধ্যে উহ্য যমীরটি فَاعِلْ

رَبّ - مُضَاف ـ مُضَاف + مُضَاف اِلَيْهِ = مُنَادٰى مَفْعُوْل بِهٖ

نَا যমীরটি مُضَاف اِلَيْهِ

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = مَفْعُوْلِ بِهٖ + فَاعِلْ + فِعْل হয়ে نِدَا। তারপর-

اِغْفِرْ - فِعْل

اَنْتَ উহ্য যমীরটি - فَاعِلْ

لَنَا - حَرْف جَارّ + مَجْرُوْر = متعلق

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = متعلق + فَاعِلْ + فِعْل হয়ে جَوَابِ نِدَا হবে।

এবার جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ نِدَائِيَّةٌ = جَوَابِ نِدَا + نِدَا।

CamScanner
Scanned with CamScanner

بَدَل ঃ بَدَل হচ্ছে تَوَابِع-এর অন্তর্গত একটি অনুগামী اِسْم। যেখানে ১ম শব্দটি মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং ২য়টি মূল উদ্দেশ্য। এগুলোর ২য় টিকে بَدَل আর ১ম টিকে مُبْدَلْ مِنْهُ বলা হয়। তারকীবের নমুনা—

তারকীব ঃ بَدَلُ الْكُلِّ যথা- جَاءَنِي خَالِدٌ صَدِيقُكَ -তোমার বন্ধু খালিদ আমার কাছে এসেছে।

فِعْل — جَاءَ

مَفْعُوْل بِهٖ — نِي

فَاعِلْ = مُبْدَلٌ مِنْهُ + بَدَل { مُبْدَلٌ مِنْهُ — خَالِدٌ ; بَدَل = مُضَاف اِلَيْهِ + مُضَاف - صَدِيقُكَ }

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ = مَفْعُوْل بِهٖ + فَاعِلْ + فِعْل

তারকীব ঃ بَدَلُ الْبَعْضِ যেমন- أَكَلْتُ السَّمَكَ رَأْسَهُ -আমি মাছটির মাথা খেয়েছি।

فِعْل — أَكَلْتُ

فَاعِلْ — أَنَا উহ্য যমীরটি

مَفْعُوْل بِهٖ = بَدَل + مُبْدَلْ مِنْهُ { مُبْدَلْ مِنْهُ — السَّمَكَ ; بَدَل = مُضَاف اِلَيْهِ + مُضَاف — رَأْسَهُ }

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ = مَفْعُوْل بِهٖ + فَاعِلْ + فِعْل

তারকীব ঃ بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ = أَعْجَبَنِي حَامِدٌ فِكْرَهُ -হামিদের চিন্তাধারা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

فِعْل — أَعْجَبَ

مَفْعُوْل بِهٖ — نِي

فَاعِلْ = مُبْدَلْ مِنْهُ + بَدَل { مُبْدَلٌ مِنْهُ — حَامِدٌ ; بَدَل = مُضَاف اِلَيْهِ + مُضَاف - فِكْرَهُ }

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ = مَفْعُوْل بِهٖ + فَاعِلْ + فِعْل

তারকীবঃ بَدَلُ الْغَلَطِ = رَكِبْتُ الدَّرَّاجَةَ السَّيَّارَةَ আমি বাই সাইকেলে আরোহন করলাম (না) প্রাইভেট কারে।

فِعْل — رَكِبْتُ

فَاعِلْ — أَنَا উহ্য যমীরটি

مَفْعُوْل بِهٖ = مُبْدَلٌ مِنْهُ + بَدَل { مُبْدَلٌ مِنْهُ — الدَّرَّاجَةَ ; بَدَل = السَّيَّارَةَ }

جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ = مَفْعُوْل بِهٖ + فَاعِلْ + فِعْل

اَلتَّاكِيْدُ

যদি কোন একটি শব্দকে দুবার ব্যবহার করে تَاكِيْد-এর অর্থ বুঝানো হয়, অথবা এমন শব্দ যোগ করে কোন শব্দের অর্থের মধ্যে জোর দেয়া হয় তাকে تَاكِيْد বলা হয়। যেমন— ذَهَبَ نُغَيْرٌ نُغَيْرٌ

তারকীব ঃ تَاكِيدِ لَفْظِى = ذَهَبَ نُغَيْرٌ نُغَيْرٌ

فِعْل - ذَهَبَ
مُؤَكَّدْ - نُغَيْرِ اَوَّلْ
تَاكِيدْ - نُغَيْرٌ ثَانِى

فَاعِلْ = تَاكِيدْ + مُؤَكَّدْ
অতঃপর جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = فَاعِلْ + فِعْل

তারকীব ঃ تَاكِيدِ مَعْنَوِىْ = فَهِمَ جُبَيْرٌ نَفْسُهٗ

فِعْل - فَهِمَ
مُؤَكَّدْ - جُبَيْرٌ
تَاكِيدْ = مُضَافْ اِلَيْهِ + مُضَافْ - نَفْسُهٗ

فَاعِلْ = تَاكِيدْ + مُؤَكَّدْ
جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = فَاعِلْ + فِعْل

তারকীব ঃ رَجَعَ الْحُجَّاجُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ

فِعْل - رَجَعَ
مُؤَكَّدْ - اَلْحُجَّاجُ
تَاكِيدْ اَوَّلْ = مُضَافْ اِلَيْهِ + مُضَافْ - كُلُّهُمْ
تَاكِيدِ ثَانِىْ - اَجْمَعُوْنَ

فَاعِلْ = تَاكِيدْ ২টি + مُؤَكَّدْ
جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = فَاعِلْ + فِعْل

جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ ঃ اِسْمِيَّهْ হোক বা فِعْلِيَّهْ হোক যদি এর মধ্যে কোন কাজ সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে শর্ত আরোপ করা হয় তবে তাকে جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ বলা হয়। যেমন- اِنْ تَذْهَبْ تَجِدْ -যদি তুমি যাও তবে পাবে।

তারকীব ঃ اِنْ تَذْهَبْ تَجِدْ

حَرْفِ شَرْط - اِنْ
فِعْل - تَذْهَبْ
فَاعِلْ টি ضَمِيرْ উহ্য - اَنْتَ

شَرْط হয়ে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ = فَاعِلْ + فِعْل

فِعْل - تَجِدْ
فَاعِلْ উহ্য যমীর - اَنْتَ

جَزَاء হয়ে جُمْلَهْ = فَاعِلْ + فِعْل

جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ = جَزَاء + شَرْط

তারকীব ঃ مَنْ يَعْلَمْ يَفْرَحْ -যে জানবে সে খুশি হবে।

مُبْتَدَا - اِسْمِ شَرْط - مَنْ
فِعْل - يَعْلَمْ
فَاعِلْ- উহ্য যমীরটি هُوَ

شَرْط হয়ে جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ = فَاعِلْ + فِعْل

فِعْل - يَفْرَحْ
فَاعِلْ = উহ্য যমীর هُوَ

جَزَاء হয়ে جُمْلَهْ فِعْلِيَهْ = فَاعِلْ + فِعْل

خَبَرْ হয়ে جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ = جَزَاء + شَرْط
جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ = خَبَرْ + مُبْتَدَا

CamScanner
Scanned with CamScanner

গুরুত্বপূর্ণ তারকীবসমূহ

① لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

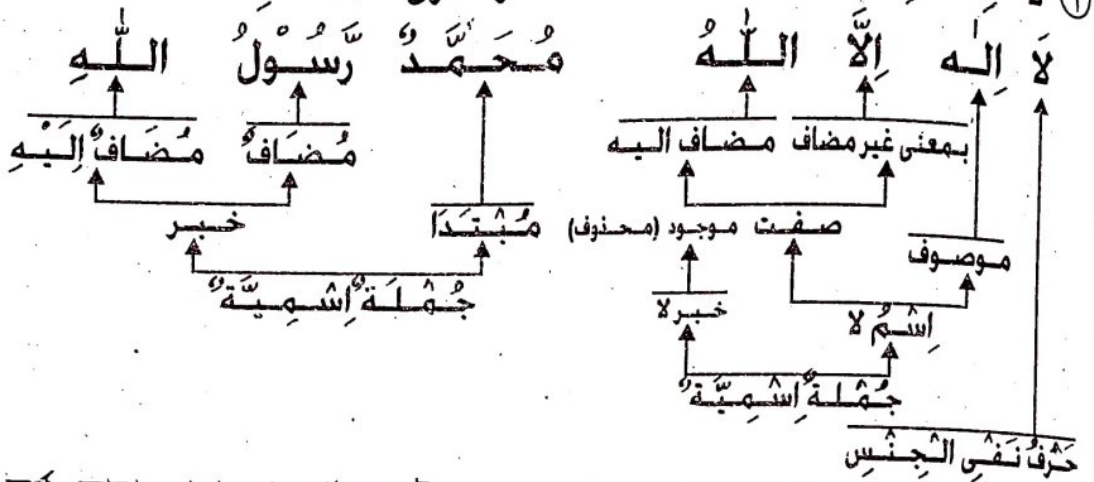

অর্থ– আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল।

বিশ্লেষণ ঃ لَا অব্যয়টি حَرْفُ نَفْيِ لِلْجِنْسِ, اِلٰهَ শব্দটি মাওসূফ। اِلَّا অব্যয়টি بِمَعْنٰى غَيْرَ মুযাফ اَللّٰهُ শব্দটি مُضَافٌ اِلَيْهِ এখন مُضَافٌ ও مُضَافٌ اِلَيْهِ মিলে اِلٰهَ মাওসূফের صِفَتٌ হয়েছে। مَوْصُوْفٌ ও صِفَتٌ মিলে اِسْمُ لَا - مَوْجُوْدٌ উহ্য শিবহে ফেল, এর মধ্যে যমীর هُوَ ফায়েল, এখন شِبْهُ فِعْلٌ ও فَاعِلٌ মিলে شِبْهُ جُمْلَةٍ হয়ে خَبَرُ لَا হয়েছে, পরিশেষে اِسْمُ لَا ও خَبَرُ لَا মিলে جملة اسمية হয়েছে। محمد মুবতাদা رَسُوْلُ মুযাফ اَللّٰهُ মুযাফ ইলাইহ। এখন مُضَافٌ ও مُضَافٌ اِلَيْهِ মিলে خَبَرٌ - এরপর مُبْتَدَا ও خَبَرٌ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

② اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

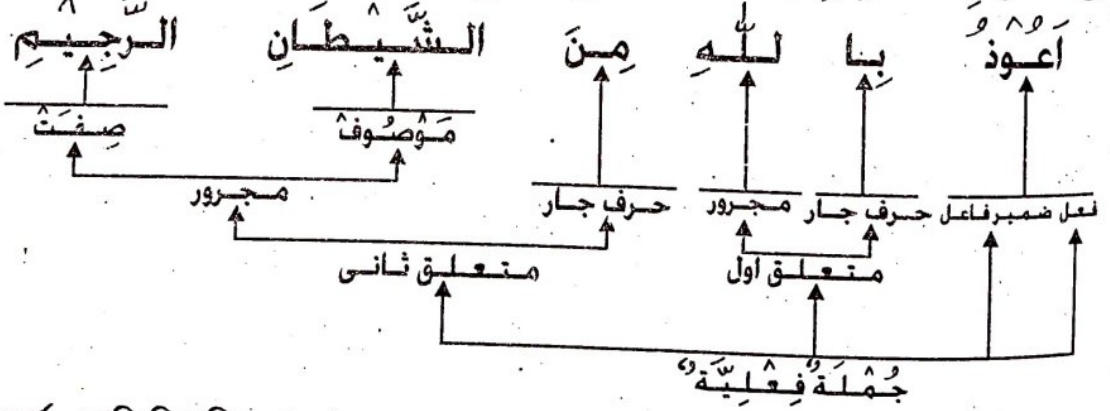

অর্থ– আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

বিশ্লেষণ ঃ اَعُوْذُ ফেল এর মধ্যে যমীর ফায়েল, بِ হরফে জার, اَللّٰهِ মাজরূর, এখন حَرْفُ جَارٍّ ও مَجْرُوْرٌ মিলে مُتَعَلِّقٌ اول হয়েছে। مِنْ হরফে জার, اَلشَّيْطَانِ মাওসূফ اَلرَّجِيْمِ সিফাত। এখন مَوْصُوْفٌ ও صِفَتٌ মিলে مُتَعَلِّقٌ ثَانِىْ হয়েছে। পরিশেষে ফেল, ফায়েল এবং উভয় مُتَعَلِّقٌ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

CamScanner
Scanned with CamScanner

③ (اَبْتَدِئُ) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

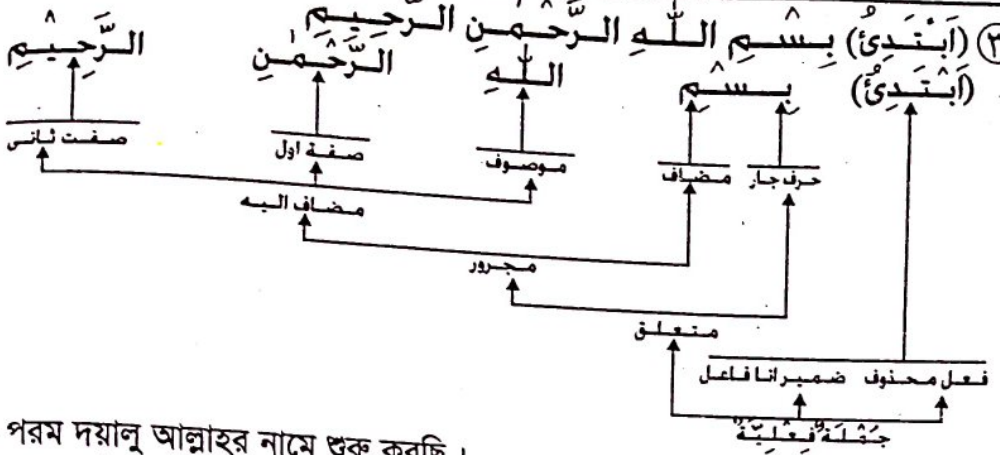

অর্থ– পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

বিশ্লেষণ ঃ উহ্য اَبْتَدِئُ ফেল, এর মধ্যে যমীরে اَنَا ফায়েল, بِ হরফে জার اِسْمِ মুযাফ اللّٰهِ মাওসূফ الرَّحْمٰنِ সিফাতে আউয়াল, اَلرَّحِيْمِ সিফাতে সানী। এখন مَوْصُوْفٌ ও উভয় صِفَتْ মিলে مُضَافٌ হয়েছে। مُضَافٌ ও اَلْبِهِ মিলে مُضَاف اِلَيْهِ মিলে مَجْرُوْرٌ হয়েছে, حَرْفُ جَارٍ ও مَجْرُوْرٌ মিলে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। পরিশেষে فِعْلٌ مَحْذُوْفٌ তার فَاعِلٌ ও مُتَعَلِّقٌ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

④ اُفَكِّرُ الْعَدَدَ نَازِلًا فَصَاعِدًا

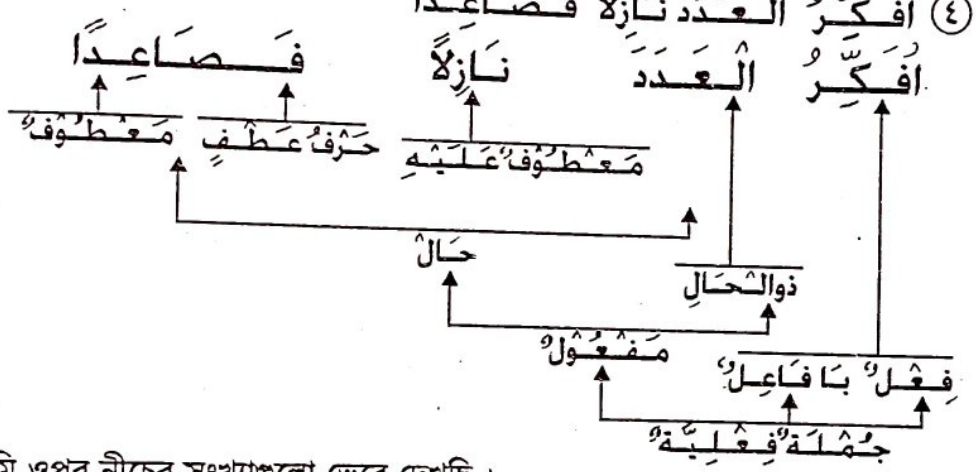

অর্থ– আমি ওপর নীচের সংখ্যাগুলো ভেবে দেখছি।

বিশ্লেষণ ঃ اُفَكِّرُ শব্দটি فِعْلٌ এর মধ্যে ضَمِيْرُ اَنَا হলো তার فَاعِلٌ - اَلْعَدَدُ হলো যুলহাল, نَازِلًا হলো مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ ف - হরফে আতফ صَاعِدًا মাতুফ, এখন مَعْطُوْفٌ ও مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ মিলে حَالٌ হয়েছে। حَالٌ ও ذُوالْحَالِ মিলে مَفْعُوْلٌ; পরিশেষে ফেল-ফায়েল ও মাফউল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

⑤ لِزَيْدًا

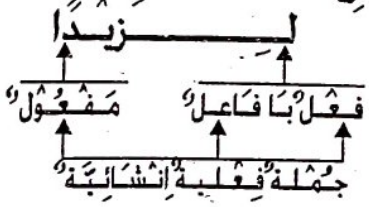

অর্থ ঃ তুমি যায়েদের অলী হও। (لِ মূলে اِوْلِى ছিল)

বিশ্লেষণ ঃ لِ ফেল, এর মধ্যে যমীর হলো ফায়েল, زَيْدًا মাফউল, পরিশেষে ফেল, ফায়েল এবং মাফউল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে

⑥ مَيْتَةُ الْكَافِرِ يَحِلُّ لِلْمُقِيْمِ وَالْمُسَافِرِ

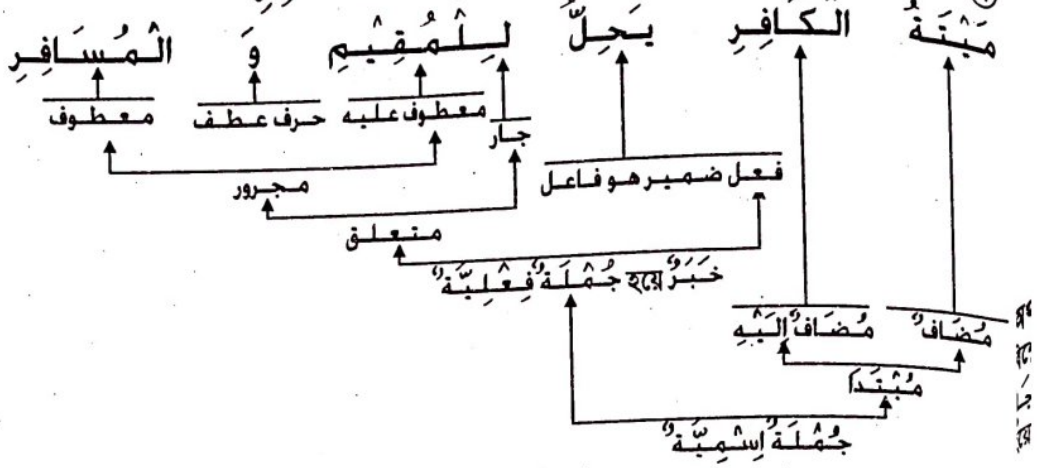

অর্থ– সমুদ্রের মৃত প্রাণী (মাছ) মুকিম এবং মুসাফির উভয়ের জন্য হালাল।

বিশ্লেষণ ঃ مَيْتَةُ মুযাফ, الْكَافِرِ মুযাফ ইলাইহ, مُضَافٌ ও مُضَافٌ إِلَيْهِ মিলে مُبْتَدَا হয়েছে। يَحِلُّ ফেল এর যমীর هُوَ হলো فَاعِلٌ - لِامْ হরফে জার الْمُقِيْمِ মাতুফ আলাইহ, و হরফে আতফ الْمُسَافِرِ হলো مَعْطُوْفٌ এখন مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ ও مَعْطُوْفٌ মিলে مَجْرُوْرٌ হরফে জার ও مَجْرُوْرٌ মিলে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। ফেল, ফায়েল ও متعلق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে خَبَرٌ পরিশেষে। مُبْتَدَا ও خَبَرٌ মিলে جُمْلَةٌ إِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

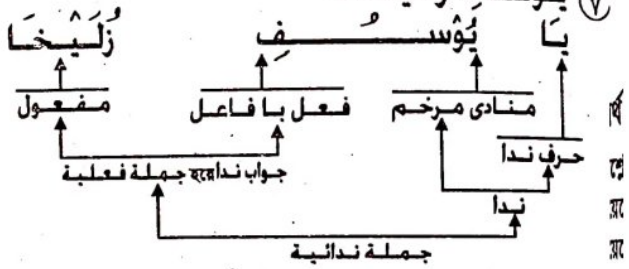

⑦ يُوْسُفُ زُلَيْخَا

অর্থ– হে ইউসুফ! জুলাইখার দাবি পূরণ কর (فِ মূলে أَوْفِي ছিল)

বিশ্লেষণ ঃ يَا হরফে নেদা। এটি أَدْعُوْ ফেলের স্থলাভিষিক্ত। أَدْعُوْ ফেল ও ফায়েল এবং يُوْسُفُ মুনাদা মুরাখখাম مَفْعُوْلٌ; এখন ফেল, ফায়েল এবং মাফউল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে نِدَا হয়েছে। ف ফেল এর যমীর ফায়েল زُلَيْخَا মাফউল। এখন ফেল, ফায়েল এবং মাফউল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে جَوَابُ نِدَا পরিশেষে। نِدَا ও جَوَابُ نِدَا মিলে جُمْلَةٌ نِدَائِيَّةٌ হয়েছে।

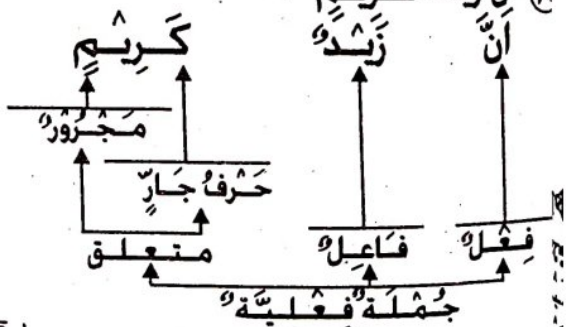

⑧ أَنَّ زَيْدٌ كَرِيْمٍ

অর্থ ঃ যায়েদ হরিণের মত ক্রন্দন করেছে।

বিশ্লেষণ ঃ أَنَّ ফেল, زَيْدٌ ফায়েল كَ হরফে জার رِيْمٍ মাজরুর। এখন حَرْفُ جَارٍّ ও مَجْرُوْرٌ মিলে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। পরিশেষে ফেল, ফায়েল এবং مُتَعَلِّقٌ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

CamScanner
Scanned with CamScanner

⑨ لَا تُصَلُّوْا عَلَى النَّبِيِّ

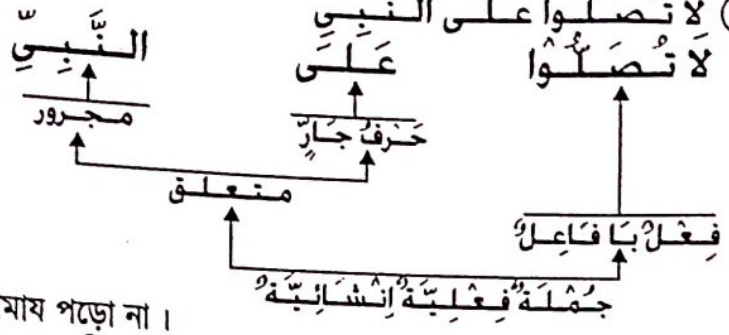

অর্থ ঃ তোমরা রাস্তায় নামায পড়ো না।

বিশ্লেষণ ঃ لَا تُصَلُّوْا ফেল, এর যমীর ফায়েল, عَلَى হরফে জার, اَلنَّبِيِّ হলো مَجْرُورٌ এখন حَرْفُ جَارٌّ ও مَجْرُورٌ মিলে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। পরিশেষে ফেল, ফায়েল ও مُتَعَلِّقٌ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

⑩ قَدَّ مَتْنِيْ زَيْدٌ فِي الْمِحْرَابِ

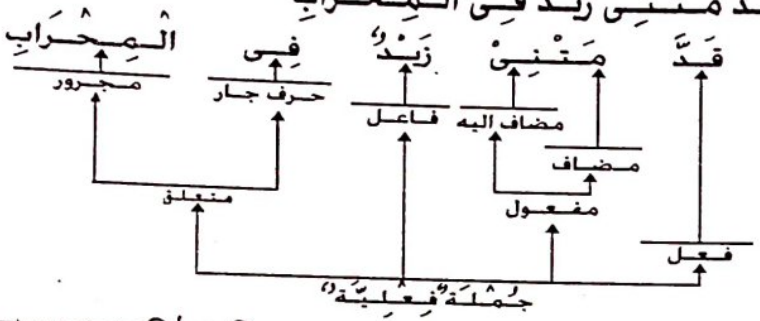

অর্থ ঃ যায়েদ মেহরাবে আমার পিঠ ফাটিয়েছে।

বিশ্লেষণ ঃ قَدَّ ফেল, مَتْنٌ মুযাফ ي মুযাফ ইলাইহ, এখন مُضَافٌ ও مُضَافٌ اِلَيْهِ মিলে مَفْعُوْلٌ হয়েছে, زَيْدٌ ফায়েল, فِيْ হরফে জার اَلْمِحْرَابُ মাজরূর। এখন حَرْفُ جَارٍّ ও مَجْرُوْرٌ মিলে متعلق হয়েছে। পরিশেষে ফেল, ফায়েল, মাফউল ও مُتَعَلِّقٌ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

⑪ قَالَ رَجُلٌ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَانْتَقَضَ وَضُوْئُهُ

অর্থ ঃ এক ব্যক্তি গাছের নিচে নিদ্রা গিয়েছে, অতঃপর তার অযূ চলে গেছে।

বিশ্লেষণ ঃ قَالَ ফেল, رَجُلٌ ফায়েল, تَحْتَ মুযাফ, الشَّجَرَةِ মুযাফ ইলাইহ। এখন مُضَافٌ ও مُضَافٌ اِلَيْهِ মিলে مَفْعُوْلٌ فِيْهِ হয়েছে। এরপর ফেল, ফায়েল ও মাফউল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ হয়েছে; فَ হরফে আতফ اِنْتَقَضَ ফেল, وضوء মুযাফ, ه মুযাফ ইলাইহ। এখন مُضَافٌ ও مُضَافٌ اِلَيْهِ মিলে ফায়েল। ফেল ও ফায়েল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে مَعْطُوْفٌ; পরিশেষে مَعْطُوْفٌ ও مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ মিলে جُمْلَةٌ مَعْطُوْفَةٌ হয়েছে।

⑫ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

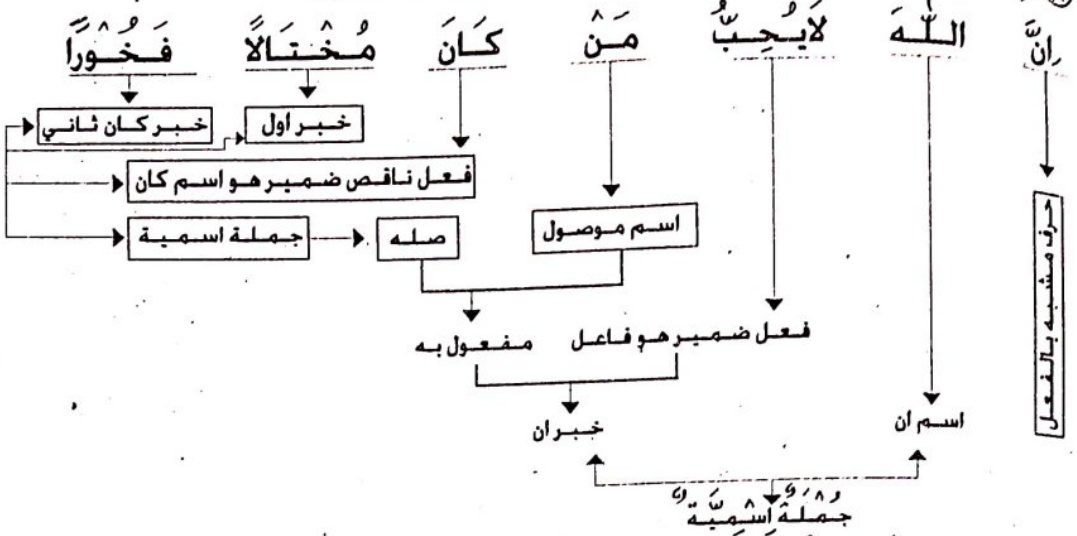

বিশ্লেষণ ঃ إِنَّ অব্যয়টি হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেল, اَللّٰهَ শব্দটি ইসমে ইন্না, لَا يُحِبُّ ফে'ল, مَنْ ইসমে মাওসূল, كَانَ ফে'লে নাকিস। এর মধ্যে যমীর هُوَ ইসমে كَانَ, অতঃপর مُخْتَالًا খবরে আউয়াল فَخُوْرًا খবরে সানী। এখন كَانَ তার ইসমে এবং উভয় খবরে মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়ে ইসমে মাওসূলের صِلَةٌ হয়েছে। ইসমে মাউসূল ও সিলা মিলে لَا يُحِبُّ ফে'লের মাফউলে বিহী হয়েছে। এখন لَا يُحِبُّ ফেল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে খবরে ইন্না হয়েছে। পরিশেষে ইসমে ইন্না ও খবরে ইন্না মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

⑬ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا

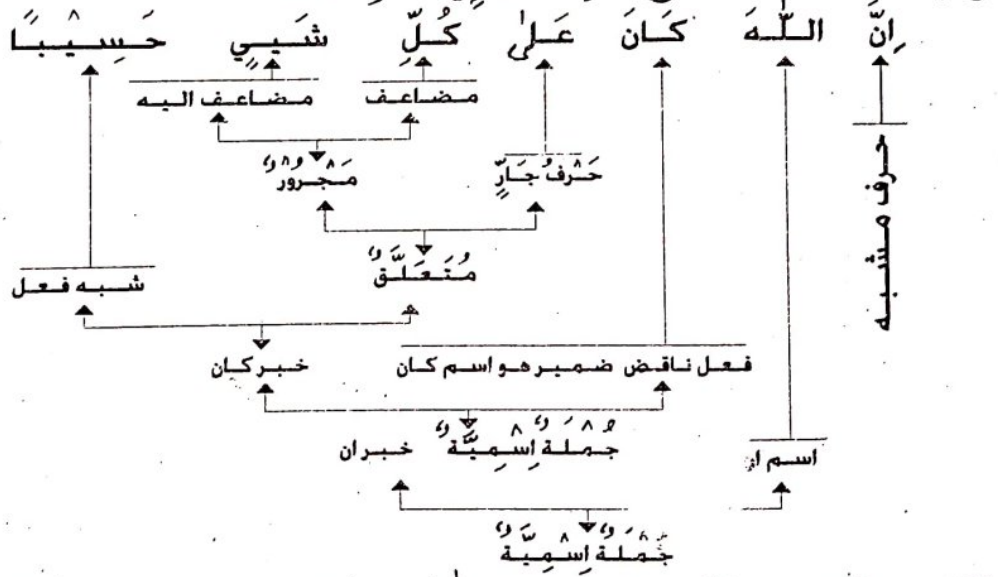

বিশ্লেষণ ঃ إِنَّ অব্যয়টি হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেল, اَللّٰهَ শব্দটি ইসমে ইন্না, كَانَ ফে'লে নাকিস, এর মধ্যে যমীর هُوَ ইসমে كَانَ, অতঃপর عَلٰى হরফে জার, كُلِّ মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরুর, হরফে জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লাক। حَسِيْبًا শিবহে ফে'ল, এখন শিবহে ফে'ল ও মুতায়াল্লাক মিলে شِبْهُ جُمْلَةٍ হয়ে খবরে كَانَ হয়েছে। এবার ইসমে كَانَ ও খবরে كَانَ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়ে খবরে ইন্না হয়েছে। পরিশেষে ইসমে ইন্না ও খবরে ইন্না মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

CamScanner
Scanned with CamScanner

(١٤) وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ

বিশ্লেষণ ঃ وَ হরফে আতফ, اٰتِ ফে'ল, এর মধ্যে যমীর اَنْتَ ফায়েল। ذَا মুযাফ, الْقُرْبٰى মুযাফ ইলাইহি, মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফউলে আউয়াল, حَقَّهٗ-এর حَقَّ হলো মুযাফ, ه মুযাফ ইলাইহি, মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফউলে সানী। এখন ফেল, ফায়েল এবং উভয় مَفْعُوْلٌ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হয়েছে।

(١٥) فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا

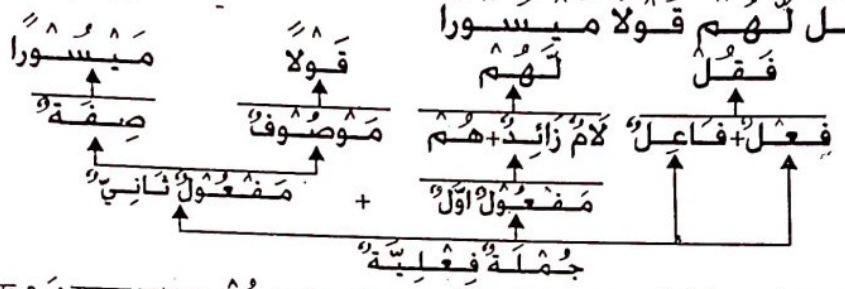

বঙ্গানুবাদ ঃ فَ হরফে আতফ, قُلْ ফে'ল, এর মধ্যে যমীর اَنْتَ ফায়েল। لَهُمْ -এর لَ হরফে যায়েদাহ, هُمْ মাফউলে আউয়াল, قَوْلًا মাওসূফ, مَيْسُوْرًا সিফাত, মাউসূফ ও সিফাত মিলে মাফউলে সানী। এখন ফে'ল, ফায়েল এবং উভয় মাফউল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হয়েছে।

(١٦) لَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا

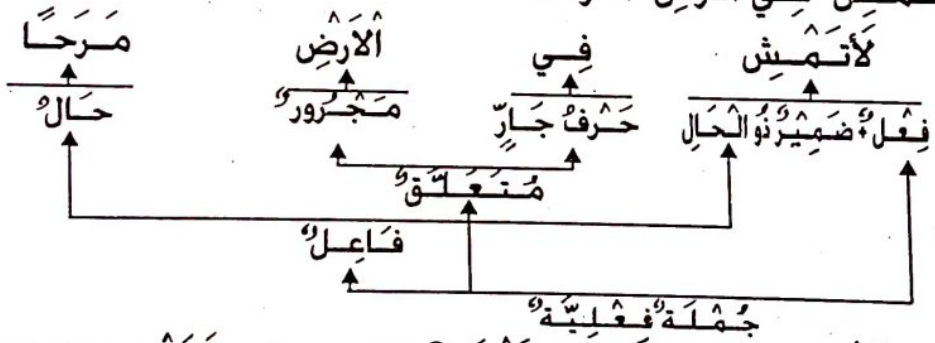

বঙ্গানুবাদ ঃ لَا تَمْشِ ফে'ল, এর মধ্যে যমীর اَنْتَ যুলহাল। فِي হরফে জার ও الْاَرْضِ মাজরূর মিলে মুতায়াল্লাক। مَرَحًا হাল। হাল ও যুলহাল মিলে ফায়েল। এখন ফেল ও ফায়েল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হয়েছে।

(١٧) لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا

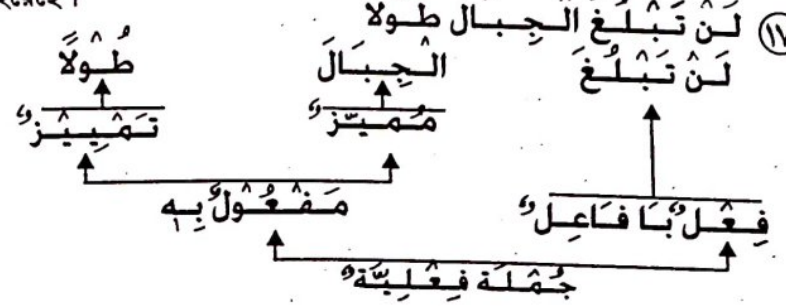

CamScanner
Scanned with CamScanner

বঙ্গানুবাদ ঃ لَنْ تَبْلُغَ ফে'ল এর মধ্যে যমীর اَنْتَ ফায়েল। اَلْجِبَالُ মুমাইয়ায, طُوْلًا তামীয, তামীয ও মুমাইয়ায মিলে مَفْعُوْلٌ بِهٖ এখন ফেল ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

⑱ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

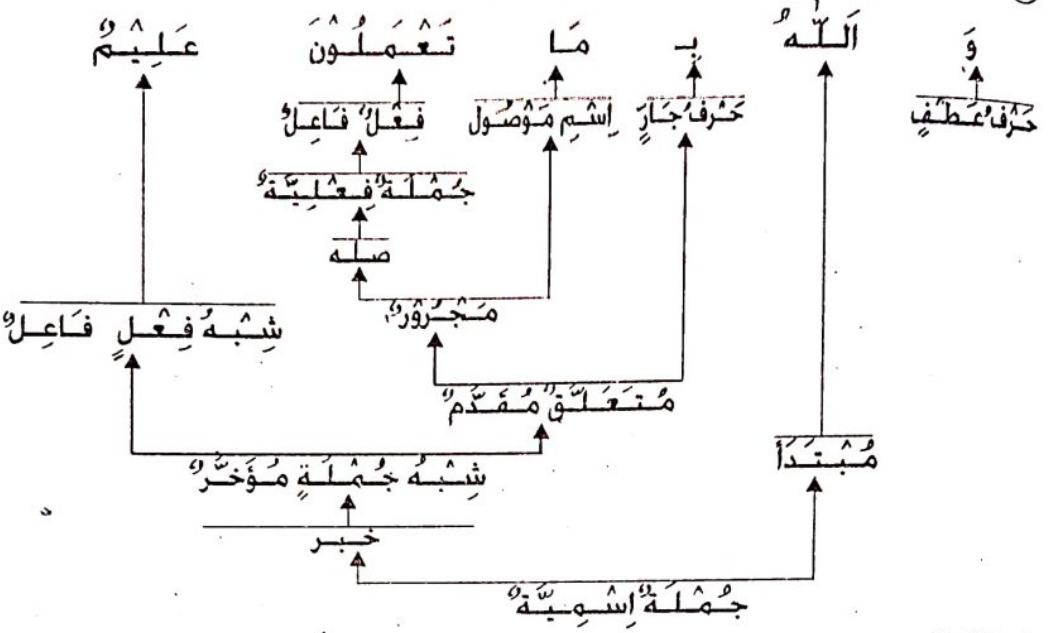

বঙ্গানুবাদ ঃ و হরফে আতফ, اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা, بِمَا ب হরফে জার مَا ইসমে মাউসূল تَعْلَمُوْنَ ফেল এর মধ্যে যমীর اَنْتُمْ ফায়েল। এখন فِعْلٌ ও فَاعِلٌ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে صِلَةٌ হয়েছে। اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ ও صِلَةٌ মিলে মাজরূর হয়েছে। হরফে জার ও مَجْرُوْرٌ মিলে مُتَعَلِّقٌ مُقَدَّمٌ হয়েছে। عَلِيْمٌ শিবহে ফেল, এর মধ্যে যমীর هُوَ ফায়েল এখন শিবহে ফেল, ফায়েল ও মুতায়াল্লাক মিলে شِبْهُ جُمْلَةٍ হয়ে خَبَرٌ হয়েছে। مُبْتَدَأ ও خَبَرٌ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

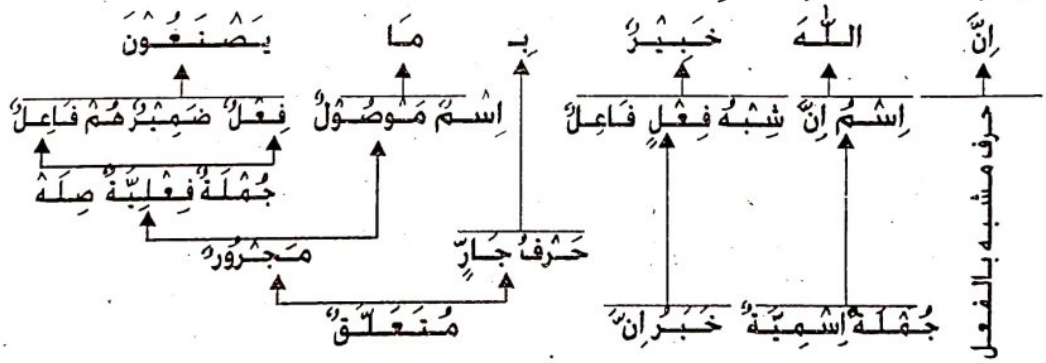

⑲ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

বঙ্গানুবাদ ঃ اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, اللّٰهَ শব্দটি ইসমে ইন্না, خَبِيْرٌ শিবহে ফে'ল, এর মধ্যে যমীর هُوَ ফায়েল بِمَا এর ب হরফে জার, مَا ইসমে মাউসূল يَصْنَعُوْنَ ফে'ল, এর মধ্যে যমীর هُمْ ফায়েল, فِعْلٌ ও فَاعِلٌ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে صِلَةٌ সিলা ও মাওসূল মিলে مجرور জার ও مَجْرُوْرٌ মিলে مُتَعَلِّقٌ এখন শিবহে ফে'ল, ফায়েল ও مُتَعَلِّقٌ মিলে شِبْهُ جُمْلَةٍ হয়ে খবরে ইন্না اِسْمُ اِنَّ ও خَبَرُ اِنَّ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

(٢٠) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ (الْكَائِنُوْنَ) مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا

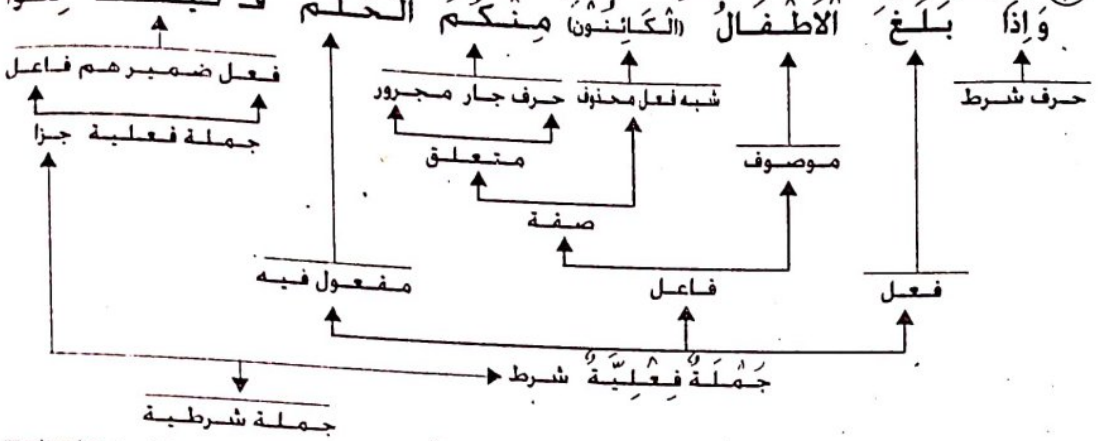

বঙ্গানুবাদ ঃ وَ হরফে আতফ, اِذَا হরফে شَرْطٌ, بَلَغَ ফে'ল اَلْاَطْفَالُ মাওসূফ, مِنْكُمْ -এর مِن মিলে مُتَعَلَّقٌ হয়েছে اَلْكَائِنُوْنَ শিবহে ফেলের সাথে। শিবহে ফে'ল, ফায়েল ও মুতায়াল্লাক মিলে شِبْهُ جُمْلَةٌ হয়ে صفة মাওসূফ ও সিফাত মিলে ফায়েল। اَلْحُلُمَ মাফউলে ফিহী, এখন ফে'ল, ফায়েল ও مَفْعُوْلٌ فِيْهِ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে شَرْطٌ

ف : জাওয়াবিয়া, لِيَسْتَأْذِنُوْا ফে'ল, এর মধ্যে যমীর هُمْ ফায়েল। فِعْلٌ ও فَاعِلٌ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে جزاء এখন شَرْطٌ ও جَزَاءٌ মিলে جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ হয়েছে।

(٢١) وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

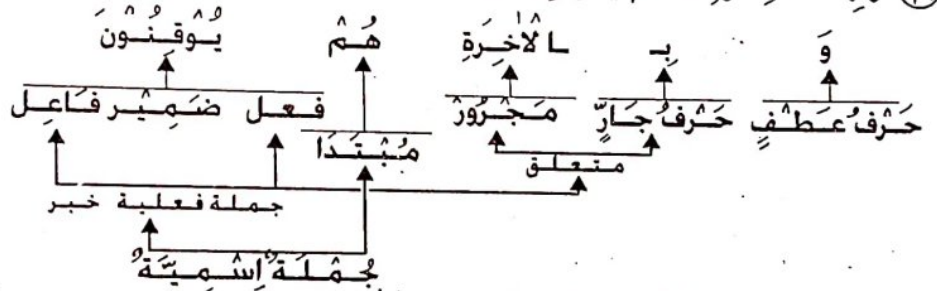

বঙ্গানুবাদ ঃ وَ হরফে আতফ, بِ হরফে জার, اَلْاٰخِرَةِ মাজরুর, حَرْفُ جَارٌّ ও مَجْرُوْرٌ মিলে মুতায়াল্লাফ, مُتَعَلَّقٌ মিলে هُمْ মুবতাদা, يُوْقِنُوْنَ ফে'ল, এর মধ্যে যমীর هُمْ ফায়েল, এখন ফে'ল, ফায়েল ও مُتَعَلَّقٌ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে خَبَرٌ হয়েছে। خَبَرٌ ও مُبْتَدَا মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

(٢٢) وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

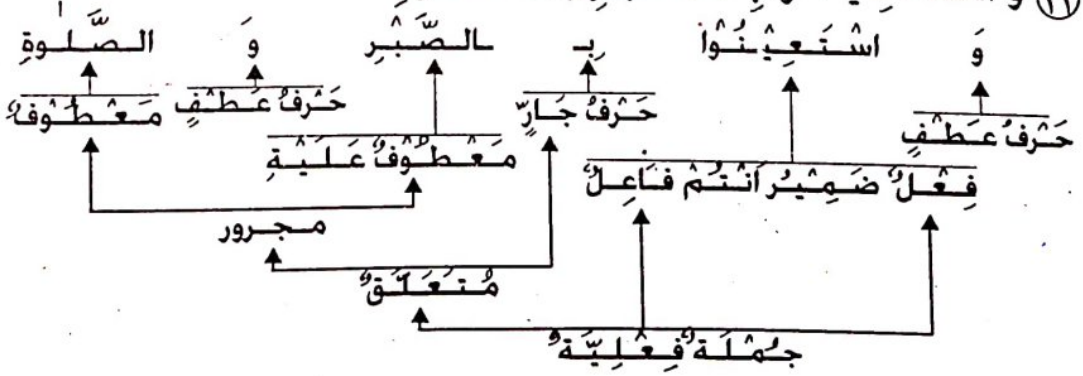

বঙ্গানুবাদ ঃ و হরফে আতফ, اِسْتَعِيْنُوْا , ফে'ল এর মধ্যে যমীর اَنْتُمْ ফায়েল। بِ হরফে জার, الصَّبْرِ মা'তুফ আলাইহি, و হরফে আতফ, الصَّلَاة মা'তুফ, এখন مَعْطُوف ও مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ মিলে মাজরুর, جَارٌ ও مَجْرُوْرٌ মিলে মুতায়াল্লাক, এখন ফে'ল, ফায়েল ও মুতায়াল্লাক মিলে جُمْلَةٌ فعْلِيَّةٌ انْشَائِيَةٌ হয়েছে।

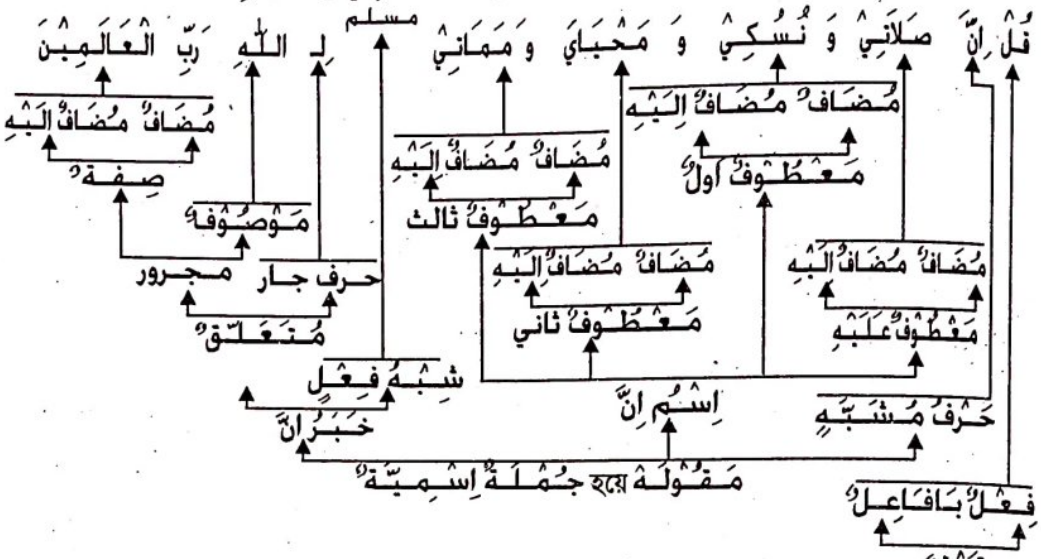

(২৩) قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বঙ্গানুবাদ ঃ قُلْ ফে'ল, এর মধ্যে যমীর اَنْتَ ফায়েল, اِنَّ হরফে ফেল ও ফায়েল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে قَوْلٌ হয়েছে। اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। صَلَاتِيْ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাতুফ আলাইহ। و হরফে আতফ, نُسُكِيْ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাতুফে আউয়াল, و হরফে আতফ, مَحْيَايَ মুযাফ, মুযাফ ইলাইহ মিলে মাতুফে সানী। وَاو হরফে আতফ, مَمَاتِيْ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাতুফে সালিস এখন مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ এবং সকল مَعْطُوْفٌ মিলে اِسْمُ اِنَّ হয়েছে। لِلّٰهِ এর لِ হরফে জার, اللّٰه শব্দটি মাওসূফ, رب মুযাফ اَلْعَالَمِيْنَ মুযাফ ইলাইহ। مضاف ও مضاف اليه মিলে সিফত। صِفَةٌ ও مَوْصُوْفٌ মিলে مُسْلِمٌ শিবহে ফেলের সাথে মুতায়াল্লাক হয়েছে। এখন শিবহে ফে'ল, ফায়েল ও মুতায়াল্লাক মিলে شِبْهُ جُمْلَةٍ হয়ে خَبَرُ اِنَّ হয়েছে। اِسْمُ اِنَّ ও خَبَرُ اِنَّ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়ে مَقُوْلَةٌ হয়েছে।

(২৪) وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

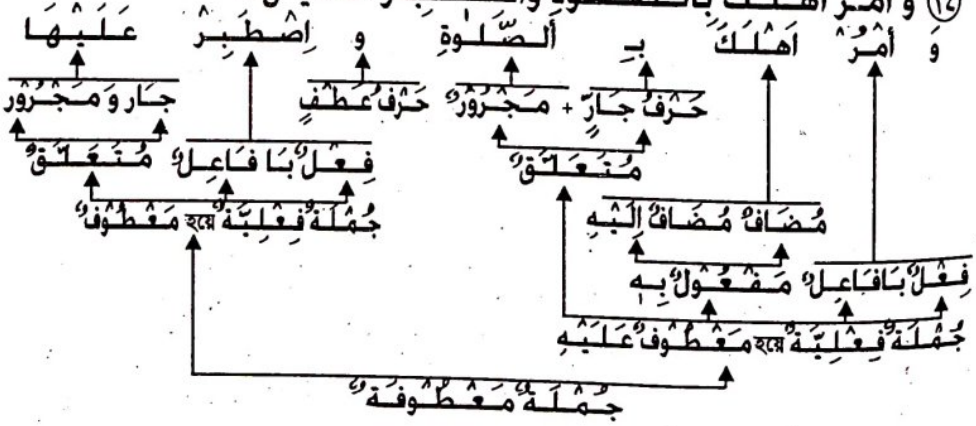

বঙ্গানুবাদ ঃ وَ হরফে আতফ, أُمُرْ ফে'ল, এর মধ্যে যমীর أَنْتَ ফায়েল, أَهْلَكَ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে বিহী। ب হরফে জার, الصَّلٰوة মাজরুর, حَرْفُ جَارٍّ ও مَجْرُوْرٌ মিলে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। ফে'ল ফায়েল ও মুতায়াল্লাক মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হয়ে مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ হয়েছে। و হরফে আতফ اِصْطَبِرْ ফে'ল, এর মধ্যে যমীর أَنْتَ ফায়েল। عَلَيْهَا- এর عَلٰى হরফে জার, هَا মাজরুর, حَرْفُ جَارٍّ ও مَجْرُوْر মিলে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। ফেল, ফায়েল ও মুতায়াল্লাক মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হয়ে مَعْطُوْفٌ এখন مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ ও مَعْطُوْفٌ মিলে جُمْلَةٌ مَعْطُوْفَةٌ হয়েছে।

(২৫) إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

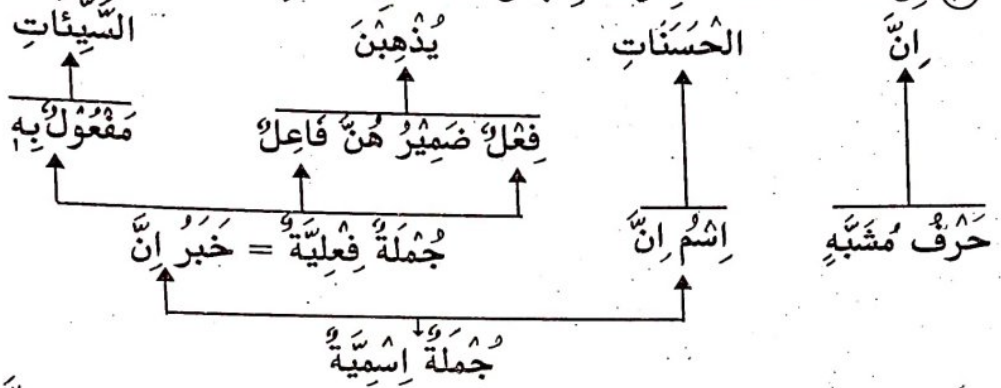

বঙ্গানুবাদ ঃ اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, اَلْحَسَنَاتِ ইসমে ইন্না। يُذْهِبْنَ ফেল, এর মধ্যে যমীর هُنَّ ফায়েল, اَلسَّيِّئَاتِ মাফউলে বিহী। এখন ফেল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে خبر ان হয়েছে। এখন اِنَّ ও خَبَرُ اِنَّ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

(২৬) وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ

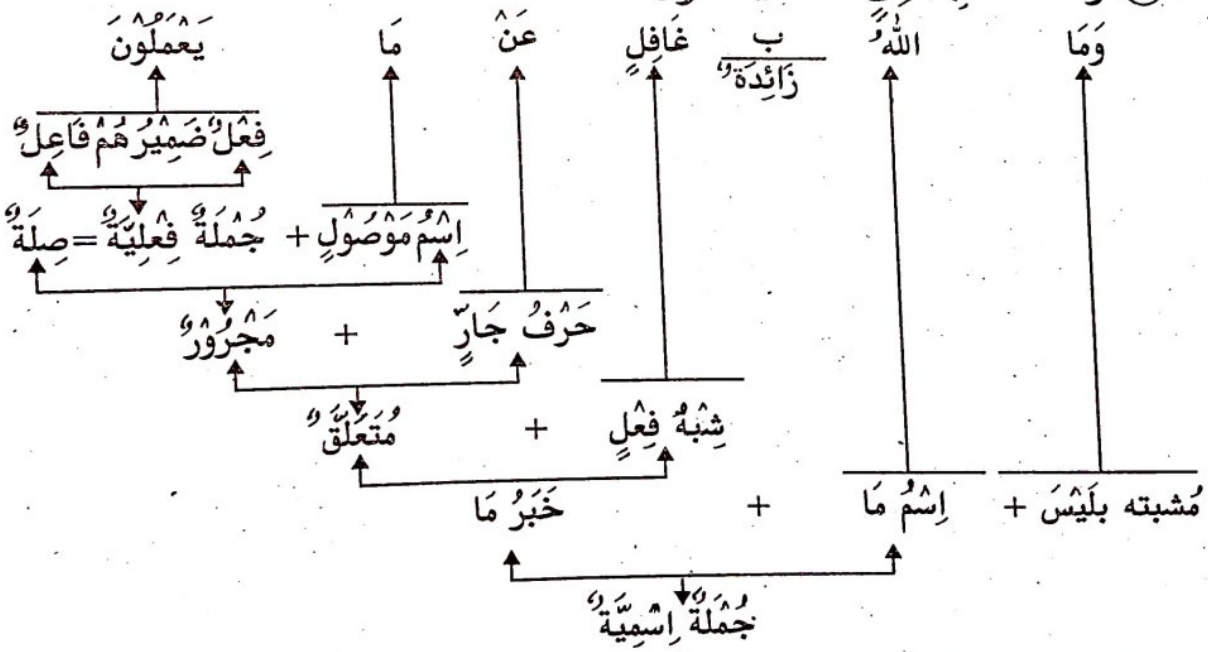

বঙ্গানুবাদ ঃ وَ হরফে আতফ, مَا মুশাব্বাহ বি লাইসা। اَللّٰهُ শব্দটি ইসমে مَا ب যায়িদাহ। غَافِلٌ শিবহে ফে'ল। عَمَّا- এর عَنْ হরফে জার, مَا ইসমে মাউসূল, تَعْمَلُوْنَ ফেল এর মধ্যে যমীর اَنْتُمْ ফায়েল। فِعْلٌ ও فَاعِلٌ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে সিলা। مَوْصُوْلٌ ও صِلَةٌ মিলে মাজরুর। حَرْفُ جَارٍّ ও مَجْرُوْرٌ মিলে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। শিবহে ফেল ও مُتَعَلِّقٌ মিলে شِبْهُ جُمْلَةٍ হয়ে خَبَرُ مَا হয়েছে। এখন مَا ও اِسْمُ مَا ও خَبَرُ مَا মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

CamScanner
Scanned with CamScanner

﴿٢٧﴾ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا

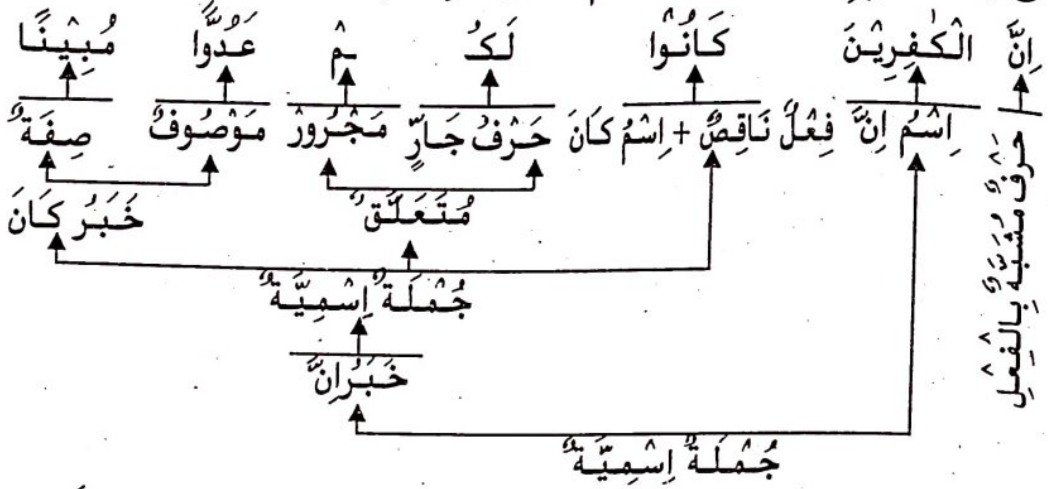

বঙ্গানুবাদ ঃ اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, اَلْكٰفِرِيْنَ ইসমে ইন্না। كَانُوْا ফে'লে নাকিস এর মধ্যে যমীর هُمْ ইসমে কানা। لَكُمْ জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লাক। عَدُوًّا মওসূফ, مُبِيْنًا সিফাত مَوْصُوْفْ ও صِفَةٌ মিলে খবরে কানা। এখন كَانَ ও اِسْمُ كَانَ এবং خَبَرُ كَانَ يةؤ مُتَعَلَّقٌ মিলে جُمْلَةٌ হয়ে খবরে ইন্না হয়েছে। اِسْمِيَّةٌ ও خَبَرُ اِنَّ মিলে اِسْمُ اِنَّ হয়েছে।

﴿٢٨﴾ اُولٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ

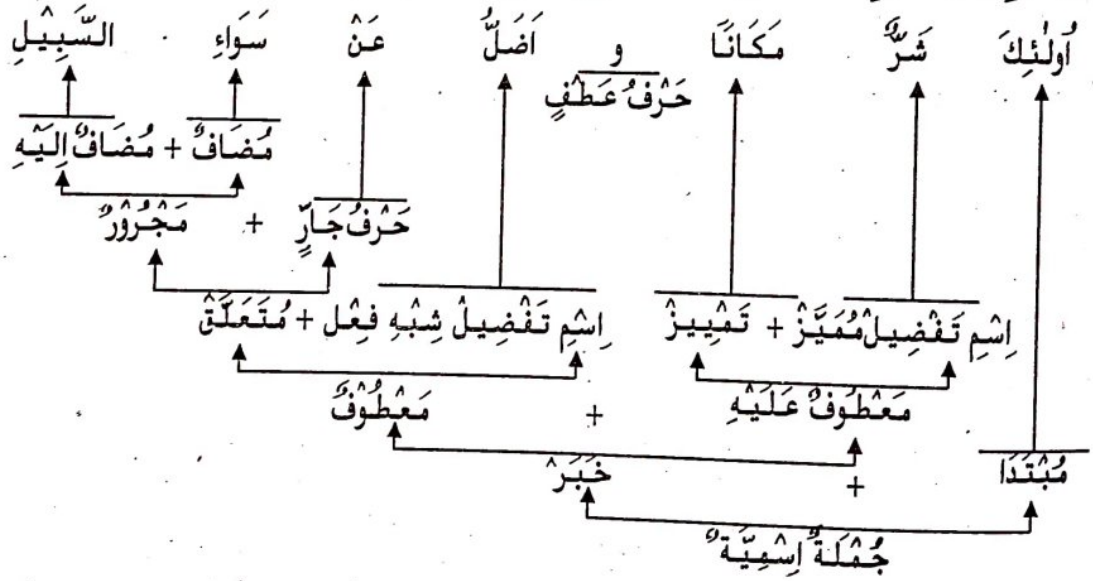

বঙ্গানুবাদ ঃ اُولٰئِكَ মুবতাদা, شَرٌّ ইসমে তাফদীল মুমাইয়ায, مَكَانًا তামীয, تَمْيِيْزٌ ও مُمَيَّزٌ মিলে مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ হয়েছে। و হরফে আতফ, اَضَلُّ ইসমে তাফদীল শিবহে ফে'ল। عَنْ হরফে জার। سَوَاءِ মুযাফ السَّبِيْلِ মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরুর। حَرْفُ جَارٌّ ও مَجْرُوْرٌ মিলে মুতায়াল্লাক। শিবহে ফে'ল ও মুতায়াল্লাক মিলে شِبْهُ جُمْلَةٍ হয়ে مَعْطُوْفٌ হয়েছে। مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ ও مَعْطُوْفٌ মিলে خَبَرٌ হয়েছে। مُبْتَدَا ও خَبَرٌ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

CamScanner
Scanned with CamScanner

(২৯) اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا

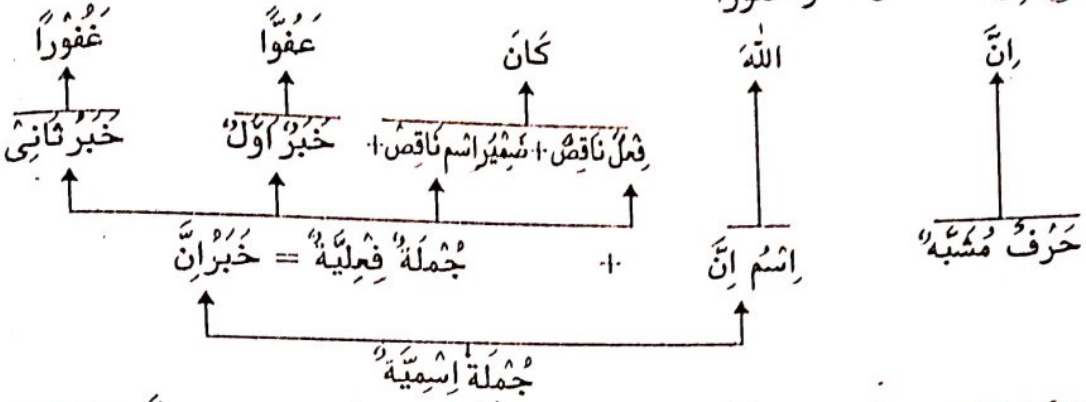

বঙ্গানুবাদ ঃ اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, اَللّٰهُ শব্দটি ইসমে ইন্না, كَانَ ফে'লে নাকিস, এর মধ্যে যমীর ইসমে কানা। عَفُوًّا খবরে কানা আউয়াল, غَفُوْرًا খবরে কানা সানী। এখন كَانَ اِسْم ও তার উভয় خَبَر মিলে جُمْلَةُ اِسْمِيَّةٌ হয়ে خبر ان হয়েছে। اِسْمُ اِنَّ ও خَبَرُ اِنَّ মিলে جُمْلَةُ اِسْمِيَّةٌ

(৩০) وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

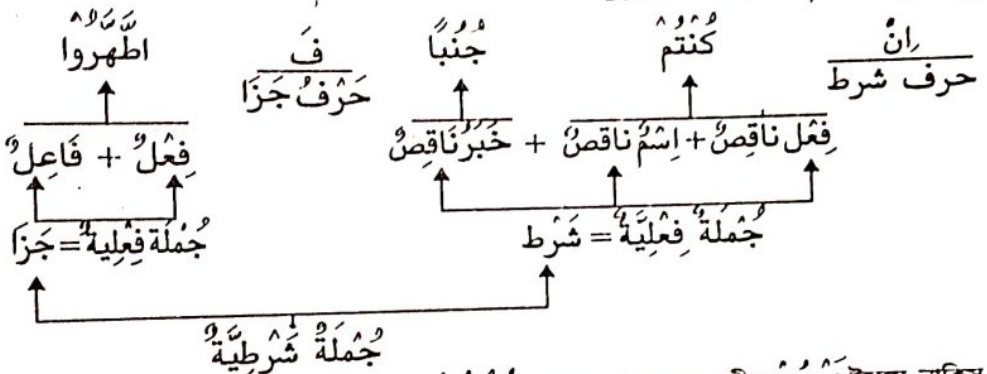

বঙ্গানুবাদ ঃ و হরফে আতফ, اِنْ হরফে শরত, كُنْتُمْ ফেল এর মধ্যে যমীর اَنْتُمْ ইসমে নাকিস, جُنُبًا খবরে নাকিস। اِسْمِ نَاقِصْ ও خَبَرِ نَاقِصْ মিলে جُمْلَةُ اِسْمِيَّةٌ হয়ে شَرْط ف জাওয়া বিয়া। اِطَّهَّرُوْا ফে'ল এর মধ্যে যমীর انتم ফায়েল। فِعْل ও فَاعِلٌ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে جَزَاء হয়েছে। شَرْط ও جَزَاءْ মিলে جُمْلَةُ شَرْطِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হয়েছে।

(৩১) اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

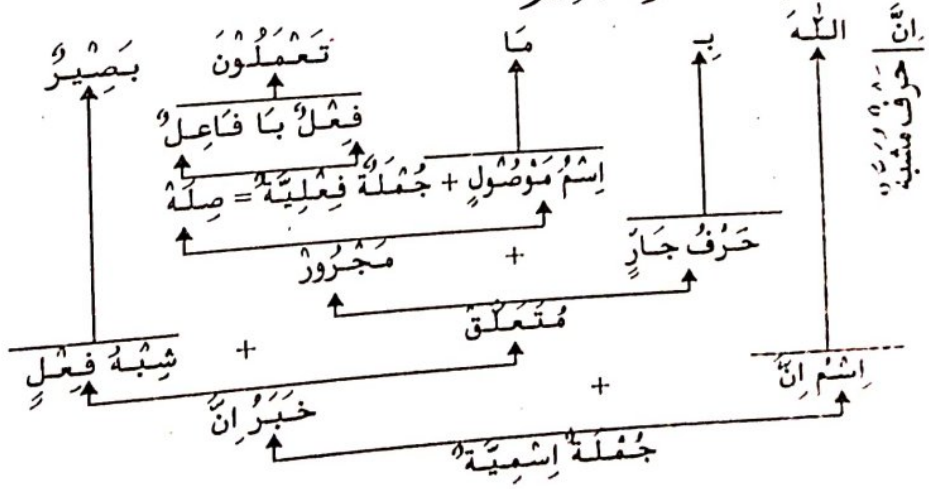

বঙ্গানুবাদ ঃ اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, اَللّٰهَ ইসমে ইন্না, بِ হরফে জার, مَا ইসমে মওসূল। تَعْلَمُوْنَ ফে'ল এর মধ্যে যমীর اَنْتُمْ হলো ফায়েল। فِعْلٌ ও فَاعِلٌ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে صِلَةٌ হয়েছে। مَوْصُوْلٌ ও صِلَةٌ মিলে মুতায়াল্লাক। بَصِيْرٌ শিবহে ফে'ল, এখন شِبْهُ فِعْلٍ ও مُتَعَلَّقٌ মিলে شِبْهُ جُمْلَةٍ খবরে ইন্না। اِسْمُ اِنَّ ও خَبَرُ اِنَّ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

(৩২) اُولٰئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا

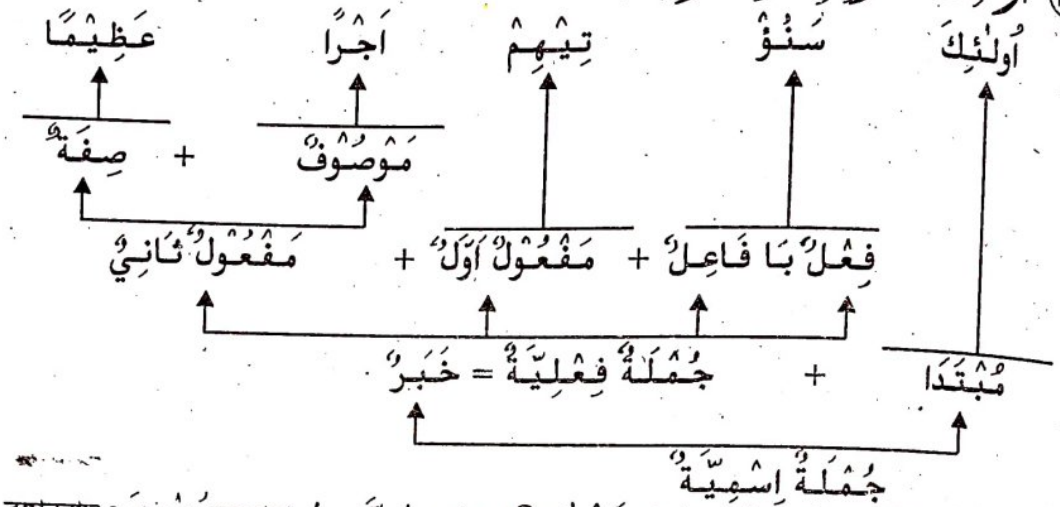

বঙ্গানুবাদ ঃ اُولٰئِكَ মুবতাদা, سَنُؤْتِيْ ফে'ল, যমীর نَحْنُ ফায়েল هُمْ মাফউলে আউয়াল اَجْرًا মওসূফ عَظِيْمًا সিফাত, صِفَةٌ ও مَوْصُوْفٌ মিলে মাফউলে সানী। ফে'ল, ফায়েল ও উভয় মাফউল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে খবর। مُبْتَدَا ও خَبَرٌ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

(৩৩) اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ

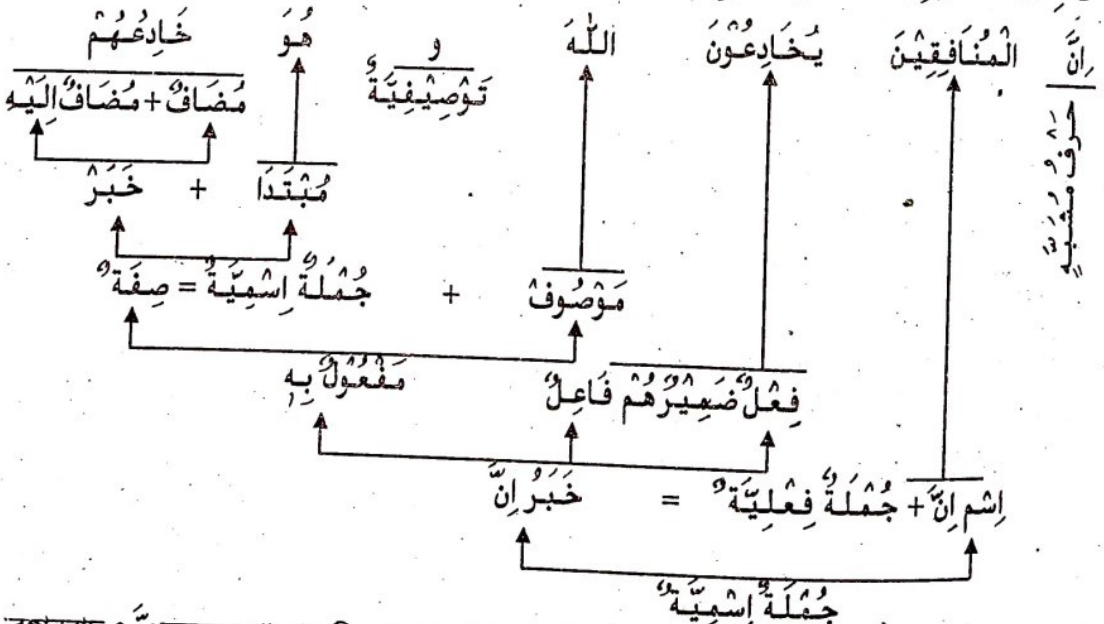

বঙ্গানুবাদ ঃ اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, اَلْمُنَافِقِيْنَ ইসমে ইন্না। يُخَادِعُوْنَ ফে'ল ও ফায়িল। اَللّٰهَ শব্দটি মওসূফ و সীফাতিয়াহ, هُوَ মুবতাদা خَادِعُهُمْ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে خَبَرٌ হয়েছে। মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে সিফাত। صِفَةٌ ও مَوْصُوْفٌ মিলে মাফউল বিহী। এখন ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে خبر ان হয়েছে। خَبَرُ اِنَّ ও اِسْمِ اِنَّ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

CamScanner
Scanned with CamScanner

(٣٤) وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ

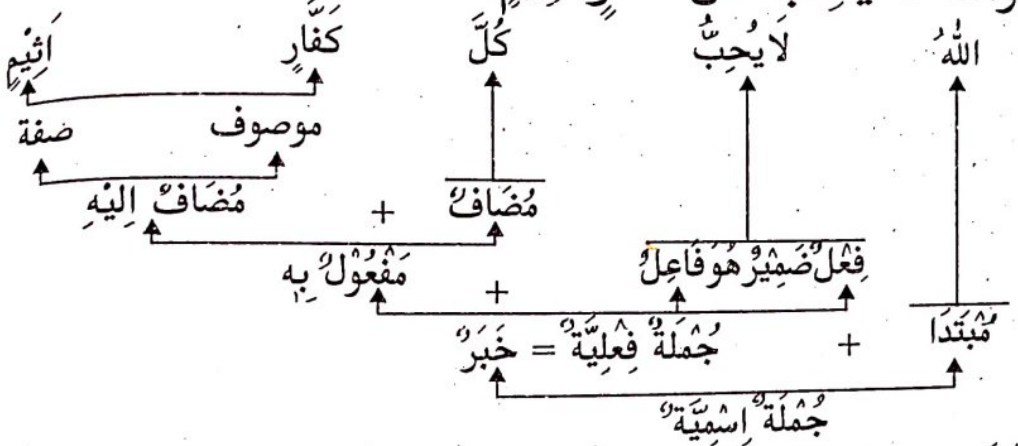

বঙ্গানুবাদ ঃ وَ হরফে আতফ, اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা। لَا يُحِبُّ ফেল, এর মধ্যে যমীর ফায়েল। كُلَّ মুযাফ, كَفَّارٍ মওসূফ, اَثِيْمٍ সিফাত। مَوْصُوْفٌ ও صِفَةٌ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে। مُضَافٌ ও مُضَافٌ اِلَيْهِ মিলে মাফউলে বিহী। ফেল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে খবর হয়েছে। مُبْتَدَا ও خَبَرٌ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

(٣٥) وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

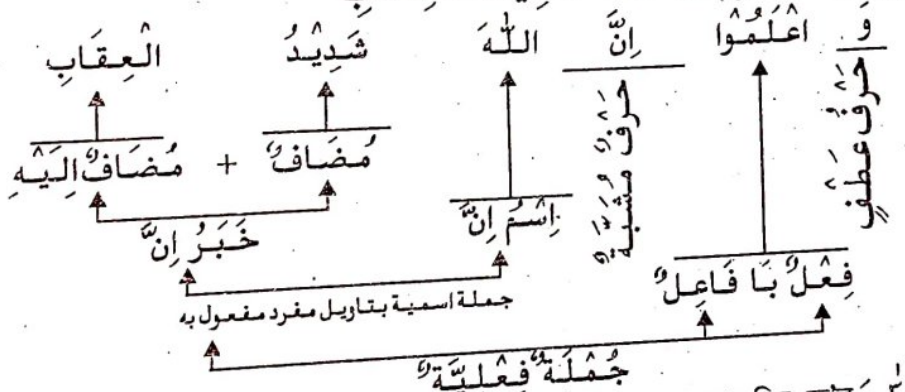

বঙ্গানুবাদ ঃ وَ হরফে আতফ, اِعْلَمُوْا ফে'ল যমীর اَنْتُمْ ফায়েল اَنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اَللّٰهَ ইসমে আন্না, شَدِيْدُ মুযাফ الْعِقَابِ মুযাফ ইলাই। মুযাফ ও মুযাফ ইলাই মিলে খবরে আন্না। এখন ইসমে আন্না ও খবরে আন্না মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়ে بِتَاوِيْلِ مُفْرَدْ হিসেবে মাফউলে বিহী। فِعْلٌ ও فَاعِلٌ এবং مَفْعُوْلٌ بِهٖ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

(٣٦) وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا

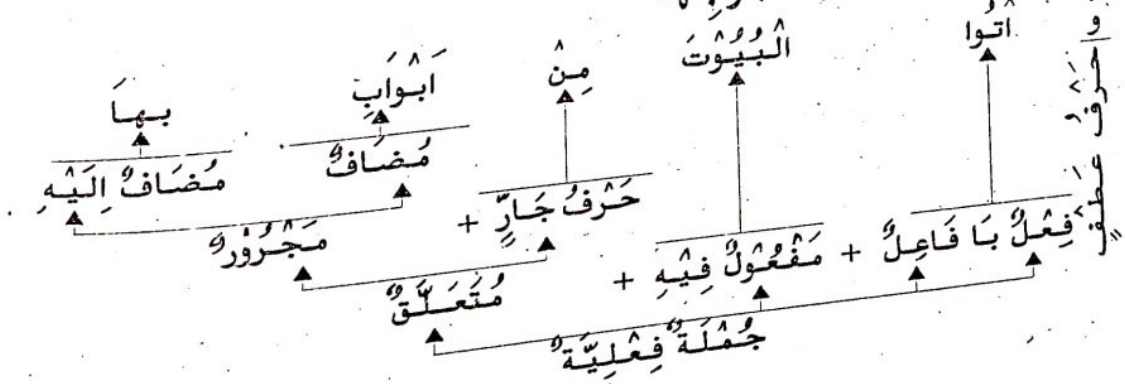

বঙ্গানুবাদ ঃ وَ হরফে আতফ, اٰتُوا ফে'ল এর মধ্যে যমীর اَنْتُمْ ফায়েল, الْبُيُوْتَ মাফউলে বিহী مِنْ হরফে জার, اَبْوَابِهَا মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরুর। حَرْفُ جَارٍّ ও مَجْرُوْرٌ মিলে مُتَعَلَّقٌ হয়েছে। এখন فِعْلٌ ও فَاعِلٌ এবং مَفْعُوْلٌ فِيْهِ ও مُتَعَلَّقٌ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

(٢٧) رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

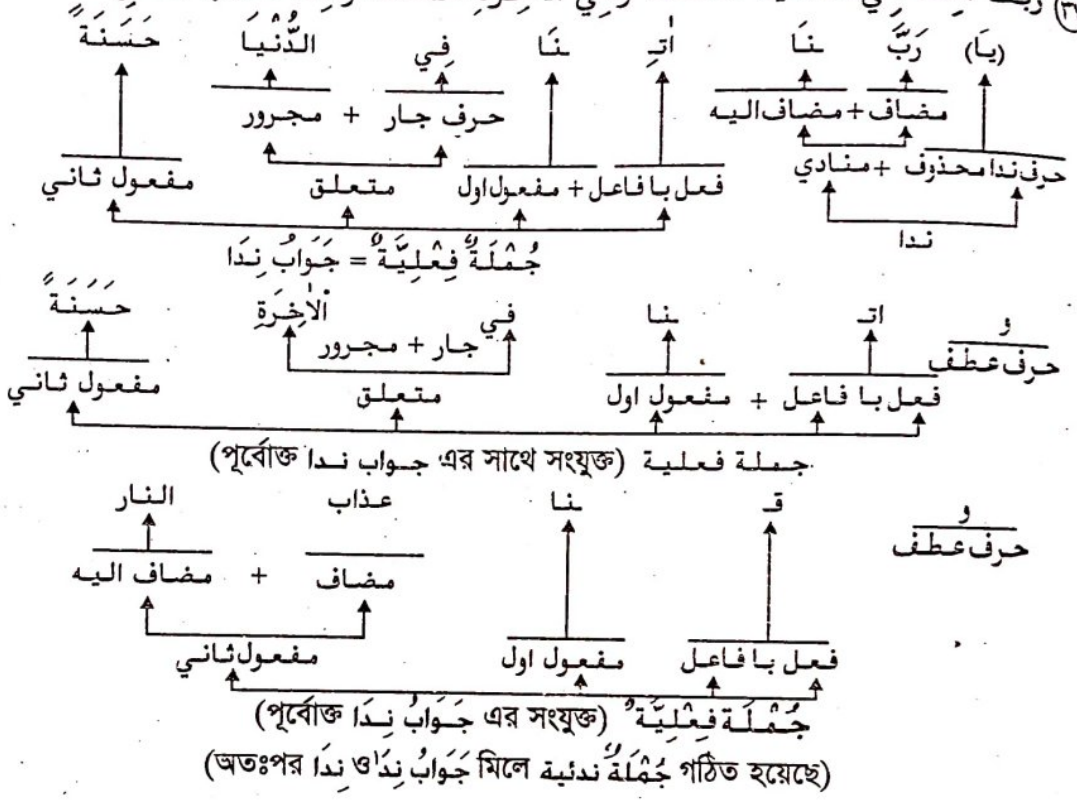

বঙ্গানুবাদ ঃ رَبَّنَا মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে উহ্য اَدْعُوْ يَا بِمَعْنِي اَدْعُوْ -এর মুনাদা মাফউল। এখন اَدْعُوْ ফে'ল ও যমীর ফায়েল এবং মুনাদা মাফউল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হয়ে نِدَا হয়েছে। اٰتِ ফেল, যমীর اَنْتَ ফায়েল نَا মাফউলে বিহী আউয়াল, فِي হরফে জার الدُّنْيَا মাজরুর, مَجْرُوْرٌ ও حَرْفُ جَارٍّ মিলে مُتَعَلَّقٌ হয়েছে। حَسَنَةً মাফউলে বিহী সানী, এখন ফে'ল, ফায়েল ও উভয় মাফউল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে মা'তুফ আলাইহ।

وَ হরফে আতফ, فِي হরফে জার الْاٰخِرَةِ মাজরুর مَجْرُوْرٌ ও حَرْفُ جَارٍّ মিলে مُتَعَلَّقٌ হয়েছে, উহ্য فِعْل এর সাথে। حَسَنَةً উহ্য فِعْل এর مَفْعُوْلٌ এখন উহ্য ফে'ল, ফায়েল ও مَفْعُوْلٌ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে মা'তুফে আউয়াল।

و হরফে আতফ, ق ফে'ল, এর মধ্যে যমীর اَنْتَ ফায়েল نَا মাফউলে আউয়াল। عَذَابَ النَّارِ মুযাফ মুযাফ ইলাইহ। مُضَافٌ اِلَيْهِ ও مُضَافٌ মিলে مَفْعُوْلٌ ثَانِيْ হয়েছে। এখন ফে'ল, ফায়েল ও উভয় مَفْعُوْلٌ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হয়ে মাতুফে সানী। مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ ও مَعْطُوْفٌ মিলে جَوَابِ نِدَا হয়েছে। جَوَابِ نِدَا ও نِدَا মিলে جُمْلَةٌ نِدَائِيَّةٌ হয়েছে।

CamScanner
Scanned with CamScanner

৩৮ فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ

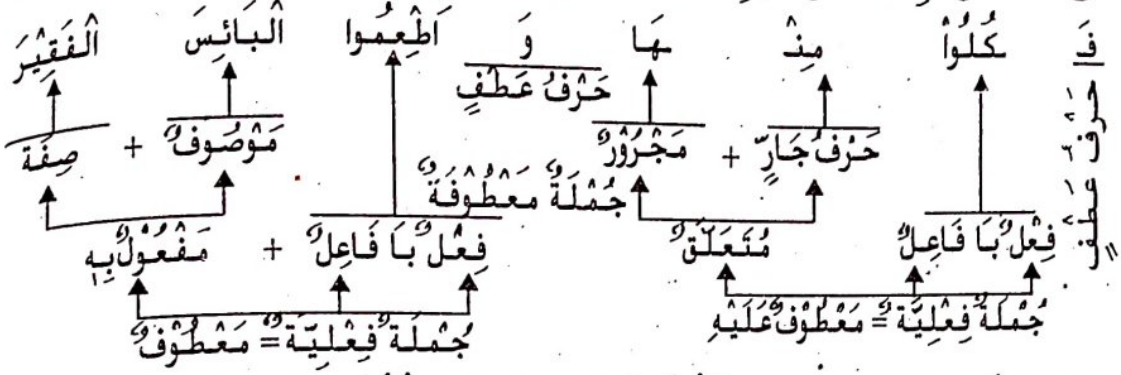

বঙ্গানুবাদ ঃ فَا হরফে আতফ, كُلُوْا ফে'ল এর মধ্যে যমীর اَنْتُمْ ফায়েল, مِنْ হরফে জার, هَا মাজরুর حَرْفُ جَارٍّ ও مَجْرُوْرٌ মিলে مُتَعَلَّقٌ হয়েছে। এখন ফে'ল, ফায়েল ও মুতায়াল্লাক মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হয়ে مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ হয়েছে।

و হরফে আতফ, اَطْعِمُوْا ফে'ল এর মধ্যে যমীর اَنْتُمْ ফায়েল, اَلْبَائِسَ মওসূফ اَلْفَقِيْرَ সিফাত। مَوْصُوْفٌ ও صِفَةٌ মিলে مَفْعُوْل بِهِ হয়েছে। এখন ফে'ল, ফায়েল ও مَفْعُوْل بِهِ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হয়ে مَعْطُوْفٌ হয়েছে। مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ ও مَعْطُوْفٌ মিলে جُمْلَةٌ مَعْطُوْفَةٌ হয়েছে।

৩৯ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ

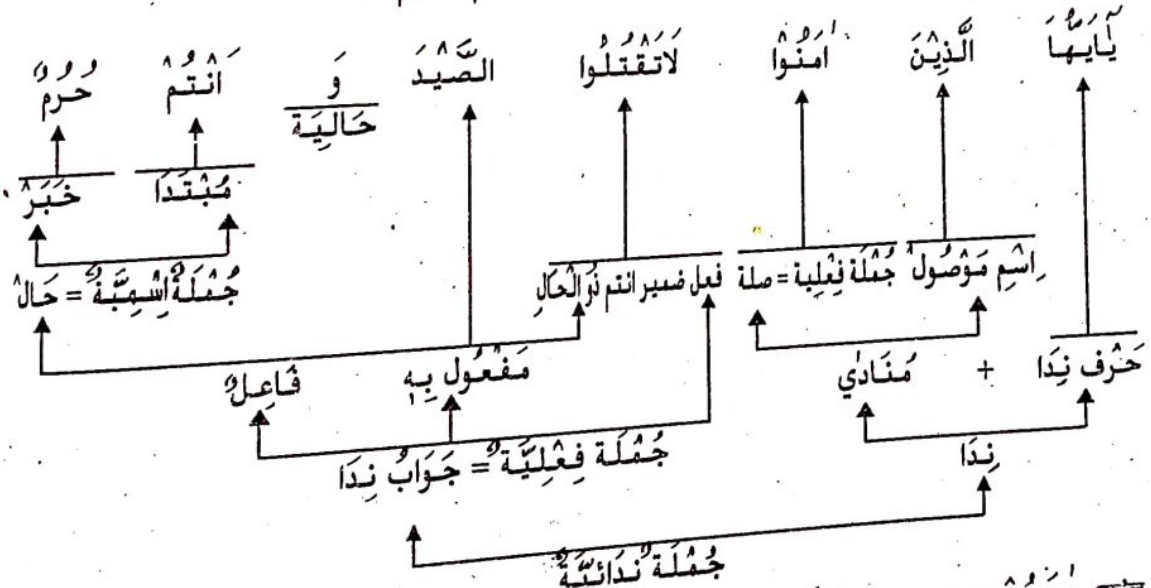

বঙ্গানুবাদ ঃ يَا হলো حَرْفُ نِدَا আর اَيُّهَا হলো لِلْفَصْلِ। اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল, اٰمَنُوْا ফে'ল, এর মধ্যে যমীর هُمْ ফায়েল। فِعْلٌ ও فَاعِلٌ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে صِلَةٌ হয়েছে। صِلَةٌ ও مَوْصُوْلٌ মিলে مُنَادِيْ হয়েছে। এখন مُنَادِيْ ও حَرْفُ نِدَا মিলে نِدَا হয়েছে। لَاتَقْتُلُوْا ফেল, এর মধ্যে যমীর اَنْتُمْ যুল হাল اَلصَّيْدُ মাফঊলে বিহী, و হালিয়া, اَنْتُمْ মুবতাদা حُرُمٌ খবর, مُبْتَدَا ও خَبَرٌ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়ে حَالٌ হয়েছে। ذُوالْحَالِ ও حَالٌ মিলে فَاعِلٌ হয়েছে। এখন ফে'ল, ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে جَوَابُ نِدَا হয়েছে। পরিশেষে نِدَا ও جَوَابُ نِدَا মিলে جُمْلَةٌ نِدَائِيَّةٌ হয়েছে।

CamScanner
Scanned with CamScanner

⑩ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ

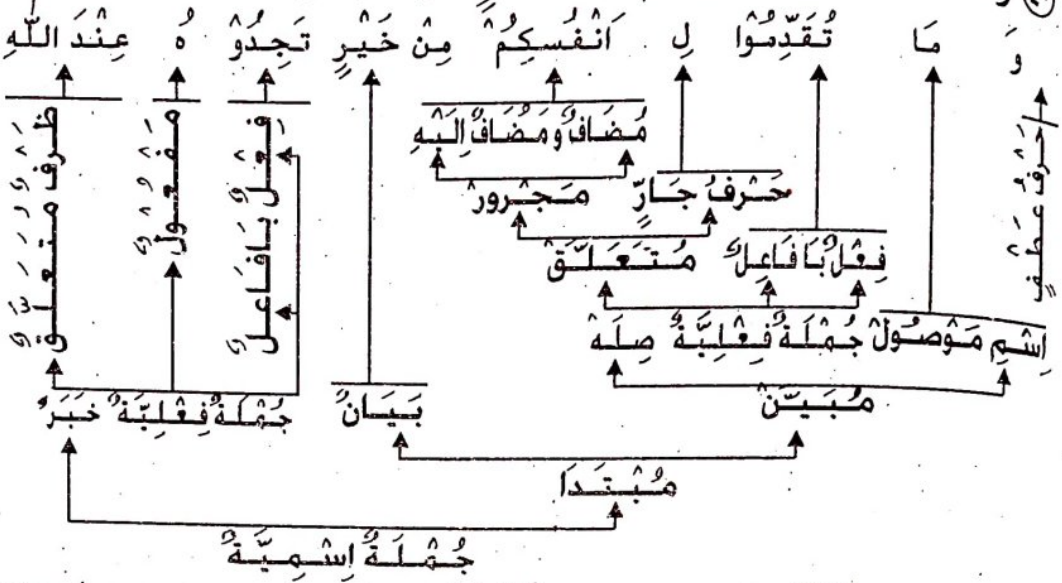

বঙ্গানুবাদ ঃ وَ হরফে আতফ, مَا ইসমে মউসূল تُقَدِّمُوْا ফে'ল এর মধ্যে যমীর اَنْتُمْ ফায়েল। لِ হরফে জার, اَنْفُسِكُمْ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরুর। مَجْرُوْرٌ ও حَرْفُ جَارٍّ মিলে মুতায়াল্লাক, এখন فِعْلٌ ও فَاعِلٌ এবং مُتَعَلِّقٌ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে صِلَةٌ হয়েছে। ও صِلَةٌ مَوْصُوْلٌ মিলে مُبَيَّنٌ হয়েছে। مِنْ خَيْرٍ হলো بَيَانٌ এখন بَيَانٌ ও مُبَيَّنٌ মিলে মুবতাদা। تَجِدُوْا ফে'ল, এর মধ্যে যমীর اَنْتُمْ ফায়েল ه মাফউলবিহী عِنْدَ اللّٰهِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ظَرْفٌ مُتَعَلِّقٌ এখন ফেল, ফায়েল মাফউল ও ظَرْفٌ مُتَعَلِّقٌ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে خَبَرٌ এখন مُبْتَدَا ও خَبَرٌ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

⑪ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ

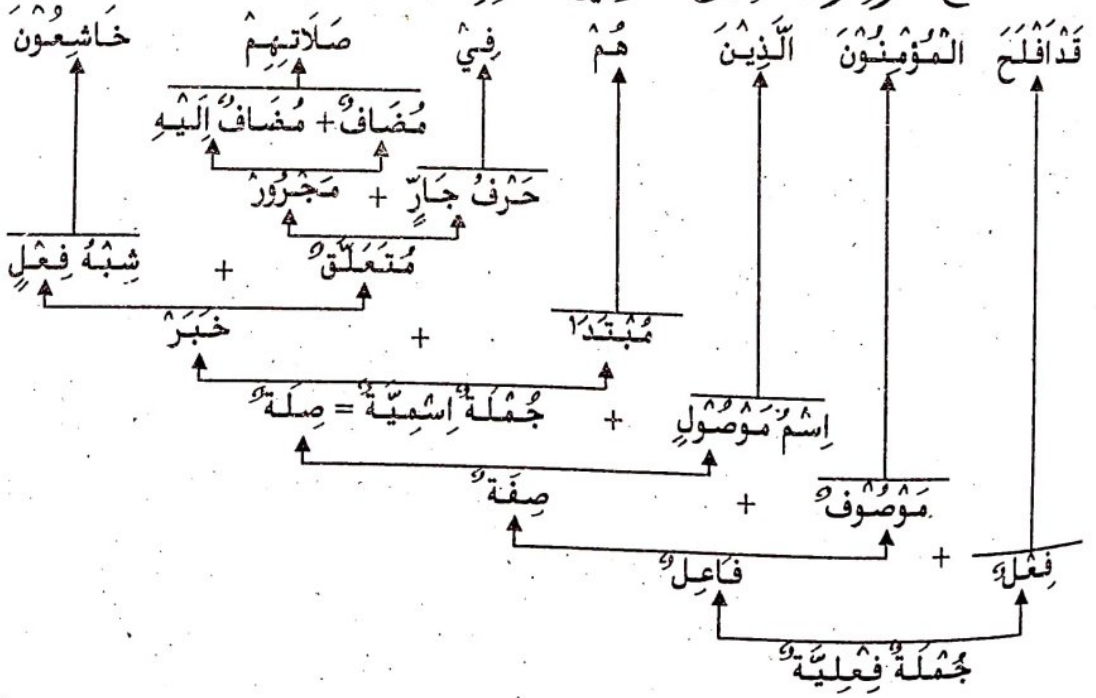

বঙ্গানুবাদ ঃ قَدْ افْلَحَ ফে'ল الْمُؤْمِنُوْنَ মওসূফ الَّذِيْنَ ইসমে মওসূল هُمْ মুবতাদা فِيْ হরফে জার, صَلَاتِهِمْ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর, خَاشِعُوْنَ শিবহে ফে'ল, শিবহে ফে'ল ও মুতায়াল্লাক মিলে خَبَرْ হয়েছে। مُبْتَدَا ও خَبَرْ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়ে صِلَةٌ হয়েছে। مَوْصُوْلْ ও صِلَةٌ মিলে صِفَةٌ হয়েছে। مَوْصُوْفْ ও صِفَةٌ মিলে فَاعِلْ হয়েছে। فِعْلْ ও فَاعِلْ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

٤٢ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

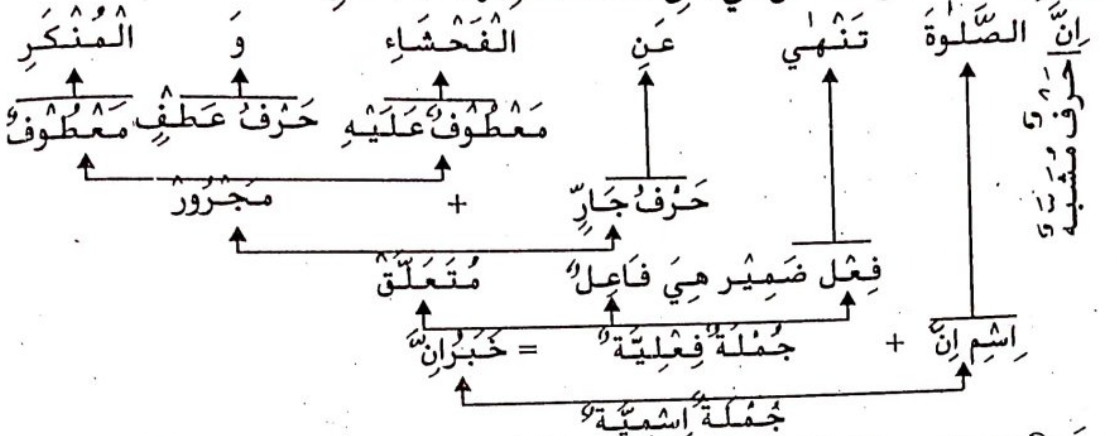

বঙ্গানুবাদ ঃ اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, اَلصَّلَاةَ ইসমে ইন্না। تَنْهٰي ফে'ল এর মধ্যে যমীর هِيَ ফায়েল। عَنِ হরফে জার, اَلْفَحْشَاءِ মাতুফ আলাইহ। وَ হরফে আতফ اَلْمُنْكَرِ মাতুফ, مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ ও مَعْطُوْفٌ মিলে মাজরূর। حَرْفُ جَارٍّ ও مَجْرُوْر মিলে মুতায়াল্লাক। فِعْل ও فَاعِلْ এবং مُتَعَلَّقْ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে খবরে ইন্না। اِسْمِ اِنَّ ও خَبَرُ اِنَّ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

٤٣ اُولٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَّ اَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ

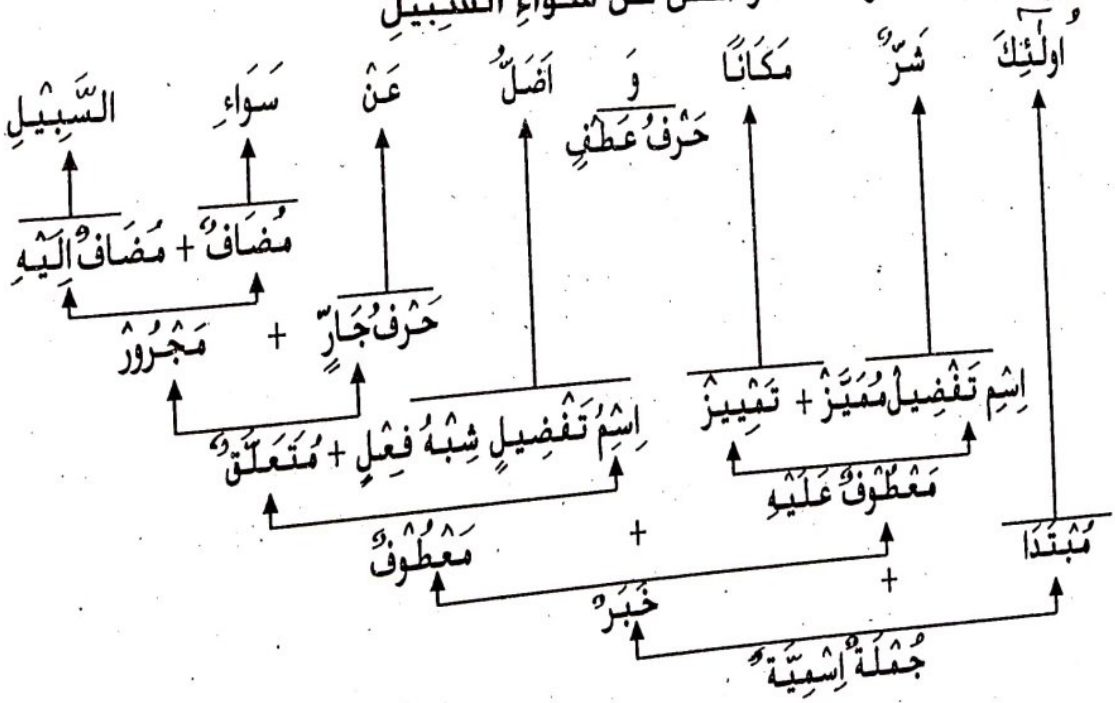

বঙ্গানুবাদ ঃ أُولٰئِكَ মুবতাদা, شَرٌّ ইসমে তাফদীল মুমাইয়ায, مَكَانًا তামীয, مُمَيَّزْ ও تَمْيِيْز মিলে مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ হয়েছে। وَ হরফে আতফ, أَضَلُّ ইসমে তাফদীল শিবহে ফে'ল। عَنْ হরফে জার। سَوَاءِ মুযাফ السَّبِيْلِ মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরুর। حَرْفُ جَارٍّ ও مَجْرُوْرٌ মিলে মুতায়াল্লাক। শিবহে ফে'ল ও মুতায়াল্লাক মিলে شِبْهُ جُمْلَةٍ হয়ে مَعْطُوفٌ হয়েছে। مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ ও مَعْطُوفٌ মিলে خَبَرٌ হয়েছে। مُبْتَدَا ও خَبَرٌ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

٤٤ اَبَا حَنِيْفَتَى الشِّطْرَنْجِ وَهُوَ الشَّافِعِيُّ

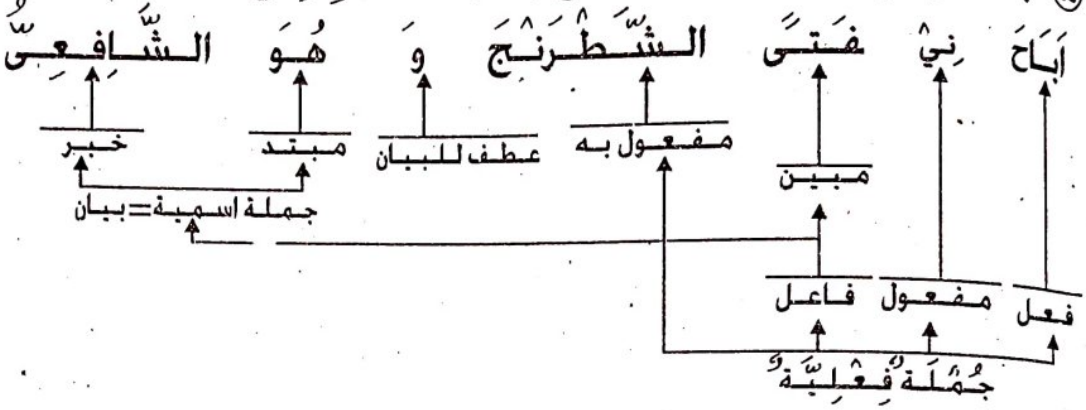

বঙ্গানুবাদ ঃ اَبَاحَ ফেল, نِيْ মাফউল فَتَى মুবাইয়্যান الشِّطْرَنْجِ মাফউলে বিহী, و আতফে বয়ান هُوَ মুবতাদা الشَّافِعِيُّ খবর। এখন مُبْتَدَا ও خَبَرٌ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়ে بَيَانٌ হয়েছে। এরপর مُبَيَّنٌ ও بَيَانٌ মিলে فَاعِلٌ হয়েছে। পরিশেষে ফেল, ফায়েল এবং উভয় مَفْعُوْلٌ মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

٤٥ اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ

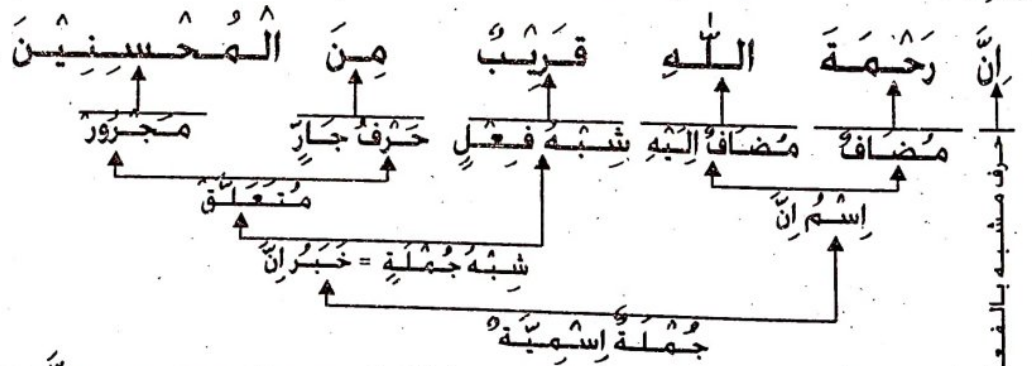

বঙ্গানুবাদ ঃ اِنَّ হরফে মুশাববাহ বিল ফেল, رَحْمَةَ মুযাফ, اللّٰهِ মুযাফইলাইহ, এখন مُضَافٌ ও مُضَافٌ اِلَيْهِ মিলে اِسْمُ اِنَّ হয়েছে। قَرِيْبٌ শিবহে ফেল, مِنَ হরফে জার, الْمُحْسِنِيْنَ মাজরুর, এখন حَرْفُ جَارٍّ ও مَجْرُوْرٌ মিলে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। شِبْهُ فِعْلٍ ও مُتَعَلِّقٌ মিলে شِبْهُ جُمْلَةٍ হয়ে خَبَرُ اِنَّ। পরিশেষে, اِسْمُ اِنَّ ও خَبَرُ اِنَّ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

CamScanner
Scanned with CamScanner